পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 206 Friday, 27 June, 2025 ✱ ৩০ বর্ষ, ২০৬ সংখ্যা ✱ ১২ আষাঢ় ১৪৩২, শুক্রবার, ২৭ জুন ২০২৫ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য- ৩ টাকা

ভোটার লিস্টে নাম রাখতে গেলে প্রমাণ দিতে হবে

কমিশনের রিভিশনকে বড় চক্রান্ত বলে বিরোধিতা মমতার

দুরন্ত বার্তা, দিঘা, ২৬ জুনঃ ভূতুড়ে ভোটার নিয়ে বঙ্গ রাজনীতির আঙিনায় চাপানউতোর শেষ নেই। এবার ভোটার লিস্টে 'ভূত' ধরতে কিছুদিন আগেই কমিটি তৈরি করে ফেলেছিল তৃণমূল। ভোটের যখন আর মেরে কেটে এক বছরও বাকি নেই তখন নির্বাচন কমিশনের ডিক্লারেশন ফর্ম নিয়ে গুরুতর আপত্তি তুলতে দেখা গেল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। বিজেপিকে কাঠগড়ায় তুলে তাঁর সাফ কথা, বাংলাকে প্রথম টার্গেট করা হচ্ছে। এরপর এক এক করে বাকি সব রাজ্যকে ক্যাপচার করে নেওয়া হবে। আর এ ক্ষেত্রে হাতিয়ার করা হচ্ছে নির্বাচন কমিশনকে। বিজেপির কথায় কি ফের এনআরসি চালুর চেষ্টা হচ্ছে? কেন মা-বাবার বার্থ সার্টিফিকেট চাইছে নির্বাচন কমিশন? দিঘায় সাংবাদিক সম্মেলন থেকে এমনই একগুচ্ছ প্রশ্ন তুলে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মমতা বলছেন, ডিক্লারেশন ফর্ম আপত্তিজনক। কমিশন সবাইকে ক্রীতদাস ভাবছে, এটা ঠিক নয়। তাঁর দাবি, ভিন রাজ্যের লোকেদের বাংলার ভোটার লিস্টে ঢোকানোর চেষ্টা চলছে। নির্বাচন কমিশন ও বিজেপির বিরুদ্ধে একযোগে আক্রমণ শানিয়ে তিনি বলেন, ''আপনার ভার্ডিক্ট মেনে গ্রাম বাংলার লোকেরা বাদ হয়ে যাবে। বাইরে থেকে আপনি সেই সংখ্যা ভরাবেন অনলাইনে। বিহারে গিয়ে বাংলার ভোটার দিয়ে নাম ভর্তি করবেন। আপনি যেহেতু হেরে যাবেন তাই গুজরাটে উত্তরপ্রদেশের লোক দিয়ে নাম ভরাবেন।'' মমতার

দাবি নির্বাচন কমিশন যা বলছে তা হলে গ্রামের লোক, পরিযায়ী শ্রমিকরা বঞ্চিত হবে। এরপরই আক্রমণের ধার আরও বাড়িয়ে তিনি বলেন, ''ভোটের দিন বুথ কেন্দ্রে গিয়ে দেখা যায় ভোটার লিস্ট থেকে ২৫ থেকে ৩০টা নাম বাদ গিয়েছে। শেষ মুহূর্তে বিজেপির কথায় নামগুলো কেটে দেওয়া হয়।'' তাঁর অভিযোগ, নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে অমিত শাহের আঁতাত রয়েছে। দেশ চালাচ্ছে অমিত শাহই। এরপরই কমিশনের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানিয়ে ফের বলেন, ''রাজ্যের কোনও আধিকারিককে দিয়ে নির্বাচন করায় না। বিজেপির সঙ্গে বৈঠক করে। কিন্তু, নির্বাচন কমিশনকে নিরপেক্ষ হতে হয়।'' তবে তিনি এও মনে করছেন গোলযোগের এখানেই শেষ নয়। আরও আছে। সাংবাদিক বৈঠক থেকেই তিনি বলেন, ''আরও অনেক ঘাপলা আছে, বের করতে টাইম লাগবে। কিন্তু প্রথম ঘাপলাটা তো বের করে দিলাম।'' সতর্ক করেন অন্য রাজ্যগুলিকেও। বলেন, ''এটা সব রাজ্যে হচ্ছে। আমরা ভুলটা ধরিয়ে দিলাম। বাকিরাও এবার সতর্ক হোক।'' তবে অবৈধভাবে নাম বাদ গেলে তৃণমূল চুপ করে যে থাকবে না তাও এদিন সাংবাদিক বৈঠকে বুঝিয়ে দেন তিনি। কমিশনের উপর চাপ বাড়িয়ে বলেন, ''ভোটার লিস্ট আপনার অস্তিত্ব। এরা চেষ্টা করবে আপনার নাম বাদ দেওয়ার। আপনি চেষ্টা করবেন আপনার নাম ঢোকানোর। কিন্তু, কোথায়ও যদি অবৈধভাবে কোনও নাম বাদ পড়ে সেখানে তৃণমূল কংগ্রেস মা মাটি মানুষকে নিয়ে আন্দোলনে যাবে।''

দিঘায় রথের চাকা গড়াবে দুপুর আড়াইটেয়, জানালেন মুখ্যমন্ত্রী

দুরন্ত বার্তা, দিঘা, ২৬ জুনঃ শুক্রবার রথযাত্রা। সোনার ঝাঁটা দিয়ে রাস্তা পরিষ্কার করে রশি টেনে রথযাত্রার সূচনা করবেন মুখ্যমন্ত্রী। তার আগে বুধবারই দিঘা পৌঁছে গিয়েছেন তিনি। জগন্নাথদেবের মন্দির প্রতিষ্ঠার পরে দিঘায় প্রথম বার অনুষ্ঠিত হতে চলেছে রথযাত্রা উৎসব। সেই কারণে এ বার প্রথম থেকেই বাড়তি গুরুত্ব ও সতর্কতার উপর জোর দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। যে কারণে বৃহস্পতিবারই নিরাপত্তা ও ব্যবস্থাপনা নিয়ে একপ্রস্থ প্রস্তুতি বৈঠক সেরে ফেলেছেন তিনি। বৈঠকের পর মমতা জানান, আগামিকাল অর্থাৎ শুক্রবার দুপুর আড়াইটের পর রথের চাকা গড়াবে। শুধু তাই নয়, কখন কী তার একটা স্পষ্ট দিনলিপিও দিয়ে রাখলেন। মুখ্যমন্ত্রী জানালেন, রথের দিন ভক্তরা জগন্নাথ মন্দিরে ভক্তরা চাইলে ঢুকতে পারবেন। পাথরে গড়া বিগ্রহ মন্দিরের অন্দরেই থাকবে। আর রথে থাকবে নিমকাঠের আসল বিগ্রহ। সকাল ৯টা থেকে প্রাথমিক পূজার্চনা শুরু হবে। সাড়ে ন'টার মধ্যে প্রশাসনিক কর্তা, মন্ত্রীদের নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী চলে আসবেন সেখানে। দুপুর দুটো নাগাদ আরতি শুরু হবে। আড়াইটে নাগাদ চাকা গড়াবে রথের। রথযাত্রার ভিড়ের মাঝে পদপিষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকেই। যে কারণে তৎপর প্রশাসন। যাতে কোনও রকম অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে তাই ব্যারিকেডের বন্দোবস্ত করা হচ্ছে রাস্তার দু'ধারে। ব্যারিকেডের অপর দিকে দাঁড়িয়ে রথযাত্রা দেখতে পারবেন ভক্তরা। ব্যারিকেডের সঙ্গে ছোঁয়ানো থাকবে রথের রশি। কাজেই যে কোনও সময় সেই রশি স্পর্শ করতে পারবেন ভক্তরা।

বৃহস্পতিবার দীঘায় প্রাক রথযাত্রার যাবতীয় ব্যবস্থা খতিয়ে দেখলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। **ছবি সৌরভ দত্ত**

দিঘার নতুন জগন্নাথ মন্দির থেকে পুরনো মন্দির, প্রায় এক কিলোমিটার পথ জুড়ে চলবে রথযাত্রা। অনুমান করা হচ্ছে, এ বছর প্রায় দুই থেকে আড়াই লক্ষ ভক্ত রথযাত্রার সময় উপস্থিত হবেন দিঘায়। এই বিপুল জনসমাগম সামলাতে প্রশাসন, পুলিশ, দমকল ও জনপ্রতিনিধিদের সমন্বয়ে কাজ করার নির্দেশ আগেই দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর নির্দেশমতো কী কী পদক্ষেপ করা হয়েছে, তা চাক্ষুষ করতে, সব বিষয় খতিয়ে দেখতে বুধবারই দিঘায় চলে আসেন মমতা। বৃহস্পতিবার একটি প্রস্তুতি বৈঠক সেরে গোটা মন্দিরচত্বর ঘুরে, ত্রুটি-বিচ্যুতি সমস্ত বুঝিয়ে দিয়ে, কখন কী সবটা বুঝিয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী।

কলেজে ভর্তি প্রক্রিয়া নিয়ে বড় স্বস্তি রাজ্যের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৬ জুনঃ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে ওবিসি শংসাপত্র সংক্রান্ত মামলায় বড় স্বস্তি পেল রাজ্য সরকার। ভর্তি প্রক্রিয়ায় আপাতত হস্তক্ষেপ করল না কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার ডিভিশন বেঞ্চ। তবে হাইকোর্ট জানিয়েছে, ওবিসি সংক্রান্ত আবেদনপত্রে ক্যাটেগরি উল্লেখ করা যাবে না। রাজ্যকে আগামী ৪ জুলাইয়ের মধ্যে হলফনামা জমা দিতে নির্দেশ দিয়েছে ডিভিশন বেঞ্চ। ওবিসি সংরক্ষণ নিয়ে হাইকোর্টের স্থগিতাদেশের পরও রাজ্যের কলেজগুলিতে ভর্তির অনলাইন পোর্টালে ওবিসি এ এবং ওবিসি বি ক্যাটেগরির উল্লেখ আছে। এই অভিযোগে আদালত অবমাননার মামলা দায়ের হয় হাইকোর্টে। আবেদনকারীরা এদিন আদালতে বলেন, গত ১৭ জুন হাইকোর্ট পাঁচটি সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ জারি করেছিল। কিন্তু, ভর্তির পোর্টালে ওবিসি ক্যাটেগরি এ ও ক্যাটেগরি বি অনুযায়ী আবেদন নেওয়া হয়েছে। এই নিয়ে ডিভিশন বেঞ্চ বলে, ওবিসি সংক্রান্ত মামলা

এই মুহূর্তে সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন। তাই ভর্তি প্রক্রিয়ায় আপাতত কোনও হস্তক্ষেপ নয়। তবে কোনও ক্যাটেগরি ধরে আবেদন এখন নেওয়া হবে না। যাঁরা আবেদন করছেন, তাঁদের আবেদন করতে দিন। রাজ্যের উদ্দেশে বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা বলেন, আদালত এটা আশা করে যে ওবিসি সংক্রান্ত মামলায় কলকাতা হাইকোর্ট যে রায় দিয়েছে, রাজ্য সেটা অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে। ভর্তি হোক বা নিয়োগ, রাজ্য সমস্ত ক্ষেত্রেই কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ মানবে এটাই প্রত্যাশিত। রাজ্যের তরফে অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্ত ও আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, রাজ্য ইতিমধ্যে সুপ্রিম কোর্টে স্পেশাল লিভ পিটিশন দাখিল করেছে। তাছাড়া ভর্তি সংক্রান্ত যে পোর্টাল প্রথমে খোলা হয়েছিল, আদালতের নির্দেশের পরে তাতে পরিবর্তন আনা হয়েছে। এখনই ওবিসি-এ, ওবিসি-বি শ্রেণিবিন্যাসকে তারা বিবেচনার মধ্যে আনছে না। এবং সুপ্রিম কোর্টের রায়ের ভিত্তিতেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। তখন বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা নিজের পর্যবেক্ষণে জানান, ২০১০ সালের আগে পর্যন্ত যারা ওবিসি তালিকাভুক্ত ছিল, তাদের আবেদনও গ্রহণ করা হবে বলে আদালত আশা করছে। ৪ জুলাইয়ের মধ্যে রাজ্যকে হলফনামা দিতে বলেছে হাইকোর্ট। ৪ জুলাই মামলার পরবর্তী শুনানি।

'স্মেল ইজ ভেরি ব্যাড', মমতা নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে সরব হতেই কটাক্ষ শুভেন্দুর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৬ জুনঃ টার্গেটে বাংলা। টার্গেট করা হচ্ছে বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকদের। ভোটার লিস্ট ইস্যুতে নির্বাচন কমিশন এবং বিজেপিকে এক বন্ধনীতে ফেলে নিশানা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কমিশনের ডিক্লারেশন ফর্ম নিয়ে তুললেন গুরুতর অভিযোগ। মমতার মতে এটা ভয়ঙ্কর খেলা। এনআরসি-র চেয়েও ভয়ঙ্কর। এই ইস্যুতে এবার পাল্টা সুর চড়িয়েছে বিজেপি। চাঁচাছোলা ভাষায় আক্রমণ করেছেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বলছেন, মমতা বুঝে গিয়েছেন রোহিঙ্গাদের নাম বাদ যাবে। ফলস রোহিঙ্গা ভোটার ঢুকিয়ে রেখেছিল। অন্যদিকে অন্যদিকে ভোটার তালিকা সংশোধনের সময় নিয়ে রীতিমতো প্রশ্ন সিপিএমেরও। এদিন দিঘা থেকে সংবাদিক বৈঠক করেন মমতা। সেখানেই তিনি বলেন, প্রথমে বাংলাকে টার্গেট করা হচ্ছে। তারপর বাকি রাজ্যগুলিতেও টার্গেট করা হবে। আর এই ক্ষেত্রে বিজেপি হাতিয়ার করছে নির্বাচন কমিশন। মমতার দাবি উড়িয়ে শুভেন্দু

বলছেন, ''মমতা নিজেও বুঝে গিয়েছেন সব স্মুথ হবে না। কোন কিছু ঠিক নেই।'' ছাব্বিশের বিধানসভা ভোটের বাকি মেরে কেটে আর কয়েক মাস বাকি। যদিও এরইমধ্যে বাংলার নানা প্রান্তে ভুয়ো ভোটার নিয়ে চাপানউতোর কম হয়নি। ভোটার লিস্টে ভূত ধরতে আলাদা করে কমিটিও তৈরি করে ফেলেছিল শাসকদল। এবার এবার ডিক্লারেশন ফর্মেই সিঁদুরে মেঘ দেখছেন তৃণমূল সুপ্রিমো। ফের একবার বাংলার ভোটার তালিকায় ভিন রাজ্যের ভোটারদের নাম ঢোকানোর অভিযোগে সরব হলেন। সেই সঙ্গে টেনে আনলেন এনআরসি-র প্রসঙ্গ। স্পষ্ট কথা, ''আপনি বাংলায় হরিয়ানা, রাজস্থান সহ অন্যান্য রাজ্যের নাম দিয়ে নাম ভরাবেন। এতটা সহজ নয়। ইটস আ হরর গেম। ইট ইজ ডেঞ্জারাস দ্যান এনআরসি ইভেন।'' পাল্টা শুভেন্দু বলছেন, ''মর্নিং শোজ দ্যা ডে। স্মেল ইজ ভেরি ব্যাড। উনি ফিয়ার সাইকোসিসে ভুগছেন।'' সম্প্রতি ভোটার নাম তুলতে নাগরিকত্বের সুনির্দিষ্ট পরিচয়পত্র, সেলফ অ্যাটাস্টেড ডিক্লারেশনের কথা জানিয়েছে কমিশন। তা নিয়েই তীব্র আপত্তি তৃণমূলের। মাসখানেক আগেই নেতাজি ইন্ডোরে কমিশনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে একই অভিযোগ তুলেছিলেন মমতা। সদ্য আবার বাংলায় ভুয়ো ভোটার এবং বাংলাদেশি ভোটার নিয়ে বহু অভিযোগ সামনে আসে। একই এপিক নম্বরে ভিন রাজ্যে ভোটার খুঁজে পাওয়া যায়। কাকদ্বীপের ভোটার তালিকা থেকে বাদ যায় বাংলাদেশি নিউটন দাসের নাম। তা নিয়ে চাপানউতোর কম হয়নি।

আজ শেষ ডিএর সময়সীমা, সরকারের পদক্ষেপ কি?

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সরকারের সামনে এক গুরুত্বপূর্ণ সময়সীমা। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী, সরকারি কর্মচারীদের মহার্ঘ ভাতা প্রদানের বিজ্ঞপ্তি জারি করার শেষ দিন আগামীকাল, ২৭ জুন, ২০২৫। তবে, আগামীকাল পুরীর জগন্নাথ রথযাত্রা উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গে সরকারি ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। ফলে, ডিএ বিজ্ঞপ্তি জারি করার জন্য আজ, ২৬ জুন, শেষ কার্যকর দিন হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। যদি আজ এই বিজ্ঞপ্তি জারি না হয়, তবে সোমবার, ৩০ জুন, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অমান্য করার জন্য রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার নোটিশ জারি হতে পারে। এই পরিস্থিতি রাজ্যের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলে তীব্র জল্পনার সৃষ্টি করেছে। সুপ্রিম কোর্ট দীর্ঘদিন ধরে পশ্চিমবঙ্গের সরকারি কর্মচারীদের বকেয়া ডিএ প্রদানের বিষয়ে রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দিয়ে আসছে। সরকারি কর্মচারী ও পেনশনভোগীদের মহার্ঘ ভাতা কেন্দ্রীয় সরকারের হারের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রদানের দাবিতে বেশ কয়েকটি মামলা দায়ের হয়েছে। সুপ্রিম কোর্ট ২৭ জুন, ২০২৫-এর মধ্যে এই বিষয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করার জন্য রাজ্য সরকারকে সময়সীমা নির্ধারণ করেছিল। সুপ্রিম কোর্টের অন্তর্বর্তী নির্দেশ ছিল ২৫ মহার্ঘ ভাতা দিতে হবে। এই সময়সীমা শেষ হতে চলেছে আগামী কাল এবং সরকারি কর্মচারী সংগঠনগুলো এই বিষয়ে তীক্ষ্ণ নজর রাখছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রতি বছর রথযাত্রার দিন সরকারি ছুটি ঘোষণা করে, এবং ২০২৫ সালেও এই ঐতিহ্য অব্যাহত রয়েছে। আগামীকাল, ২৭ জুন, পুরীর এবং দিঘার জগন্নাথ রথযাত্রা উপলক্ষে রাজ্যের সমস্ত সরকারি অফিস, আদালত, এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকবে। ফলে, ডিএ বিজ্ঞপ্তি জারি করার জন্য আজকের দিনটি ছিল অত্যন্ত

গুরুত্বপূর্ণ। সরকারি অফিসগুলো আজ স্বাভাবিকভাবে কাজ করলেও, এই বিষয়ে কোনো আনুষ্ঠানিক ঘোষণা এখনও প্রকাশিত হয়নি। এই পরিস্থিতি সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে উদ্বেগ এবং প্রত্যাশার সৃষ্টি করেছে। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে এখনও ডিএ বিজ্ঞপ্তি জারির বিষয়ে কোনো স্পষ্ট ঘোষণা পাওয়া যায়নি। সূত্রের খবর, নবান্নে এই বিষয়ে তৎপরতা চলছে, তবে আর্থিক সংকট এবং অন্যান্য প্রশাসনিক জটিলতার কারণে সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্ব হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে জয়প্রকাশ মজুমদার বলেছেন সুপ্রিমে কখনো বলেনি ডিএ রাজ্য সরকারি কর্মীদের অধিকারের মধ্যে পড়ে। সর্বোপরি কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থনৈতিক বঞ্চনার কথাও তিনি উল্লেখ করেন। রাজ্য সরকার বারবার দাবি করেছে যে, তারা সরকারি কর্মচারীদের স্বার্থ রক্ষায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তবে, বকেয়া ডিএ প্রদানের বিষয়ে কেন্দ্রীয় হারের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখা আর্থিকভাবে চ্যালেঞ্জিং বলে সরকার মনে করে। এই পরিস্থিতিতে, আজকের মধ্যে বিজ্ঞপ্তি জারি না হলে, সরকারকে সুপ্রিম কোর্টের কাছে জবাবদিহি করতে হতে পারে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অমান্য করলে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার নোটিশ জারি হতে পারে। এই নোটিশ জারি হলে, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের আদালতে হাজির হয়ে ব্যাখ্যা দিতে হতে পারে। সরকারি কর্মচারী সংগঠনগুলো জানিয়েছে, তারা এই বিষয়ে আইনি পথে এগোতে প্রস্তুত। একটি সংগঠনের নেতা বলেন, ''আমরা দীর্ঘদিন ধরে ডিএ-র জন্য লড়াই করছি। সুপ্রিমে নির্দেশ অমান্য করা হলে, আমরা আদালতের দ্বারস্থ হব।'' এই পরিস্থিতি রাজ্য সরকারের জন্য রাজনৈতিকভাবেও অস্বস্তিকর হতে পারে, বিশেষ করে যখন সরকারি কর্মচারীদের একটি বড় অংশ এই বিষয়ে ক্ষুব্ধ। অন্য দিকে রাজ্য ও তাদের নিজেদের সপক্ষে যুক্তি খাড়া করে আদালত মুখো হবে তা বলাই বাহুল্য। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এই বিষয়ে ব্যাপক আলোচনা চলছে। সমাজ মাধ্যমের একটি পোস্টে বলা হয়েছে, ডিএ নিয়ে রাজ্যকে দেওয়া সুপ্রিম কোর্টের সময়সীমা শেষ হতে চলেছে। এই পোস্টটি জনমনে উদ্বেগ আরও বাড়িয়েছে। বিরোধী দলগুলো, বিশেষ করে বিজেপি এবং সিপিআই(এম), এই বিষয়ে সরকারের ব্যর্থতার সমালোচনা করেছে। বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেছেন, ''রাজ্য সরকার সরকারি কর্মচারীদের প্রতি উদাসীন। তারা আদালতের নির্দেশ পর্যন্ত মানছে না।'' তবে, তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্ররা জানিয়েছেন, সরকার এই বিষয়ে যথাযথ পদক্ষেপ নিচ্ছে এবং শীঘ্রই সমাধান হবে। ডিএ প্রদানের শেষ সময়সীমা এবং রথযাত্রার সরকারি ছুটির কারণে রাজ্য সরকার একটি চাপের মুখে রয়েছে। আজকের মধ্যে বিজ্ঞপ্তি জারি না হলে, সোমবার আদালত অবমাননার নোটিশ জারির আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। এই পরিস্থিতি সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে ক্ষোভ এবং রাজনৈতিক মহলে বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। রাজ্য সরকার কীভাবে এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে এবং সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে চলে, তা আগামী দিনে রাজ্যের প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক গতিপথ নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

আগ বাড়িয়ে কেন গেলেন? 'টাকা বিতর্কে' হুমায়ুনকে শোকজ তৃণমূলের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৬ জুনঃ তৃণমূলের বিজয় মিছিল থেকে ছোড়া বোমায় প্রাণ গিয়েছিল ছোট্ট তামান্নার। মা সাবিনা বিবির বুকফাটা কান্না দেখছে বঙ্গবাসী। পরিবারের সদস্যদের দাবি, তাঁরা সিপিএম করেন। তাই বলি হতে হয়েছে তৃণমূলের বিজয়োল্লাসে। পরিবারকে সমবেদনা জানাতে কালীগঞ্জে দশ বছরের সেই ছোট্ট মেয়েটার বাড়ি গিয়েছিলেন ডেবরার তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীর। শোকবার্তা দেওয়ার সঙ্গেই দিতে গিয়েছিলেন কিছু টাকা। জোরাল কণ্ঠে তা ফিরিয়ে দিয়েছিলেন সন্তানহারা মা। আঙুল উঁচিয়ে তীব্র ক্ষোভের সঙ্গে বলে উঠেছিলেন কিসের জন্য? কিসের জন্যে এটা? এমন শোক আমায় দেখাবেন না। আমি ধৈর্য্য রাখতে পারব না। এবার সেই হুমায়ুনের কাছে গেল দলের শোকজ নোটিস। কেন দলের অনুমতি না নিয়ে সেখানে গিয়ছিলেন? কারণ দর্শাতে হবে হুমায়ুন। সূত্রের খবর, এদিন হুমায়ুনকে এই চিঠি দিয়েছেন দলের রাজ্য সভাপতি হুমায়ুন কবীর। তা নিয়েই এখন জোরদার চর্চা চলছে রাজনৈতিক মহলে। ৭২ ঘণ্টা সময় দেওয়া হয়েছে হুমায়ুনকে। তার মধ্যেই দিতে হবে জবাব। কালীগঞ্জ

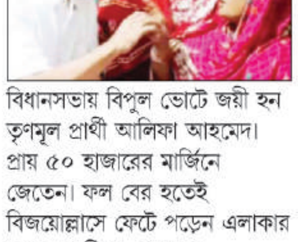

বিধানসভায় বিপুল ভোটে জয়ী হন তৃণমূল প্রার্থী আলিফা আহমেদ। প্রায় ৫০ হাজারের মার্জিনে জেতেন। ফল বের হতেই বিজয়োল্লাসে ফেটে পড়েন এলাকার তৃণমূল কর্মীরা। এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগ, প্রায় ৪০ থেকে ৫০টি বোমা ছোড়া হয়েছিল। তামান্নার বাড়ি লক্ষ্য করেও ছোড়া হয় বোমা। তাতেই মৃত্যু। সেই তামান্নার বাড়িতেই একদিন আগে গিয়েছিলেন হুমায়ুন। কিন্তু কেন দলকে না জানিয়ে তিনি এই পদক্ষেপ করবেন? জানতে চাইছেন সুব্রতরা।

একুশের প্রস্তুতি নিয়ে বিধায়কদের বিশেষ 'টাস্ক' দিলেন মমতা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৬ জুনঃ ২১ জুলাই, তৃণমূল কংগ্রেসের ইতিহাসে শুধু একটি তারিখ নয়, এটি রাজ্যের লক্ষ লক্ষ কর্মী-সমর্থকদের কাছে এক অমোচনীয় আবেগের নাম। প্রতি বছর শহিদের স্মরণে আয়োজিত এই সমাবেশ হয়ে ওঠে জনসমুদ্রের প্রতিচ্ছবি। সেই আবেগ ও স্মৃতিকে আরও একধাপ এগিয়ে নিয়ে যেতে দলীয় নেতৃত্ব ও বিধায়কদের এবার আগেভাগেই বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সম্প্রতি শেষ হয়েছে বিধানসভার বাদল অধিবেশন। অধিবেশনের শেষ দিনেই মুখ্যমন্ত্রী মন্ত্রী ও বিধায়কদের সঙ্গে পৃথকভাবে দেখা করেন। এলাকার সার্বিক পরিস্থিতি সম্পর্কে খোঁজ নেন। কোথাও কোনও প্রশাসনিক সমস্যা, স্থানীয় অশান্তি বা জনভোগান্তির বিষয় আছে কি না, সেসব নিয়ে খোলামেলা আলোচনা করেন। এই কথোপকথনের ফাঁকেই তিনি তুলে ধরেন ২১ জুলাইয়ের

প্রসঙ্গ। মমতার স্পষ্ট বার্তা, ২১ জুলাই সামনে। সবাই খেয়াল রাখো যেন কর্মীরা সঠিকভাবে সভায় পৌঁছাতে পারেন। আগে থেকে প্রস্তুতি নিতে হবে। এই সমাবেশ সফল করতে হবে। নেত্রীর এই সংক্ষিপ্ত অথচ অর্থবহ বার্তা দলীয় নেতৃত্বের কাছে এক গুরুদায়িত্বের ইঙ্গিত। তৃণমূল নেত্রীর কাছে ২১ জুলাই শুধুমাত্র একটি রাজনৈতিক সমাবেশ নয়, বরং শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর এক ঐতিহাসিক দিন। সেই ঐতিহাসিক মুহূর্তকে স্মরণীয় করে তুলতে প্রতি বছরই বিশাল প্রস্তুতির সাক্ষী থাকে দল। এবারও তার ব্যতিক্রম হচ্ছে না। ইতিমধ্যেই দলের শীর্ষ নেতৃত্বকে সভাস্থল, কর্মী পরিবহণ, আবাসনের ব্যবস্থা, নিরাপত্তা ও অন্যান্য লজিস্টিক বিষয়ে প্রস্তুতি শুরু করার নির্দেশ দিয়েছেন নেত্রী। এই আবেগঘন মুহূর্তের পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী তুলে ধরেছেন আরও একটি স্পর্শকাতর বিষয়। সম্প্রতি রাজস্থানে বাংলা ভাষায় কথা বলার 'অপরাধে' কয়েকজন পরিযায়ী শ্রমিককে আটক করা হয়। বিষয়টি সামনে আসতেই তৎক্ষণাৎ ব্যবস্থা নেন মুখ্যমন্ত্রী। সাংবাদিকদের সামনেও তিনি বিষয়টি নিয়ে প্রতিবাদ জানান এবং দলীয় বিধায়কদের কাছে ঘটনাটির গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেন। বাংলা ভাষা ও বাঙালি পরিচয়ের প্রতি তাঁর এই দায়বদ্ধতা নতুন কিছু নয়, বরং তা তাঁর দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের প্রতিচ্ছবি। এদিকে, রাজ্যে চলমান বন্যা পরিস্থিতি নিয়েও মুখ্যমন্ত্রীর কড়া বার্তা দিয়েছেন। ডিভিসি-র জল ছাড়ার বিষয়টি রাজ্যকে না জানিয়ে করা হয়েছে বলে সরকারের অভিযোগ। এর প্রেক্ষিতে ক্ষোভ প্রকাশ করেন মমতা। পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে অধিবেশনের একটি পর্ব কাটছাঁট করে নেতা-মন্ত্রীদের দ্রুত বন্যাকবলিত এলাকায় পৌঁছানোর নির্দেশ দেন তিনি। শুধু তাই নয়, তাদের দায়িত্ব পালনের বিষয়ে তিনি ছিলেন নজরদার। এখানেই শেষ নয়। মুখ্যমন্ত্রী বারবার মনে করিয়ে দিয়েছেন, জনপ্রতিনিধি হিসেবে সকলের কিছু দায়িত্ব ও শালীনতা রয়েছে। যত্রতত্র, যখন-তখন যেকোনো কিছু বলে ফেলার সংস্কৃতি গ্রহণযোগ্য নয়। দলের শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং জনতার আস্থা অর্জন করাই একজন জনপ্রতিনিধির মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত। এইভাবে ব্যক্তিগত খোঁজ-খবর থেকে শুরু করে বৃহ রাজনৈতিক সমাবেশ-সব ক্ষেত্রেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ফুটে উঠছে দায়িত্ব, আবেগ, এবং সংগঠনের প্রতি একনিষ্ঠতা। ২১ জুলাই তাই শুধুই স্মরণ নয়, এটি তৃণমূলের আত্মপরিচয়ের দিন। এবং সেই আত্মপরিচয়কে আরও একবার গর্বের সঙ্গে তুলে ধরতেই নেত্রীর এই বার্তা- সতর্ক থাকো, প্রস্তুত থাকো, ঐতিহাসিক করো।

সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মবার্ষিকীতে মুখ্যমন্ত্রীর শ্রদ্ধাঞ্জলি

কলকাতা, ২৬ জুনঃ সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ১৮৭তম জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মদিবসে আন্তরিক শ্রদ্ধাঞ্জলি জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এক্স হ্যান্ডেলে এক বার্তায় তিনি জানান, বঙ্কিমচন্দ্র আধুনিক বাংলা সাহিত্যের গতিপথ নির্ধারণে এক নির্ণায়ক ভূমিকা নিয়েছিলেন। তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলির গভীরতা, তাঁর ভাবনার অভিনবত্ব এবং তাঁর ভাষারীতি আজও আমাদের নিরন্তর অনুপ্রাণিত করে। 'বন্দে মাতরম' আমাদের জাতীয় চেতনার এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। এছাড়া এদিন যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে রাজ্য জুড়ে পালিত হচ্ছে। উত্তর ২৪ পরগণা জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের ব্যবস্থাপনা'তে এই মুহূর্তে নৈহাটির কাঁঠালপাড়ায় রাজ্যস্তরের অনুষ্ঠান শুরু হয়েছে। স্থানীয় সাংসদ পার্থ ভৌমিক সহ বিশিষ্টরা উপস্থিত ছিলেন। দিনভর সেখানে তা স্মরণ করে নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয় এবং সন্ধ্যায় ও আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়েছে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের নৈহাটি শাখার উদ্যোগে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

হিমাচলে মেঘভাঙা বৃষ্টি, উদ্ধারকাজ জারি

কুলু, ২৬ জুন ঃ মেঘভাঙা বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত হিমাচল প্রদেশ। বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। বুধবার থেকে শুরু হওয়া বৃষ্টিতে এখনও পর্যন্ত ২ জনের মৃত্যুর খবর মিলেছে এবং ৬ জন নিখোঁজ। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় শুরু হয়েছে উদ্ধার কাজ। বৃষ্টিতে সব থেকে বেশি ক্ষতি হয়েছে কুলু ও কাংড়া জেলার। দুর্যোগে পড়েছেন পর্যটকরাও।কুলু জেলার ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে মেঘভাঙা বৃষ্টিতে। রেহলা বিহালে সেখানে ৩ জন নিখোঁজ বলে সূত্রের খবর। একাধিক বাড়ি, স্কুল, রাস্তাঘাট এবং ছোট সেতু জলের তোড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কুলু জেলার বিপাশা ও শতদ্রু নদীর জল বিপদ সীমার উপর দিয়ে বইছে। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে পান্ডোহ বাঁধের গেট খুলে দেওয়া হয়েছে। কাংড়া জেলার মানুনি খাদ থেকে ইতিমধ্যেই দুটি মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। ৬ জন এখনও নিখোঁজ। জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের কাছে অস্থায়ী শিবিরে থাকা শ্রমিকরাই মূলত মূলত নিখোঁজ বলে জানা গিয়েছে। জলের প্রবল তোড়ে তাঁরা ভেসে গিয়েছেন। ইতিমধ্যেই জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী উদ্ধারকাজ শুরু করেছে।

৩৮-তম জন্মদিনে শৈশবের ক্লাবে মেসির নামে স্ট্যান্ড

বুয়েনোস আইরেস, ২৬জুনঃ শৈশবের অনেকটা সময় যে ক্লাবে কাটিয়েছেন মেসি, সেই নিওয়েল'স ওল্ড বয়েজ তাদের মার্সেলো বিয়েলসা স্টেডিয়ামের নতুন স্ট্যান্ডের নামকরণ করেছে আর্জেন্টাইন মহাতারকার নামে। ফুটবল জাদুকরের ৩৮তম জন্মদিনে তাকে এই সম্মাননা দিয়েছে ক্লাবটি। ইতিহাসের সেরা ফুটবলারদের একজন মেসি মঙ্গলবার ৩৮ বছর পূর্ণ করেন।রসারিওর ক্লাব নিওয়েল'সে ৬ বছর বয়সে যোগ দিয়ে ছিলেন মেসি। ১৩ বছর বয়সে বার্সিলোনায় পা।ি দেওয়ার আগে পর্যন্ত ক্লাবটির যুব দলে খেলেন মেসি।আর্জেন্টিনার আরেক কিংবদন্তি দিয়েগো মারাদোনার নামেও এই স্টেডিয়ামে একটি স্ট্যান্ড আছে। নিওয়েল'সের হয়ে ১৯৯৩-৯৪ মরসুমে মারাদোনা খেলেছিলেন।ক্লাবটি সামাজিক মাধ্যম ইনস্টাগ্রামে লিখেছে, মার্সেলো বিয়েলসা স্টেডিয়াম আজ নতুন একটি পাতা যোগ করেছে। ফুটবল ইতিহাসের সবচেয়ে প্রভাবশালী দুই নাম প্রথমবারের মতো একই ছাদের নিচে, আমাদের।

মাদক দ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার বিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস উদযাপন কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি, ২৬ জুন ঃভারত সরকারের সামাজিক ন্যায়বিচার ও ক্ষমতায়ন দফতর বৃহস্পতিবার দিল্লির ডঃ আম্বেদকর আন্তর্জাতিক কেন্দ্রে মাদক দ্রব্যের অপব্যবহার এবং অবৈধ পাচার বিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস উপলক্ষ্যে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। কেন্দ্রীয় সামাজিক ন্যায়বিচার ও ক্ষমতায়ন প্রতিমন্ত্রী বি এল ভার্মা সহ সংশ্লিষ্ট বিভাগের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন। এই বিষয়ে জানিয়েছে ভারত সরকারের প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো।তাদের তরফে জানানো হয়েছে, এই মন্ত্রক দেশে মাদকের ব্যবহার রোধ, সমস্যা মূল্যায়ণ, প্রতিরোধ মূলক ব্যবস্থা, মাদক ব্যবহারকারীদের চিকিসা ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত বিষয়ে তথ্য ছড়িয়ে দিতে সমন্বয় ও পর্যবেক্ষণের কাজ করে থাকে।সামাজিক ন্যায়বিচার ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রক নেশামুক্ত ভারত অভিযান শুরু করেছে। বর্তমানে দেশের সব জেলায় এই অভিযান চলছে। এর লক্ষ্য হল, তরুণদের মধ্যে মাদকদ্রব্যের অপব্যবহারের কুফল সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করা, বিশেষ করে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গন, স্কুল এবং সম্প্রদায়ের মধ্যে এ সংক্রান্ত বার্তা পৌঁছে দেওয়া।এই অভিযানে বেশ কিছু সাফল্যও মিলেছে। এখনও পর্যন্ত বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে ১৫.৭৮ কোটিরও বেশি মানুষকে মাদক ব্যবহারের কুফল সম্পর্কে সচেতন করা হয়েছে। এর মধ্যে ৫.২৬ কোটিরও বেশি যুবক-যুবতী এবং ৩.৩১ কোটির বেশি মহিলা রয়েছেন। ৪.৩১ লক্ষেরও বেশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণের মাধ্যমে এই অভিযানের বার্তা শিশু ও যুবক-যুবতীদের কাছে পৌঁছে গেছে। এই অভিযানে ২০,০০০-এরও বেশি সুনিপুণ স্বেচ্ছাসেবক নিয়ে একটি দল তৈরি করা হয়েছে এবং তাঁদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। এই অভিযানে সামাজিক মাধ্যম ট্যুইটার, ফেসবুক, ইনস্টাগ্রামের মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। নেশামুক্ত ভারত অভিযান মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনটি এই সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করার জন্য তৈরি করা হয়েছে। এই অ্যাপটি গুগল প্লে-স্টোরে রয়েছে। এই অভিযানের ওয়েবসাইট http:nmba.dosje.gov.in-এ বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যাবে। ৯৯,৫৯৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ১.৬৭ কোটিরও বেশি পড়ুয়া মাদকমুক্ত থাকার শপথ নিয়েছে। এছাড়াও যুবদের নেশামুক্ত রাখার জন্য একাধিক কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি নেশামুক্ত ভারত অভিযান সম্পর্কে গণসচেতনতা গড়ে তুলতে দ্য আর্ট অফ লিভিং, ব্রহ্মকুমারী, ইসকন-এর মতো একাধিক আধ্যাত্মিকসমাজসেবামূলক সংস্থার সঙ্গে সমঝোতাপত্র স্বাক্ষরিত হয়েছে।মাদকদ্রব্যের ব্যবহার ব্যাধির মতো। এ এমন একটি সমস্যা যা দেশের সামাজিক কাঠামোর ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। যেকোনও মাদক দ্রব্যের ওপর নির্ভরশীল ব্যক্তি কেবল তার স্বাস্থ্যের ওপরই প্রভাব ফেলে না, তার পরিবার এবং সমগ্র সমাজকেও ব্যাহত করে। এমন কিছু মাদকদ্রব্য রয়েছে, যা ব্যবহারের ফলে স্নায়ু, মানসিক, হৃদরোগের মতো সমস্যা দেখা দিতে পারে। এমনকি মাদক ব্যবহারকারী আত্মহত্যাও করতে পারে। তাই মাদকদ্রব্যের ব্যবহার এবং তার ওপর নির্ভরতাকে একটি মানসিক-সামাজিক চিকিসা সংক্রান্ত সমস্যা হিসেবে দেখা উচিত।উল্লেখ্য, প্রতি বছর ২৬ জুন মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার এবং অবৈধ পাচার বিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস হিসেবে পালিত হয়। সামাজিক ন্যায়বিচার ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রকের সাহায্যে জাতীয় মাদক চাহিদা হ্রাস কর্মপরিকল্পনা (এনএপিডিডিআর)-এর আওতায় সমস্ত রাজ্যকেন্দ্র শাসিত অঞ্চল এবং সকল এনজিওস্বেচ্ছাসেবী সংস্থাকে ১ জুন থেকে ২৬ জুন পর্যন্ত নেশামুক্ত ভারত অভিযানের অধীনে সচেতনতামূলক কর্মসূচি আয়োজন করার অনুরোধ জানানো হয়েছে। এই কর্মসূচির মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট বিভাগ দেশে এই অভিযানকে গণআন্দোলনের রূপ দেবে বলে আশা করা হচ্ছে জানান।

এসসিও-র গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরক্ষা দলিলে সই করলেন না রাজনাথ সিং, জোরালো কূটনৈতিক বার্তা দিল ভারত

নয়াদিল্লি,২৬জুনঃসাংহাই সহযোগিতা সংস্থার প্রতিরক্ষা মন্ত্রীদের বৈঠকে বড় সিদ্ধান্ত নিল ভারত। প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং ওই সম্মেলনে উপস্থিত থাকলেও একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিলে সই না করার সিদ্ধান্ত নেন। সরকারের তরফে বিষয়টি নিয়ে এখনও কোনও আনুষ্ঠানিক বিবৃতি না এলেও, এই পদক্ষেপকে আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক মহলে বিশেষ তাপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।বিশ্লেষকরা বলছেন, ভারতের এই অবস্থান কেবল একটি নথি নিয়ে দ্বিমত নয়, বরং এটি আঞ্চলিক নিরাপত্তা, সীমান্ত সুরক্ষা এবং কৌশলগত স্বার্থ রক্ষার ক্ষেত্রে ভারতের স্পষ্ট বার্তা। মতো সংস্থায় যেখানে সাধারণত ঐকমত্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, সেখানে এই ধরনের পদক্ষেপ নজিরবিহীন। প্রতিরক্ষা মন্ত্রীদের বৈঠক সাধারণত আঞ্চলিক নিরাপত্তা, যৌথ মহড়া, সন্ত্রাসবিরোধী কৌশল এবং সদস্য রাষ্ট্রগুলির সহযোগিতামূলক প্রতিরক্ষা কাঠামো নিয়ে গঠিত হয়। এবারের বৈঠকে এমন একটি দলিল উত্থাপন করা হয়েছিল, যা সদস্য দেশগুলির মধ্যে ভবিষ্যতের প্রতিরক্ষা সহযোগিতা ও সামরিক সমন্বয় সংক্রান্ত দিকনির্দেশনা দিতে পারে।তবে ভারতের দিক থেকে আপত্তি আসে দলিলের নির্দিষ্ট কিছু শব্দ চয়ন এবং প্রতিশ্রুতির রূপরেখা নিয়ে। সূত্রের খবর, এই নথির মাধ্যমে কিছু সদস্য রাষ্ট্রের ভূরাজনৈতিক অবস্থান এবং একতরফা অবস্থানকে বৈধতা দেওয়ার চেষ্টা চলছিল, যা ভারতের পক্ষে গ্রহণযোগ্য নয়।রাজনাথ সিং স্পষ্ট ভাষায় জানান, ভারত এমন কোনও প্রতিরক্ষা দলিলে সই করতে পারে না, যার কোনও অংশ ভারতের কৌশলগত, ভূ-সীমান্ত অথবা নিরাপত্তা স্বার্থকে খাটো করে বা আপসের মধ্যে ফেলতে পারে। তিনি বলেন, আমরা সদস্য দেশ হিসেবে সহযোগিতায় বিশ্বাস করি। তবে তা এমন হতে হবে যা সব পক্ষের সার্বভৌমতা ও সমতা রক্ষা করে।ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের এক শীর্ষ আধিকারিক জানান, আমরা শান্তি, স্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তায় বিশ্বাস করি, কিন্তু কোনও নির্দিষ্ট দেশের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তৈরি হওয়া দলিলকে সমর্থন করতে পারি না।এই পদক্ষেপের মাধ্যমে ভারত আন্তর্জাতিক মহলকে একটি স্পষ্ট বার্তা দিল-যে কোনও বৈদেশিক নীতিগত সিদ্ধান্তে দেশের স্বার্থকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। ভারত কোনও জোটনির্ভর দেশ নয় এবং সে স্বাধীন ও আত্মনির্ভর পররাষ্ট্রনীতি মেনে চলে।চিনের আধিপত্য বিস্তার এবং সীমান্তে ক্রমাগত উত্তেজনার আবহে এই বার্তা যথেষ্ট প্রাসঙ্গিক বলে মনে করছেন আন্তর্জাতিক বিশ্লেষকরা। বিশেষ করে যখন চিন এই ধরনের আঞ্চলিক মঞ্চকে ব্যবহার করে নিজস্ব প্রতিরক্ষা ও কৌশলগত নীতি চাপিয়ে দিতে চায়, তখন ভারতের এই নো সই কৌশল তার বিরুদ্ধে কূটনৈতিক প্রতিবাদ হিসেবেই দেখা হচ্ছে।ভারত ও চিনের মধ্যে সীমান্ত উত্তেজনা বহুদিনের। গালওয়ান উপত্যকায় সংঘর্ষ, প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখা বরাবর সেনা মোতায়েন বৃদ্ধি এবং রাষ্ট্রীয় বর্ণনায় একে অপরের বিরুদ্ধে প্রচার-এই সব কিছুর মধ্যেই -র মঞ্চে ভারতের এই অবস্থান এক নতুন মাত্রা যোগ করল।বিশেষজ্ঞদের মতে, ভারত এখন আর প্রতিক্রিয়াশীল ভূমিকা নিচ্ছে না, বরং পরিকল্পিতভাবে কৌশল নির্ধারণ করছে। তারা বলছেন, -র মতো ফোরামে উপস্থিত থেকে ভারতের কৌশল হল-ভিতর থেকেই আগ্রাসী মনোভাবের প্রতিবাদ জানানো, এবং নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট রাখা।-র অন্যতম পুরনো সদস্য রাশিয়া বরাবর ভারত ও চিনের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষার চেষ্টা করে এসেছে। ভারত যদি এই দলিলে সই না করে, তাহলে তা সদস্য রাষ্ট্রদের মধ্যে ঐক্যের অভাব তৈরি করতে পারে-এই আশঙ্কাও রয়ে. যাচ্ছে। তবে রাশিয়ার তরফে প্রকাশ্যে কোনও প্রতিক্রিয়া না এলেও, তারা বিষয়টি নিষ্পত্তির জন্য আলোচনার মাধ্যমে সমাধান খোঁজার বার্তা দিয়েছে।মধ্য এশিয়ার অনেক দেশ ভারতের এই অবস্থানকে প্রতিস্পষ্ট কিন্তু ন্যায়সংগত হিসেবে দেখছে। কারণ, তাদের মধ্যেও চিনের অতিরিক্ত প্রভাব নিয়ে কিছুটা হলেও উদ্বেগ রয়েছে।এই ঘটনার পরেই প্রশ্ন উঠছে- ভারতের অবস্থান ভবিষ্যতে কী হবে? কীভাবে এই মঞ্চে নিজেদের অংশগ্রহণ বজায় রেখে ভারত কৌশলগত স্বার্থ রক্ষা করবে? বিশ্লেষকরা বলছেন, ভারত এখন 'স্ট্র্যাটেজিক অটোনমি'-র পথ ধরে এগোচ্ছে, অর্থা বন্ধুত্ব থাকবে, কিন্তু শর্তে নয়।তাঁদের মতে, এই ঘটনাটি ভারতীয় পররাষ্ট্রনীতির একটি নতুন দিশার সূচক-যেখানে আন্তর্জাতিক প্ল্যাটফর্মে ভারতের উপস্থিতি থাকবে, কিন্তু সেটি কোনও দেশের দাযিত্ব পালনকারী নয়, বরং নিজের অবস্থানে অন। ও যুক্তিনির্ভর সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী দেশ হিসেবে।রাজনাথ সিংযের নেতৃত্বে ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের এই পদক্ষেপ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের আত্মবিশ্বাসী অবস্থানকে তুলে ধরে। এই নীতির কেন্দ্রে রয়েছে সার্বভৌমত্ব, নিরাপত্তা ও যুক্তিনির্ভর কূটনীতি। ভারতের এই স্পষ্ট অবস্থান কেবল-র দলিল প্রত্যাখ্যান নয়, বরং ভবিষ্যতের কূটনৈতিক সমীকরণে ভারতের স্বাধীন চিন্তাভাবনারই প্রতিফলন। আন্তর্জাতিক স্তরে এই কৌশলগত 'না'-কীভাবে ভবিষ্যতের আলোচনার ধারা নির্ধারণ করে, এবং -র ভেতরে ভারতের ভূমিকা কতটা কার্যকর ও সপ্রতিভ হয়।

উত্তরপ্রদেশে শিল্পায়নে জোর দিচ্ছে যোগী সরকার, রাজ্যজুড়ে শুরু হচ্ছে নয়া উদ্যোগ

লখনউঃউত্তরপ্রদেশে শিল্পোন্নয়নের গতিকে আরও বেগবান করতে বড়সড় পরিকল্পনা হাতে নিচ্ছে যোগী আদিত্যনাথের নেতৃত্বাধীন রাজ্য সরকার। পরিকাঠামো উন্নয়ন থেকে শুরু করে বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি-সব দিক থেকেই শিল্পের পক্ষে অনুকূল পরিবেশ গড়ে তুলতে সক্রিয় হয়েছে প্রশাসন। লক্ষ্য একটাই-রাজ্যকে দেশের অন্যতম প্রধান শিল্পকেন্দ্রে পরিণত করা।গত কয়েক বছরে উত্তরপ্রদেশে যে হারে রাস্তাঘাট, বিদ্যুৎ, পরিবহণ ব্যবস্থা এবং নগরায়ণের পরিকাঠামো তৈরি হয়েছে, তা দেশের অন্যান্য রাজ্যগুলির মধ্যে নজর কেড়েছে। এবার সেই পরিকাঠামোর ভিত্তিতে বিভিন্ন শিল্পে বৃহৎ লগ্নি টানতেই একাধিক উদ্যোগ নিচ্ছে রাজ্য সরকার। সরকার চাইছে, প্রযুক্তি, পরিবহণ, কৃষিনির্ভর শিল্প, গৃহনির্মাণ সামগ্রী, ফার্মাসিউটিক্যালস, টেক্সটাইল এবং ইলেকট্রনিক্স-এই সমস্ত ক্ষেত্রে বহুজাতিক সংস্থা এবং দেশীয় বিনিয়োগকারীরা উত্তরপ্রদেশে যেন আসতে উৎসাহিত হয়।শুধু রাজধানী নয়, প্রত্যন্ত জেলার পরিকাঠামো উন্নয়নের দিকেও সমান নজর দিচ্ছে রাজ্য প্রশাসন। প্রতিটি জেলার নিজস্ব প্রাকৃতিক সম্পদ, জনবল ও শিল্প সম্ভাবনার ভিত্তিতে জেলা-ভিত্তিক শিল্প উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি করা হচ্ছে। সরকারের লক্ষ্য, কর্মসংস্থানের সুযোগ জেলায় জেলায় বাড়ানো এবং শহরকেন্দ্রিকক শিল্প কাঠামো থেকে বেরিয়ে এসে আরও বিস্তৃত একটি শিল্প-মানচিত্র তৈরি করা।রাজ্যের শিল্প দফতরের এক শীর্ষ আধিকারিক জানিয়েছেন, আমরা প্রতিটি জেলাকে আলাদা গুরুত্ব দিয়ে দেখছি। কোথাও যদি চামড়ার শিল্প সম্ভব, কোথাও কৃষিনির্ভর খাদ্য প্রক্রিয়াকরণে সম্ভাবনা, সেখানেই আমরা পরিকাঠামো তৈরি করছি। এতে স্থানীয় যুবকদের কাজের সুযোগ যেমন তৈরি হবে, তেমনই দেশের অন্য প্রান্ত থেকেও বিনিয়োগ আসবে।বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করতে ইতিমধ্যেই রাজ্য সরকার শিল্পনীতিকে আরও আধুনিক ও প্রগতিশীল করে তুলছে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শিল্প প্রকল্পের অনুমোদন, জমির বন্দোবস্ত, কর ছাড়, বিদ্যুৎ সংযোগ এবং পরিবেশগত ছাড়পত্রের মতো বিভিন্ন প্রশাসনিক প্রক্রিয়াগুলিকে আরও সহজ করে তোলা হচ্ছে।সরকারি সূত্রে খবর, নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্রে যেমন-স্টার্টআপ, নবায়নযোগ্য শক্তি, কৃষিভিত্তিক শিল্প এবং এসসিএম (সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট)-এ বিশেষ প্রণোদনা ঘোষণা করা হবে। এছাড়া, রাজ্যে যে শিল্পপার্ক এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল করিডোর গড়ে উঠছে, সেখানে আগ্রহী বিনিয়োগকারীদের জন্য জমি বরাদ্দ ও পরিকাঠামো সুবিধা আরও সুলভ করে দেওয়া হবে।শুধু দেশীয় নয়, বিদেশি লগ্নিও টানতে উদ্যোগী হয়েছে যোগী সরকার। ইতিমধ্যে ইউরোপ, আমেরিকা, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়ার মতো দেশের ব্যবসায়ী মহলের সঙ্গে একাধিক বৈঠক হয়েছে। সরকারের উদ্যোগে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ সম্মেলনের আয়োজনও চলছে। সরকারের আশা, ' ইন ইন্ডিয়া' এবং ' ইন্ডিয়া'র অংশ হিসেবে উত্তরপ্রদেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় আসবে।এক সূত্রের দাবি, প্রায় এক ডজন বিদেশি সংস্থা উত্তরপ্রদেশে লগ্নি করতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। তাদের প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো এবং নীতি সহায়তা দিতে রাজ্য তৈরি। বিশেষ করে, দুধ, কৃষিপণ্য, সার ও ওষুধ তৈরির ক্ষেত্রে বিদেশি সংস্থাগুলি আগ্রহ দেখাচ্ছে।শিল্পোন্নয়নের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হল রাজ্যের যুবসমাজের কর্মসংস্থান বৃদ্ধি। সরকারের তরফে জানানো হয়েছে, শুধু বড় শিল্পই নয়, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পকেও উৎসাহিত করা হচ্ছে যাতে বৃহত্তর হারে কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়।এর পাশাপাশি, সরকারি শিল্প প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলিকে আরও আধুনিক করে গড়ে তোলা হচ্ছে। প্রযুক্তিগত শিক্ষায় জোর দিয়ে স্থানীয় যুবকদের সেই শিল্পের উপযোগী করে তোলার বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এটি রাজ্যের শিল্পবিপ্লবের এক গুরুত্বপূর্ণ দিক।সরকারি সূত্রে জানা গেছে, ইতিমধ্যে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় একাধিক ব। শিল্প প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে। এলাহাবাদ, বরেলি, কানপুর, বারাণসী, নয়ডা, ও গাজিয়াবাদের মতো গুরুত্বপূর্ণ শিল্প জোনে হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগ কারখানা ও প্রযুক্তি পার্ক তৈরি হচ্ছে। এই প্রকল্পগুলি চালু হলে আগামী কয়েক বছরে লাখেরও বেশি কর্মসংস্থান তৈরি হবে বলে আশা প্রশাসনের।রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করছেন, এই শিল্পায়ন কার্যক্রম উত্তরপ্রদেশের অর্থনীতিকে অভূতপূর্বভাবে উত্থানের পথে নিয়ে যেতে পারে। একদিকে কৃষিনির্ভর রাজ্যের পরিকাঠামোগত রূপান্তর ঘটবে, অন্যদিকে নতুন শিল্পাঞ্চল গড়ে উঠলে অভ্যন্তরীণ অভিবাসনও কমবে। ফলে শহরের উপর চাপ কমবে এবং গ্রামীণ অর্থনীতি চাঙ্গা হবে।তবে একই সঙ্গে তারা সতর্ক করছেন, পরিকল্পনা যতই ভালো হোক, তা বাস্তবায়নে যদি সময়মতো পদক্ষেপ না নেওয়া হয়, তবে প্রত্যাশিত ফল মিলবে না। শিল্পপতিরা যাতে সরকারকে বিশ্বাস করে লগ্নি করেন, তার জন্য রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং প্রশাসনিক স্বচ্ছতা বজায় রাখা জরুরি।যোগী সরকারের এই পদক্ষেপ উত্তরপ্রদেশকে এক নতুন শিল্প মানচিত্রে স্থাপন করতে চলেছে বলেই মনে করা হচ্ছে। পরিকল্পনা যদি সময়মতো ও দক্ষতার সঙ্গে বাস্তবায়ন করা যায়, তাহলে উত্তরপ্রদেশ শুধু দেশের নয়, আন্তর্জাতিক স্তরেও একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প গন্তব্য হয়ে উঠতে পারে। এখন দেখার, সরকারের উচ্চাকাঙ্ক্ষী উদ্যোগ কতটা বাস্তবে রূপ পায় এবং কতটা বদলাতে পারে উত্তরপ্রদেশের অর্থনৈতিক ভবিষ্য।

তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী গদি বাঁচাতে ভারতকে কারাগারে পরিণত করেছিলেনঃরেখা গুপ্তা

নয়াদিল্লি ,২৬জুন ঃদেশের জরুরি অবস্থার ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা সংবাদমাধ্যমের কাছে বলেছেন, যারা গণতন্ত্র রক্ষার জন্য প্রচার চালাচ্ছে , তাদের আরও একবার মনে করিয়ে দেওয়া উচিত যে ১৯৭৫ সালের ২৫ জুন তাদেরই হাতে হয় গণতন্ত্রের হত্যা । তকালীন প্রধানমন্ত্রী নিজের গদি বাঁচাতে ভারতকে কারাগারে পরিণত করেছিলেন। সেই সময় দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষকে কারাগারে বন্দি করা হয়েছিল। দেশের প্রতিটি মানুষকে অনিশ্চয়তার মুখে ঠেলে দিয়ে গণতন্ত্রের তিনটি স্তম্ভের কার্যকলাপকে রুদ্ধ করেছিলেন। লজ্জাজনকভাবে গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ সংবাদপত্রের স্বাধীনতাকেও সরকার কেড়ে নিয়েছিল।

দিঘা জগন্নাথধামে রথযাত্রায় স্বাগত, মুখ্যমন্ত্রীর তরফেও হোর্ডিংয়ে বার্তা

দিঘা, ২৬ জুন ঃ কলকাতা থেকে দিঘা যাওয়ার দীর্ঘপথে সাঁতরাগাছি থেকেই শুরু হয়েছে জগন্নাথধাম রথযাত্রায় স্বাগত জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর ছবি দিয়ে রাস্তা জুড়েই বিজ্ঞাপন। ১৬ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে কলকাতা - হাওড়া - পূর্ব মেদিনীপুর পর্যন্ত ১১৬ - বি জাতীয় সড়ক বরাবর যাতায়াতের পথে একাধিক জেলা জুড়েই ১৮৪ কিলোমিটার রাস্তায় দু'ধারেই রয়েছে দেখা গেল - দিঘা জগন্নাথধামে রথযাত্রায় স্বাগত। রাজ্য পর্যটন দফতর এবং তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের উদ্যোগে সেখানে পৌঁছতে পথ নির্দেশ ও আগমনী বার্তা। পর্যটক থেকে দর্শনার্থীদের ও সেখানে যাওয়ার জন্য স্বাগত জানানো হয়েছে। যান চলাচল স্বাভাবিক রাখতে তৎপর সিভিক পুলিশ প্রায় প্রতিটি মোড়ে উপস্থিত। কোলাঘাট ব্রীজ পার হতেই তা বাড়তে থাকে এবং নন্দকুমার মো। পেরিয়ে বৃন্দাবনপুর হয়ে নরঘাট সেতু হয়ে দিঘার পথেই এগোতে তা বেশ নজরে পড়েছে। জগন্নাথ দেবের ছবি সম্বলিত পতপত করে পতাকা উড়ছে। অন্যদিকে, এর মধ্যেই কয়েক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেল। দিঘা থেকে কলকাতা ও বিভিন্ন জেলায় সরাসরি বাস যোগাযোগ আরো বাড়িয়ে তোলা হয়েছে। কড়া নিরাপত্তার মধ্যেই রথযাত্রা পালিত হবে দিঘাতে। দর্শক সাধারণের অংশগ্রহণের প্রতি নজর রাখা হয়েছে। উল্লেখ্য, মুখ্যমন্ত্রী বুধবার দীঘাতে পৌঁছেছেন এবং বৃহস্পতিবার বিকালে রথযাত্রার সমস্ত খুঁটিনাটি বিষয় খতিয়ে দেখবেন তিনি এবং সাংবাদিকদেরও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। কাজেই ভিড় বাড়ছে।

ছত্তিশগড়ে গুলির লড়াইয়ে নিহত দুই মহিলা মাওবাদী

রায়পুর, ২৬ জুন ঃছত্তিশগড়ের নারায়ণপুরে ফের মাওবাদীদের সঙ্গে পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনীর গুলির লড়াই। বৃহস্পতিবার ভোরে সংঘর্ষে মাওবাদী সংগঠনের দুই মহিলা সদস্য নিহত হয়েছে। বস্তার রেঞ্জের আইজি পি সুন্দররররাজ জানিয়েছেন, নারায়ণপুর জেলার অবুঝমাড়ের ঘন জঙ্গলে ডিস্ট্রিক্ট রিজার্ভ গার্ড ও স্পেশাল টাস্ক ফোর্স তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছিল। আচমকা তাদের লক্ষ্য করে গুলি ছুড়তে শুরু করে মাওবাদীরা। পাল্টা গুলি ছোড়ে পুলিশও। সংঘর্ষে এখনও পর্যন্ত দুই মহিলা মাওবাদীর মৃত্যু হয়েছে। অভিযান এখনও চলছে বলে জানা গেছে।

মুর্শিদাবাদে মাদক-সহ ধৃত দুই

মুর্শিদাবাদ, ২৬ জুন ঃমুর্শিদাবাদে পৃথক দু'জায়গায় অভিযান চালিয়ে এক মহিলা-সহ দুই মাদক কারবারিকে গ্রেফতার করল পুলিশ। জানা গেছে, গভীর রাতে কৃষ্ণপুর থেকে ২৯৪ গ্রাম হেরোইন-সহ গ্রেফতার করা হয় রাকিব শেখকে।এদিকে বৃহস্পতিবার সকালে আরেকজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ২৯২ গ্রাম হেরোইন-সহ ধরা পড়ে ঊর্মিলা মণ্ডল। ধৃতদের বৃহস্পতিবার আদালতে পেশ করা হবে বলে জানা গেছে।

রাস্তাঘাট সংস্কারের দাবিতে মহেশতলায় উত্তাল বিক্ষোভ, টায়ার জ্বালিয়ে পথ অবরোধ

দক্ষিণ চব্বিশঃ পরগনার মহেশতলায় ফের উত্তেজনা। দীর্ঘদিন ধরে বেহাল রাস্তার সংস্কারের দাবিতে ক্ষুব্ধ এলাকাবাসীরা রাস্তায় নেমে আসে বিক্ষোভে। দাহ্য পদার্থ ও পুরনো টায়ার জ্বালিয়ে পথ অবরোধ করে তাঁরা, যার ফলে দীর্ঘক্ষণ যান চলাচল সম্পূর্ণ স্তব্ধ হয়ে যায়। সাধারণ মানুষ এবং অফিসগামী যাত্রীদের চরম দুর্ভোগের মুখে পড়তে হয়।এলাকার বাসিন্দারা অভিযোগ করছেন, বহু বছর ধরে রাস্তার অবস্থা ভয়ানক রকমের খারাপ। খানাখন্দে ভরা এই রাস্তায় বর্ষাকালে হাঁটাচলাও কঠিন হয়ে যায়। পিচ উঠে গিয়ে কাদা-পানিতে একাকার হয়ে যায় রাস্তাঘাট। বেসরকারি বাস, অটো, এমনকি অ্যাম্বুল্যান্স চলাচলেও বিঘ্ন ঘটে। স্থানীয়দের বক্তব্য, বহুবার প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করা হয়েছে, কিন্তু কোন ফল হয়নি। অভিযোগ, রাস্তা মেরামতির আশ্বাস মিললেও বাস্তবে কোনও কাজ হয়নি। স্থানীয়রা সংগঠিত হয়ে জমায়েত করেন ওই এলাকার প্রধান রাস্তার ধারে। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁরা পুরনো টায়ার এনে আগুন ধরিয়ে দেন। পথ অবরোধ শুরু হতেই দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে উত্তেজনা। অনেকে পোস্টার ও প্ল্যাকার্ড হাতে দাঁড়িয়ে ছিলেন, যেখানে লেখা ছিল, বেহাল রাস্তা, নির্লজ্জ প্রশাসন, মেরামতি চাই, প্রতিশ্রুতি নয় ইত্যাদি স্লোগান।এই বিক্ষোভে মহিলা এবং প্রবীণ নাগরিকদের উপস্থিতিও ছিল চোখে পড়ার মতো। এক স্থানীয় মহিলা জানান, বাড়ি থেকে বেরোলেই বিপদ। হাঁটতে গেলে পা পিছলে পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। গত সপ্তাহেই এক বৃদ্ধ পড়ে গিয়ে চোট পান। অথচ কাউকে দেখা যায় না। ভোট এলেই নেতা আসে, কথা দেয়, পরে আর পাত্তা দেয় না।স্থানীয় স্কুলছাত্রদের বক্তব্য, প্রতিদিন স্কুলে যেতে সমস্যায় পড়তে হয়। তারা বলেছে, রাস্তার গর্তে সাইকেল পড়ে যায়। কাদা ছিটে জামাকাপড় নোংরা হয়ে যায়। অনেক সময় বাস আমাদের নামিয়ে দেয় রাস্তার আগেই, কারণ তারা ভেতরে ঢুকতে চায় না।এই বিক্ষোভের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় মহেশতলা থানার পুলিস। প্রথমে পরিস্থিতি শান্ত করার চেষ্টা করেন আধিকারিকরা। তবে আন্দোলনকারীরা জানিয়ে দেন, প্রশাসনের তরফে স্পষ্ট আশ্বাস না পাওয়া পর্যন্ত তাঁরা রাস্তা ছাড়বেন না।এক আধিকারিক জানান, আমরা আন্দোলনকারীদের সঙ্গে কথা বলছি। বিষয়টি জেলা প্রশাসনের নজরে আনা হবে। যদিও এই বক্তব্যে সন্তুষ্ট হননি স্থানীয়রা।পরিস্থিতি সামাল দিতে স্থানীয় পুরসভার এক প্রতিনিধি ও আধিকারিক এলাকা পরিদর্শনে যান। তাঁদের আশ্বাস, রাস্তার সংস্কারের প্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে, বরাদ্দ অর্থ এলেই দ্রুত কাজ শুরু হবে। তাঁরা আন্দোলনকারীদের বলেন, আপনাদের দাবি যথার্থ। আমরা পাশে রয়েছি। খুব শিগগিরই রাস্তাঘাট সংস্কারের কাজ শুরু হবে।তবে এলাকাবাসীদের একাংশের বক্তব্য, তারা আর কথায় বিশ্বাস করে না।

রাশিফল

মেষঃ আজ আপনার সৃজনশীলতা তুঙ্গে থাকবে। নতুন কিছু শুরু করার জন্য আজ চমকার একটি দিন। কর্মক্ষেত্রে ছোটখাটো সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন।

বৃষঃআপনার কাজ করে দেবার জন্য অন্যকে চাপ দেবেন না এবং বাধ্যও করবেন না। অন্যের চাহিদা এবং আগ্রহের দিকে খেয়াল রাখুন- এতে অপার সুখ লাভ করবেন। কিছু নির্দিষ্ট কাজ হতাশাব্যঞ্জক অর্থনৈতিক অবস্থার জন্য থমকে যেতে পারে।।

মিথুনঃসমাজে আপনার গুরুত্ব বা।বে। কর্মক্ষেত্রে সুনাম বৃদ্ধি। আপনার পরিশ্রম ও দক্ষতা আপনাকে কর্মক্ষেত্রে এগিয়ে রাখবে। বন্ধুদের সাথে দেখা-সাক্ষা হতে পারে। নতুন মানুষের সঙ্গে পরিচিতি তৈরি হতে পারে।।

কর্কটঃ আজ হতাশার মনোভাব আপনার নাগালে আসতে দেবেন না। এই রাশিচক্রের লোকেরা যারা বিদেশ থেকে ব্যবসা করে থাকে তারা আজ আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

সিংহঃআজ আপনি আত্মবিশ্বাসে ভরপুর থাকবেন এবং যেকোনও সমস্যা প্রতিরোধে প্রস্তুত থাকবেন। নেতৃত্ব দেওয়ার সুযোগ আসতে পারে। প্রেমের সম্পর্কে নয়া মোড় আসতে পারে। শিক্ষার্থীদের জন্য এটি একটি অনুকূল দিন।।

কন্যাঃ শরীর নিয়ে উকন্ঠা দেখাবেন না, এতে অসুস্থতা আরো বাড়ে। বুঝে খরচ করুন এবং আজ বাজে খরচ না করতে চেষ্টা করুন। আপনার পরিবারের সদস্যরা তুচ্ছ ব্যাপারকে ব। করে দেখাতে পারে।

তুলাঃঅতিরিক্ত খাওয়া এড়িয়ে চলুন এবং সুস্থ থাকতে নিয়মিতভাবে হেলথ ক্লাবে যান। পরিবারের প্রয়োজনীয়তা অনুসারে আপনি আপনার স্ত্রীর সাথে কিছু মূল্যবান জিনিস কিনতে যেতে পারেন, যা আপনার আর্থিক পরিস্থিতি কিছুটা টানটান করে তুলতে পারে।

বৃশ্চিকঃ অত্যধিক দুশ্চিন্তা আপনার মানসিক শান্তি বিঘ্নিত করতে পারে।এটি এড়িয়ে চলুন, যেহেতু উদ্বেগ,বদমেজাজ এবং দুশ্চিন্তার অল্পস্বল্পও শরীরকে বিরূপভাবে প্রভাবিত করতে পারে।

ধনুঃ বিদ্যার্থীদের জন্য দিনটি শুভ। উচ্চশিক্ষা বা প্রশিক্ষণের জন্য এটি একটি চমকার দিন। ভ্রমণের যোগও দেখা যাচ্ছে। কর্মক্ষেত্রে আপনার ইতিবাচক মনোভাব আপনাকে এগিয়ে রাখবে। ব্যক্তিগত জীবনে আনন্দ ও উচ্ছ্বাস থাকবে। ।।

মকরঃ আপনার স্বাস্হ্যের প্রতি যত্নশীল হোন। আপনি অতীতে যেমন অনেক ব্যয় করেছেন, আপনার বর্তমান সময়ে আপনাকে পরিণতির মুখোমুখি হতে হতে পারে। ফলস্বরূপ, আপনার অর্থের খুব প্রয়োজন হবে তবে কোনও লাভ হয়নি। মেজাজ না সামলাতে পারলে পরিবারের সদস্যদের অনুভূতিতে আঘাত দিয়ে ফেলতে পারেন।

কুম্ভঃ সমাজে আপনার পরিচিতি বা।বে। নতুন মানুষের সঙ্গে পরিচিতি আপনার জন্য নতুন সুযোগ নিয়ে. আসতে পারে। উদ্ভাবনী চিন্তাভাবনা আপনাকে কর্মক্ষেত্রে অন্যদের থেকে আলাদা করে তুলবে। ভ্রমণের সুযোগ আসতে পারে। মানসিক চাপ কমাতে সময় বের করুন।

মীনঃ আপনার পিতা মাতার প্রতি অমর্যাদা আপনার ভবিষ্যত সম্ভাবনা ক্ষুণ্ণ করতে পারে। ভালো সময় কখনোই খুব দীর্ঘ হয় না। মানুষের কীর্তি শব্দ তরঙ্গের মত। যা মধুর স্বর অথবা শ্রুতিকটু শব্দ সৃষ্টি করে। এগুলি অনেকটা বীজের মত- আমরা যা বপন করব সেই ফসলই পাব। বিনিয়োগের সময় কোন হঠকারী সিদ্ধান্ত নেবেন না। আপনার ব্যক্তিগত তরফে একটি গুরুত্বপূর্ণ

আবহাওয়া

বৃষ্টির দাপট কিছুটা বাড়তে পারে। এদিন হাওড়া, হুগলি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, দুই মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া এবং পশ্চিম বর্ধমানে বৃষ্টি হতে পারে। এই জেলাগুলির পাশাপাশি শুক্রবার পর্যন্ত ভারী বৃষ্টি চলবে দুই বর্ধমান এবং বীরভূমেও। বৃহস্পতিবার উপকূলীয় অঞ্চলে ঘণ্টায় ৩৫ থেকে ৪৫ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। ওই দু'দিন সমুদ্র উত্তাল থাকবে বলে জানিয়েছে হাওয়া অফিস। সে সময় মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যাওয়ার ক্ষেত্রে সতর্কতা জারি করা হয়েছে। দক্ষিণবঙ্গে বর্ষা ঢুকলেও বৃষ্টি সেভাবে ঝোড়ো ব্যাটিং করেনি এখনও। জেলায় জেলায় মাঝারি বৃষ্টি হয়েছে গত কয়েকদিনে। আবহাওয়া দফতর সূত্রে জানা গেছে, কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে আগামী পাঁচ দিন হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে।

জোয়ার-সকাল ০৮টা ৫৫মিনিট এবং রাত ১১টা ৫৫মিনিট । ভাটা-সকাল ১০টা ৫৪মনিট এবং রাত ১১টা ৫২মনিট । সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৪টা ৫৯মিনিটে এবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ১৬মিনিটে হবেই।

চিকিৎসকদের বদলিতে স্থগিতাদেশ নয়, রাজ্যের কাছে নথিপত্র তলব হাইকোর্টের

কলকাতা, ২৬ জুন ঃ আরজি কর মেডিক্যাল কলেজে চলা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত তিন চিকিসকের বদলির নির্দেশে আপাতত হস্তক্ষেপ করল না কলকাতা হাইকোর্ট। বুধবার বদলির বিরুদ্ধে স্থগিতাদেশ চেয়ে চিকিৎসকদের তরফে আবেদন জানানো হলেও বিচারপতি বিশ্বজি বসু সেই আবেদন গ্রহণ করেননি। তবে রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, বদলির বিজ্ঞপ্তি-সহ নিয়োগ সংক্রান্ত সমস্ত নথিপত্র আদালতে জমা দিতে হবে। পরবর্তী শুনানি হবে আগামী ৩ জুলাই। আদালতে রাজ্যের পক্ষে দাঁড়িয়ে আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, ওই তিন চিকিৎসক- অনিকেত মাহাত, দেবাশিস হালদার এবং আসফাকুল্লা নাইয়া- সিনিয়র রেসিডেন্ট পদে নিয়োগ পেয়েছেন তিন বছরের চুক্তিতে। এই নিয়োগ রাজ্য সরকারি পরিষেবার আওতায় পড়ে এবং সে কারণে বদলি সম্পূর্ণ নিয়ম মাফিক হয়েছে বলে দাবি রাজ্যের। তবে চিকিৎসকদের তরফে আইনজীবী প্রতীক ধর পাল্টা যুক্তি দেন যে, নিয়োগ শব্দের ভুল ব্যাখ্যা করা হচ্ছে। তাঁর বক্তব্য, সরকারি পরিষেবা প্রদান আর সরকারি নিয়োগ একই বিষয় নয়। তিনি জানান, যেহেতু

আরজিকর আন্দোলন

কাউন্সেলিংয়ের মাধ্যমে পোস্টিং নির্ধারণ হওয়ার কথা ছিল এবং চিকিৎসকরা সেই অনুযায়ী নিজেদের পছন্দের জায়গা চিহ্নিতও করেছিলেন, তাই কাউন্সেলিংকে অগ্রাহ্য করে বদলি করা প্রশাসনিক স্বচ্ছতার অভাবকেই নির্দেশ করে। এই প্রসঙ্গে বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্তকে প্রশ্ন করেন, রাজ্যের নির্ধারিত স্থায়ী শূন্যপদের বিজ্ঞপ্তি কোথায়? জবাবে, এজি আদালতে সেই সংক্রান্ত কিছু নথি পেশ করেন এবং জানান, চিকিৎসকদের গ্রামীণ এলাকায় কাজের জন্য রাজ্য সরকার 'সার্ভিস'-এর নির্দেশ জারি করেছিল। অর্থা, জনস্বাস্থ্য পরিষেবার স্বার্থে এই বদলি স্বাভাবিক ও নিয়ম মাফিক। চিকিৎসকদের তরফে অভিযোগ, আরজিকরের আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকার জেরেই তাঁদের বিরুদ্ধে এই বদলির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কারণ হিসেবে তাঁরা দাবি করেছেন, কাউন্সেলিংয়ে নির্ধারিত পছন্দের তালিকাকে অগ্রাহ্য করেই তাঁদের এমন জায়গায় বদলি করা হয়েছে, যেগুলি তাঁদের পছন্দের তালিকায় ছিল না। ডব্লিউবিজেডিএফ নামে জুনিয়র ডাক্তারদের সংগঠনের তরফে আগেই জানানো হয়েছিল, এই ঘটনাকে 'প্রতিহিংসা' বলেই মনে করছেন আন্দোলনরত চিকিসকরা এবং এর প্রতিবাদে তাঁরা আদালতের দ্বারস্থ হবেন। সেই মতো, গত ৩০ মে দেবাশিস হালদার ও আসফাকুল্লা নাইয়া কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেন। পরে অনিকেত মাহাতও আলাদা মামলা করেন। বর্তমানে তিন চিকিৎসকের বদলি হয়েছে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায়- দেবাশিস হালদারকে পাঠানো হয়েছে মালদহের গাজোলে, আসফাকুল্লা নাইয়াকে হুগলির আরামবাগে এবং অনিকেত মাহাতকে উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জে। এই পরিস্থিতিতে আদালতের তরফে স্থগিতাদেশ না দিলেও, রাজ্য সরকারকে সমস্ত বদলি ও নিয়োগ সংক্রান্ত নথিপত্র আদালতে জমা দেওয়ার নির্দেশ একটি তাৎপর্যপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। ৩ জুলাই পরবর্তী শুনানিতে পরিস্থিতি কোনদিকে মোড় নেয়, এখন তারই অপেক্ষায় চিকিৎসক মহল।

জাল আধার কার্ড চক্রে অভিযুক্ত সাইবার ক্যাফে মালিক, তদন্তে পুলিশ

কাকদ্বীপ, ২৬ জুন ঃ জাল ভোটার কার্ড-কাণ্ডের পর এবার জাল আধার চক্র ধরা পড়ল দক্ষিণ ২৪ পরগনার কাকদ্বীপে। আধার কার্ডে নাম ছাড়া বাকি সমস্ত তথ্য বদলে তৈরি করা হয়েছে একাধিক নকল আধার। অভিযোগ উঠেছে কাকদ্বীপ শহরের এক সাইবার ক্যাফে মালিক পঙ্কজ মাইতির বিরুদ্ধে। তিনি স্বীকারও করেছেন, ফটোশপের মাধ্যমে কার্ড সম্পাদনা করে নতুন আধার তৈরি করেছিলেন। ঘটনার সূত্রপাত কাকদ্বীপ মহকুমা হাসপাতালে। জানা গিয়েছে, সম্প্রতি এক প্রসূতি হাসপাতালে সন্তান প্রসবের পর বার্থ সার্টিফিকেটের জন্য নিজের আধার কার্ড জমা দেন। কিন্তু হাসপাতালের কর্মীরা দেখতে পান, কার্ডে নাম ছাড়া আর কোনও তথ্য-ছবি, ঠিকানা, জন্মতারিখ কিছুই মেলে না। পরে অনলাইনে যাচাই করে দেখা যায়, সেই নম্বরের প্রকৃত আধার কার্ড অন্য একজনের নামে রেজিস্টার্ড, যাঁর সঙ্গে প্রসূতির কোনও সম্পর্ক নেই। এই ঘটনায় হাসপাতালের কর্তৃপক্ষ প্রথমে সংশয় প্রকাশ করেন এবং দিন কয়েকের মধ্যেই আরও একটি একই ধরনের জাল আধার কার্ড জমা পড়ে। বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে নিয়ে হাসপাতালের সুপার কৃষ্ণেন্দু রায় কাকদ্বীপ থানায় এবং হারউড পয়েন্ট কোস্টাল থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। জিজ্ঞাসাবাদের পর প্রসূতিরা জানান, তাঁরা স্থানীয় একটি সাইবার ক্যাফে থেকে এই আধার কার্ড তৈরি করিয়েছেন। সেই সূত্র ধরেই উঠে আসে অভিযুক্ত পঙ্কজ মাইতির নাম। অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই তিনি নিজের দোকানে বসে আধার কার্ডের তথ্য এডিট করে নকল কার্ড তৈরি করে আসছিলেন। ঘটনার পর সংবাদমাধ্যমের সামনে এসে অভিযুক্ত পঙ্কজ মাইতি দাবি করেন, আমি মূলত ফটোশপের কাজ করি। সেদিন দোকানে ছিল আমার ছেলে। কেউ এসে বলেছিল ছবি বদলাতে, তাই ফটোশপে করে দিয়েছে। আমরা নিজে আধার আপডেট বা তৈরি করি না। শুধু কেউ অনলাইন থেকে আধার ডাউনলোড করতে এলে প্রিন্ট ও ল্যামিনেশনের জন্য ৫০ টাকা নিই। তবে পুলিশের কাছে তাঁর এই ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য হচ্ছে না। আধার কার্ডের মতো গুরুত্বপূর্ণ নথিতে জালিয়াতির অভিযোগ অত্যন্ত গুরুতর বলে মনে করছে প্রশাসন। পুলিশ ইতিমধ্যেই দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে। এই ঘটনা নিয়ে রাজনৈতিক তরজাও শুরু হয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেসের দাবি, আধার কার্ড কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ। যদি কারও বিরুদ্ধে জালিয়াতির অভিযোগ ওঠে, তা হলে কেন্দ্রের দায়িত্ব তা খতিয়ে দেখা। তবে আমরা মনে করি, এই ঘটনার পেছনে বিজেপির চক্রান্ত থাকতে পারে। রাজ্য সরকারের ভাবমূর্তি নষ্ট করতেই এমন কাণ্ড ঘটানো হচ্ছে। অন্যদিকে, পুলিশ জানিয়েছে, যেহেতু জাতীয় পরিচয়পত্রের অপব্যবহার হয়েছে, তাই সমস্ত দিক খতিয়ে দেখে কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হবে। আধার তথ্য সম্পাদনার কোনও অধিকার কোনও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের নেই। এই ধরনের ঘটনার মাধ্যমে শুধুমাত্র পরিচয় নয়, সরকারের নানা সামাজিক প্রকল্পেও অনুপ্রবেশ সম্ভব, তাই প্রশাসনের তরফে এই ধরনের জালিয়াতিকে অত্যন্ত গুরুতর অপরাধ হিসেবে দেখা হচ্ছে।

আন্তর্জাতিক সম্মান

কলকাতা, ২৬ জুন ঃ শিশুদের ডায়াবেটিস চিকিসায় যুগান্তকারী মডেল তৈরি করে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেতে চলেছেন এসএসকেএম হাসপাতালের এন্ডোক্রিনোলজিস্ট ডা. সুজয় ঘোষ। তাঁর তৈরি এই মডেলকে সম্মান জানাতে 'সোসাইটি ফর পেডিয়াট্রিক অ্যান্ড অ্যাডোলেসেন্ট ডায়াবিটিস' তাঁকে ২০২৫ সালের পুরস্কারের জন্য মনোনীত করেছে। পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্য পরিকাঠামোয় এই সাফল্য রাজ্যের গর্ব বলে মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শিশুদের ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধে তাঁর গবেষণা ইতিমধ্যেই দেশে নজর কাড়লেও এবার তা পৌঁছাল আন্তর্জাতিক মঞ্চে।

রাজ্যে আইএএস অফিসারের ছেলের রহস্যমৃত্যু

বেঙ্গালুরু, ২৬ জুন ঃ বেঙ্গালুরুর সোলাদেবানহাল্লিতে এক আইএএস অফিসারের ছেলের অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য। নিজের ফ্ল্যাট থেকে অর্ধেক পচাগলা অবস্থায় উদ্ধার হল ৩৪ বছর বয়সী অধ্যাপক শ্রেয়স তাদের নিথর দেহ। তিনি মনোবিজ্ঞানের শিক্ষক এবং পিএইচডি গবেষক ছিলেন। ঘটনার তদন্তে নেমেছে বেঙ্গালুরু পুলিশ। তবে এখনও মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যায়নি। প্রাথমিকভাবে পুলিশের অনুমান, হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়ে থাকতে পারে, যদিও ময়নাতদন্তের রিপোর্ট না আসা পর্যন্ত নিশ্চিতভাবে কিছু বলা যাচ্ছে না। জানা গিয়েছে, শ্রেয়স তাদ পশ্চিমবঙ্গ ক্যাডারের এক প্রবীণ আইএএস অফিসারের পুত্র। প্রায় দুই বছর আগে তিনি বেঙ্গালুরুতে চলে আসেন এবং সোলাদেবানহাল্লির একটি বেসরকারি কলেজে অধ্যাপনার চাকরি নেন। সেখানেই একাই থাকতেন একটি ফ্ল্যাটে। রবিবার ও সোমবার তাঁর বাড়ির পরিচারিকা বারবার দরজায় নক করেও কোনও সাড়া পাননি। এরপর সন্দেহ হওয়ায় বিষয়টি শ্রেয়সের ফ্ল্যাটের মালিককে জানান তিনি। ফ্ল্যাটের মালিক মঙ্গলবার দরজা ভেঙে ঘরে ঢোকেন। তখনই তিনি দেখতে পান, শ্রেয়সের নিথর দেহ বিছানায় পড়ে রয়েছে এবং শরীরে পচন ধরেছে। সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় পুলিসে। ঘটনাস্থলে পৌঁছে পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। তদন্তকারীরা জানান, ঘরের ভিতর থেকে দরজা বন্ধ ছিল এবং বাইরে থেকে জোর করে ঢোকার চিহ্ন নেই। তাই আপাতত আত্মহত্যা বা হৃদরোগে মৃত্যুর দিকেই তদন্ত এগোচ্ছে। তবে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট না আসা পর্যন্ত কোনও সম্ভাবনাই উড়িয়ে দিচ্ছে না পুলিস। খুন, আত্মহত্যা কিংবা আকস্মিক মৃত্যু- সব দিকই খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ফ্ল্যাট থেকে কোনও সুইসাইড নোট মেলেনি বলেও জানিয়েছে পুলিশ। শ্রেয়সের এই রহস্যজনক মৃত্যুর খবর পৌঁছতেই শোকের ছায়া নেমে এসেছে সহকর্মী ও পরিবারে। এক তরুণ শিক্ষকের এমন করুণ পরিণতি ঘিরে বিস্মিত সবাই। পুলিশ জানিয়েছে, তদন্তের স্বার্থে তাঁর ফোন ও ল্যাপটপ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে এবং তাঁর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও সাম্প্রতিক যোগাযোগের তথ্য খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

নদীয়ায় তৃণমূলের গোষ্ঠীকোন্দল চরমে, পুরপ্রধানের বিরুদ্ধে অনাস্থা

নদীয়া, ২৬ জুন ঃ কৃষ্ণনগর পুরসভায় তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ফের প্রকাশ্যে এল। এবার দলেরই পুরপ্রধান রীতা দাসের বিরুদ্ধে সরব হলেন তৃণমূলের ১৩ জন কাউন্সিলর। অভিযোগ, তিনি স্বেচ্ছাচারিতা করছেন এবং দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত। সেই কারণেই তাঁর বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিকভাবে অনাস্থা প্রস্তাব পেশ করেছেন তাঁরা। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে চরমে উঠেছে রাজনৈতিক উত্তেজনা। ২৫ আসনের কৃষ্ণনগর পুরসভায় বর্তমানে ২৪ জন কাউন্সিলর রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ১৩ জনই অনাস্থা এনেছেন রীতা দাসের বিরুদ্ধে। ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারানোর সম্ভাবনায় কোণঠাসা পুরপ্রধান। অনাস্থা প্রস্তাব গৃহীত হলে রীতা দাসকে পদ ছা।তে হতে পারে বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। ইতিমধ্যে অনাস্থা প্রস্তাবের পরবর্তী প্রক্রিয়া হিসেবে ১৫ দিনের মধ্যে বিশেষ সভা ডেকে আস্থা ভোটের দাবি তুলেছেন বিক্ষুব্ধরা। বিক্ষুব্ধ কাউন্সিলরদের অভিযোগ, পুরপ্রধান কাউন্সিলরদের মতামত উপেক্ষা করে একাধিপত্যের মাধ্যমে পুরসভার কাজ চালাচ্ছেন। এলাকার উন্নয়ন, পরিকাঠামো কিংবা পরিষেবার উন্নয়নে তাঁদের কোনও মতামতের গুরুত্ব নেই। শুধু নিজের ঘনিষ্ঠদের মতেই সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন তিনি। তাঁদের দাবি, এই অবস্থা চলতে থাকলে সাধারণ মানুষের ক্ষতি হবে, তাই তাঁরা বাধ্য হয়েই অনাস্থার পথ বেছে নিয়েছেন। তবে সমস্ত অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন পুরপ্রধান রীতা দাস। তাঁর কটাক্ষ, আমার বিরুদ্ধে অনাস্থা আনা মানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধেই অনাস্থা আনা। কাউন্সিলরদের ব্যক্তিগত চাহিদা পূরণ না হওয়াতেই আজ এভাবে বিরোধীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে অনাস্থা এনেছে আমারই দলের কিছু সদস্য। তিনি আরও দাবি করেন, এই অনাস্থা প্রস্তাবের সঙ্গে নির্দল এবং কংগ্রেস ঘনিষ্ঠ কাউন্সিলররাও যুক্ত রয়েছেন। স্থানীয় নাগরিকদের একাংশের মতে, কৃষ্ণনগরে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব নতুন নয়। গত ফেব্রুয়ারিতেই পুরসভার সামনে দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষে উত্তপ্ত হয়েছিল এলাকা। তখন বেশ কয়েকজন আহতও হন। এবার সেই সংঘাত প্রশাসনিক স্তরে পৌঁছে যাওয়ায়, শহরবাসীর মধ্যে পরিষেবা নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে। নাগরিকদের অভিযোগ, প্রাচীন এই শহরের উন্নয়নের পরিবর্তে তৃণমূল কাউন্সিলররা এখন নিজেদের অন্তর্দ্বন্দ্ব নিয়েই বেশি ব্যস্ত। যার প্রভাব আগামী পুরভোটে পড়তে পারে বলেই আশঙ্কা করছেন অনেকেই।

হাইকোর্টের নির্দেশে রাজ্যে ফিরছে একশো দিনের কাজ, বকেয়া আদায় নিয়ে ধোঁয়াশা থেকেই গেল

কলকাতা ও হুগলি, ২৬ জুন ঃ টানা তিন বছর বন্ধ থাকার পরে অবশেষে পশ্চিমবঙ্গে ফের শুরু হতে চলেছে একশো দিনের কাজ। কলকাতা হাইকোর্টের সাম্প্রতিক নির্দেশে আগামী আগস্ট মাস থেকে রাজ্যে এই গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রীয় প্রকল্প চালু করার পথ খুলে গেল। কিন্তু প্রকল্প চালুর সিদ্ধান্তে আশার আলো দেখা গেলেও, শ্রমিকদের বকেয়া মজুরি মেটানো হবে কি না, তা নিয়ে সংশয় থেকেই যাচ্ছে। রাজ্যের পঞ্চায়েত দপ্তরের আধিকারিকরা জানান, হাইকোর্ট শুধুমাত্র কাজ চালুর নির্দেশ দিয়েছে। কিন্তু একশো দিনের প্রকল্পের আওতায় যে বিপুল অঙ্কের বকেয়া রয়েছে, তা মেটানো নিয়ে আদালতের তরফে কোনও স্পষ্ট নির্দেশ আসেনি। ফলে দপ্তরের একাংশের আশঙ্কা, দীর্ঘদিন বেতন না পাওয়ায় অনেক শ্রমিক হয়তো কাজ করতে উৎসাহী হবেন না। এই প্রকল্পে কেন্দ্রের অর্থ আটকে যাওয়ার ফলে রাজ্যের বহু মানুষ অন্যত্র কাজের খোঁজে পাড়ি দিয়েছেন। হুগলি জেলার উদাহরণেই ধরা যাক-সেখানে জেলার চারটি মহকুমার ১৮টি ব্লকে প্রায় ৬ লক্ষ ৭০ হাজার সক্রিয় জবকার্ডধারী রয়েছেন। কেন্দ্র অর্থ বন্ধ করায় রাজ্য সরকার নিজস্ব তহবিল থেকে এখনও পর্যন্ত শ্রমিকদের ৮২ কোটি ৫২ লক্ষ টাকা মজুরি দিয়েছে। তবে সেই তহবিল সবার কাছে পৌঁছায়নি। সেমি স্কিল্ড ও স্কিল্ড শ্রমিকদের মজুরি বাবদ এখনও বকেয়া রয়েছে প্রায় ২০ কোটি ৭৭ লক্ষ টাকা। পাশাপাশি মেটিরিয়াল খাতে, যেমন কোদাল, ঝাঁটা, ঝুড়ি ইত্যাদির খরচ বাবদ বকেয়া আরও ২০০ কোটি ৫৭ লক্ষ টাকা। সব মিলিয়ে কেন্দ্রের কাছে হুগলি জেলা প্রশাসনের মোট দাবি ৩০৩ কোটি ৮৬ লক্ষ টাকারও বেশি। এই প্রকল্পে কাজ করা সুপারভাইজারদের অবস্থাও খুব করুণ। রাজ্য সরকার শ্রমিকদের বকেয়ার কিছুটা মেটালেও সুপারভাইজারদের দিকে চোখ পড়েনি বলেই অভিযোগ। বলাগড়ের কোলা গ্রামের দীপেন মুখোপাধ্যায় বলেন, সংস্কার, নদীবাঁধ নির্মাণ, রাস্তা পরিষ্কার- এসব কাজ একশো দিনের প্রকল্পেই হয়। আর সেই কাজের তদারকি করি আমরা। কিন্তু তিন বছর ধরে কোনও টাকা পাইনি। একই সুর পুরুষোত্তমপুরের আব্দুল রশিদ মল্লিকের কণ্ঠেও। তিনি জানান, খনন, খাল সংস্কার ইত্যাদি প্রকল্পে কাজ করতাম। এখন তিন বছর ধরে বেকার বসে আছি। এদিকে, একশো দিনের কাজ নিয়ে রাজনীতি তুঙ্গে। সারা ভারত কৃষি ও গ্রামীণ মজুর সমিতির রাজ্য সম্পাদক সজল অধিকারী বলেন, ও রাজ্যের রাজনৈতিক সংঘাতের বলি হচ্ছেন গরিব মানুষ। একদিকে রাজ্যে দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে, অন্যদিকে কেন্দ্র বাজেট কমিয়েছে। কেন্দ্রের উচিত সুদ-সহ সমস্ত বকেয়া মিটিয়ে দেওয়া। তৃণমূলের তরফে শ্রীরামপুর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি অরিন্দম গুঁই বলেন, রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র করে একশো দিনের কাজ বন্ধ রেখেছে। এখন হাইকোর্টের নির্দেশের পরে কেন্দ্রের উচিত অবিলম্বে টাকা পাঠানো। অন্যদিকে বিজেপি রাজ্য নেতা স্বপন পাল পাল্টা বলেন, দুর্নীতি করে হিসেব দিতে পারেনি, তাই কেন্দ্র টাকা বন্ধ করেছে। সব মিলিয়ে রাজ্যে একশো দিনের কাজ ফের শুরু হলেও আর্থিক অনিশ্চয়তা ও রাজনৈতিক টানাপোড়েনের জেরে সাধারণ শ্রমিকদের দুশ্চিন্তা কাটছে না। কাজ ফিরলেও বকেয়া ফেরার কোনও নিশ্চয়তা এখনও নেই।

ভুয়ো সংস্থায় বিনিয়োগ করে প্রতারিত চিকিৎসক

কলকাতা, ২৬ জুন ঃ ভুয়ো সংস্থার মাধ্যমে বিনিয়োগের প্রলোভন দেখিয়ে এবার প্রতারিত হলেন উত্তর ২৪ পরগনার বারাসতের এক চিকিৎসক। সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে ফাঁদ পেতে চিকিৎসকের কাছ থেকে ৩৬ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে সিআইডি। অভিযুক্তের নাম প্রসেনজি রাজ নাথ। বৃহস্পতিবার তাঁকে বারাসত আদালতে তোলা হয়। সিআইডি সূত্রে জানা গিয়েছে, চিকিৎসক রাজকুমার ভট্টাচার্যের সঙ্গে প্রথমে ফেসবুকে যোগাযোগ করে অভিযুক্ত। পরে তাঁকে একটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে যুক্ত করা হয়, যেখানে বিভিন্ন ধরনের বিনিয়োগ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ, লাভের সম্ভাবনা ও প্রতিশ্রুতি দিয়ে আকৃষ্ট করা হয়। কিছুদিনের মধ্যেই চিকিৎসককে দু-দফায় ১৮ লক্ষ টাকা করে মোট ৩৬ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করতে বলা হয়। প্রথমে কিছু লাভের আশ্বাস পেলেও পরে আর কোনও রকম প্রতিক্রিয়া না পাওয়ায় চিকিৎসকের সন্দেহ হয়। এরপর তদন্তে জানা যায়, ওই টাকা একটি ভুয়ো সংস্থার অ্যাকাউন্টে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। পুরো ঘটনায় প্রতারণার গন্ধ পেয়ে রাজ্য গোয়েন্দা সংস্থা সিআইডি তদন্তে নামে। অবশেষে প্রযুক্তির সাহায্যে অভিযুক্ত প্রসেনজিৎ রাজ নাথকে চিহ্নিত করে গ্রেফতার করা হয়। ঘটনার সঙ্গে আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি না, তা জানতে অভিযুক্তকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে সিআইডি। এই ঘটনার পর চিকিৎসক মহলে যেমন উদ্বেগ ছড়িয়েছে, তেমনই বিনিয়োগকারীদের মধ্যে সোশ্যাল মিডিয়া-ভিত্তিক প্রতারণা নিয়ে নতুন করে সচেতনতা বাড়ছে।

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মা হাতির মৃত্যু পুরুলিয়ায়

পুরুলিয়া, ২৬ জুন ঃ রাজ্যে ফের বন্যপ্রাণীর মৃত্যুর খবর। বিদ্যুতের খোলা তারে স্পৃষ্ট হয়ে.মারা গেল এক মা হাতি। ঘটনা ঘটেছে পুরুলিয়া জেলার ঝাড়খণ্ড সীমান্ত সংলগ্ন সরাইকেলা খরসোঁয়া জেলার হেবেন গ্রামে। বুধবার ভোররাতে এই মর্মান্তিক ঘটনার জেরে ছড়িয়েছে চাঞ্চল্য। মৃত হাতির পাশেই দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল তার শাবক, যা দেখে আবেগে বিহ্বল এলাকাবাসীরা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, হেবেন পঞ্চায়েত এলাকার পাহাড় লাগোয়া অঞ্চলে মঙ্গলবার মধ্যরাত থেকে হাতির দল দেখা গিয়েছিল। এরপর ভোররাতে, রাত প্রায় তিনটে নাগাদ, রঘুনাথ সিং নামে এক বাসিন্দার ঘুম ভাঙে কান্নার মতো এক অদ্ভুত আওয়াজে। টর্চ হাতে বাইরে বেরিয়ে তিনি দেখতে পান, তাঁর বাড়ির পাশের জমিতে একটি হাতির শাবক আতঙ্কে ছুটোছুটি করছে। টর্চের আলোয় ভালো করে দেখতেই স্পষ্ট হয়, মাটিতে পড়ে রয়েছে এক বিশাল হাতি- নিথর, মৃত। পরে জানা যায়, সেটি ওই শাবকের মা। ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই সকালে গ্রামবাসীরা ভিড় জমাতে শুরু করেন ঘটনাস্থলে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, মাত্র ছ'মাস বয়সি হাতির শাবকটি মৃত মায়ের দেহের পাশে দাঁড়িয়ে ছিল অনেকক্ষণ ধরে। মানুষের উপস্থিতি বাড়লে অবশেষে সে ধীরে ধীরে জঙ্গলের দিকে সরে যায়। খবর পেয়ে হেবেন পঞ্চায়েত প্রধান সুলোচনা দেবী ঘটনাস্থলে পৌঁছান এবং বন দফতরকে খবর দেন। বনকর্মীরা এসে মৃত হাতির দেহ পরীক্ষা করে জানান, শুঁড়ে গভীর ক্ষতের চিহ্ন রয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে অনুমান, কোনও খোলা বৈদ্যুতিক তারের সংস্পর্শে এসে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হয়েছে মা হাতিটির। যদিও সঠিক কারণ জানতে ময়নাতদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধান জানান, গত কয়েক বছরে বন্য হাতির আনাগোনা এই এলাকায় আশঙ্কাজনক হারে বেড়ে গিয়েছে। গ্রামবাসীদের মধ্যে চরম আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। শুধু জীবনহানি নয়, ফসলেরও ব্যাপক ক্ষতি হচ্ছে বলে অভিযোগ তাঁদের। বন দফতরকে একাধিকবার জানানো হলেও কার্যত কোনও স্থায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ পঞ্চায়েতের। এই ঘটনায় গ্রামবাসীদের মধ্যে একদিকে যেমন শোকের ছায়া নেমে এসেছে, অন্যদিকে উদ্বেগও বাড়ছে। কারণ, মানুষ ও বন্যপ্রাণীদের দ্বন্দ্ব দিন দিন প্রকট হয়ে উঠছে। একদিকে যেমন প্রাণ হারাচ্ছে বন্যপ্রাণী, অন্যদিকে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে মানুষের জীবন ও সম্পত্তি। এই পরিস্থিতিতে বন দফতর ও প্রশাসনের তরফে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ও ভবিষ্যতে এমন দুর্ঘটনা রুখতে বন দফতরের তরফে আরও সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণের দাবিও উঠছে। বিশেষ করে বিদ্যুতের খোলা তার এবং হাতির চলাচলের রাস্তাগুলিতে নজরদারি বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তা অনেকটাই জরুরি বলে মনে করছেন পরিবেশকর্মীরা।

বর্ধমান স্টেশনে ধরা পড়ল দুই ভুয়ো টিকিট পরীক্ষক

বর্ধমান, ২৬ জুন ঃ স্টেশনে টিকিট পরীক্ষকের ছদ্মবেশে কাজ করতে এসে রেল আধিকারিকদের হাতে ধরা পড়ল দুই যুবক। ধৃতদের নাম বিনয় কুমার ও নিতেশ বলগুহার, দু'জনেই দিল্লির বাসিন্দা। তাঁদের দাবি, তাঁরা রেলের চাকরি পেতে ৮ লক্ষ টাকা দিয়েছেন এবং অফিসিয়াল ডকুমেন্ট সহকারে বর্ধমান স্টেশনে পাঠানো হয়েছিল তাঁদের। কিন্তু তদন্তে উঠে আসছে এক জটিল প্রতারণা চক্রের ইঙ্গিত। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার। বর্ধমান স্টেশনের ওভারব্রিজে দুই যুবককে কাজ করতে দেখে সন্দেহ হয় রেল ভিজিল্যান্স আধিকারিকদের। তাঁরা দেখেন, ওই দুই যুবক কোনও টিকিট পরীক্ষকের মতো কাজ করছেন না, অথচ টিসির পরিচয়পত্র রয়েছে তাঁদের কাছে। আচমকা ওভারব্রিজে এদের লার্নিং পিরিয়ড চলার অজুহাতে কাজ করতে দেখে আরও সন্দেহ জাগে। সঙ্গে সঙ্গে কমার্শিয়াল বিভাগের কর্মীরা তাঁদের আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেন। জিজ্ঞাসাবাদে উঠে আসে বিস্ফোরক তথ্য। ধৃতদের দাবি, দিল্লির কর্নাট প্লেস এলাকার এক ব্যক্তি তাঁদের কাছ থেকে চার লক্ষ টাকা করে মোট আট লক্ষ টাকা নেন। এরপর তাঁদের একটি রেল হাসপাতালের সামনে মেডিক্যাল পরীক্ষার জন্য ডাকা হয়। সেখান থেকেই বলা হয়, বাংলার বর্ধমান স্টেশনে তাঁদের পোস্টিং হয়েছে। এমনকি এক ব্যক্তি তাঁদের টিকিট পরীক্ষকের আই-কার্ডও দেন। এরপর নির্দেশ দেওয়া হয়, স্টেশন প্ল্যাটফর্মে নয়, আপাতত 'লার্নিং পিরিয়ডে' ওভারব্রিজে কাজ করতে হবে। ধৃতরা জানিয়েছেন, তাঁরা বর্ধমানে একটি ভাড়া বাড়িতে থাকছিলেন এবং সম্পূর্ণ নিশ্চিত ছিলেন যে তাঁদের চাকরিটি বৈধ। কিন্তু দ্বিতীয় দিনই তাঁরা ধরা পড়ে যান ভিজিল্যান্সের চোখে। এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে রেলমহলে। হাওড়ার সিনিয়র ডিসিএম রাহুল রঞ্জন বলেন, ভুয়ো টিকিট পরীক্ষক ধরতে আমরা একাধিক পদক্ষেপ নিয়েছি। আইডি ব্যাজে অভিনবত্ব আনা হয়েছে। মানুষকে বহুবার সতর্ক করা হয়েছে, তবু কিছু মানুষ প্রতারকদের ফাঁদে পা দিচ্ছেন। তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য, রেলের চাকরি পেতে কখনওই টাকা দিতে হয় না। কেবল মেধার ভিত্তিতে পরীক্ষার মাধ্যমেই চাকরি পাওয়া যায়। পুরো ঘটনা সামনে আসার পর রেল তদন্ত শুরু করেছে। প্রশ্ন উঠছে, রেলের চাকরির নাম করে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে কি সক্রিয় প্রতারণার একটি বড় চক্র? পুলিশ ও রেল কর্তৃপক্ষ যৌথভাবে মূল চক্রের সন্ধানে তদন্ত শুরু করেছে।

দেওয়াল চাপা পড়ে মৃত দম্পতি

দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ২৬ জুন ঃ কুলপিতে মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন এক বৃদ্ধ দম্পতি। বুধবার গভীর রাতে বিষ্ণুরামপুর এলাকার বাসিন্দা শিবপ্রসাদ মণ্ডল (৭৫) ও তাঁর স্ত্রী রেনুকা মণ্ডল (৬৫) ঘুমিয়ে ছিলেন নিজেদের ঘরে। হঠাৎই ভেঙে পড়ে বাড়ির পুরনো ও দুর্বল দেওয়াল। দেওয়াল চাপা পড়ে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় দু'জনের। তাঁদের ছেলে ও বৌমা পাশের ঘরে থাকলেও এত রাতে কিছু টের পাননি। বৃহস্পতিবার সকালে পরিবারের সদস্যরা প্রথম বিষয়টি জানতে পারেন। দ্রুত পড়শিদের খবর দিয়ে ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে উদ্ধার করা হয় তাঁদের নিথর দেহ। খবর পেয়ে কুলপি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছয় এবং দেহ দুটি উদ্ধার করে পাঠায় ডায়মন্ড হারবার মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। চিকিৎসকরা তাঁদের মৃত বলে ঘোষণা করেন। পরিবারের দাবি, বহুদিন ধরেই দেওয়ালটি খারাপ অবস্থায় ছিল।

বেলেঘাটায় আন্তর্জাতিক মানের সাঁতার অ্যাকাডেমি

কলকাতা, ২৬ জুন ঃ রাজ্যের ক্রীড়াক্ষেত্রে নতুন দিশা আনতে বড় পদক্ষেপ নিল রাজ্য সরকার। কলকাতার বেলেঘাটায় সুভাষ সরোবর চত্বরে তৈরি হচ্ছে আন্তর্জাতিক মানের সাঁতার অ্যাকাডেমি। খুব শীঘ্রই এই অত্যাধুনিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি জনসাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছে রাজ্য ক্রীড়া দফতর। এই অ্যাকাডেমির মূল লক্ষ্য হল প্রতিভাবান তরুণ সাঁতারুদের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের প্রতিযোগিতার উপযোগী করে গড়ে তোলা। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা প্রতিশ্রুতিশীল সাঁতারুদের আধুনিক পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে এই কেন্দ্রে। পাশাপাশি, সাধারণ মানুষ এবং শিশু-কিশোরদের সাঁতার শেখার সুযোগও থাকবে এখানে। জানা গিয়েছে, আগে যে সুইমিং পুলটি ছিল, সেটিকেই আধুনিক করে আন্তর্জাতিক মানে রূপান্তরিত করা হয়েছে। শুধুমাত্র সাঁতার শেখানোর ব্যবস্থাই নয়, প্রতিযোগিতামূলক প্রশিক্ষণের জন্য এখানে থাকবে অত্যাধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর পরিকাঠামো, প্রশিক্ষক, ফিজিওথেরাপি সুবিধা, এবং খেলোয়াড়দের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা। এই অ্যাকাডেমির সম্পূর্ণ পরিচালনার দায়িত্ব থাকবে রাজ্য ক্রীড়া দফতরের অধীনে। দীর্ঘদিন ধরেই সাঁতারকে আরও জনপ্রিয় ও পেশাদার স্তরে উন্নীত করার চেষ্টা করছে রাজ্য সরকার।

Office of the Prodhan
GANGADHARPUR GRAM PANCHAYAT
Panchla, Howrah-711302
NOTICE INVITING TENDER No:- GGP/198/2025 to GGP/209/2025, Dated: 24/06/2025
Schemewise separate Online Tenders are hereby invited by the undersigned fromreputed, bonafied & resourceful contractor for **12(Twelve)Nos.** schemes. Bid submission starting from(online) **25/06/2025** and closing within **2 PM. On 01/07/2025**. Date of Opening of Bid(online): after **2 P.M. on 03/07/2025**. For details please visit office of theundersigned or visit website **https://wbtenders.gov.in**
Sd/-Pradhan
Gangadharpur Gram Panchayat

Office of the
Dhandali Gram Panchayat
Belari,Shyampur-I,Howrah
Sub.- GRAM PANCHAYAT TENDER NOTICE
Sealed Tenders are invited by the Pradhan, Dhandali Gram Panchayat, Shyampur-I, Howrah, for **3 nos**. of work vide **Memo No.- 181/DGP/2025 Dated- 24/06/2025, NIET NO-WB/HZP/SHY-I/DGP/NIET-08/25-26**, Last date of submission of Bid(online): **03.07.2025 up to 05.00 PM**. Date of Opening of Bid(online): **07.07.2025 at 11 AM**. Detail information available at this GP Office during the working hours.
Sd/- Pradhan,
Dhandali Gram Panchayat, Shyampur-I, Howrah.

অলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্তবার্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা, ২০৫ সংখ্যা, শুক্রবার ১২ আষাঢ় ১৪৩২

তারা রাজনীতি বোঝে না

শিশুদের হাতে কখনও অস্ত্র থাকে না। তারা রাজনীতি বোঝে না, দল জানে না, বিভাজনের রেখা চিনতে শেখেনি। তারা জানে খেলতে, হাসতে, স্বপ্ন দেখতে। সেই নিষ্পাপ শৈশব যখন রাজনীতির রোষে রক্তাক্ত হয়, তখন তা কেবল মানবিক বিপর্যয় নয়, এক জাতীয় লজ্জাও। এবং তাতে প্রমাণ মেলে-শাসকের ঔদ্ধত্য যদি চূড়ান্ত সীমা ছাড়িয়ে যায়, তবে তার পতন অনিবার্য। ইতিহাস বলছে, যে ক্ষমতা শিশুদের কান্না শুনতে ব্যর্থ হয়, সে ক্ষমতা দীর্ঘস্থায়ী হয় না।আমাদের দেশের রাজনীতি দিনে দিনে যেন আরও হিংস্র, আরও নির্দয় হয়ে উঠছে। মতভেদ আর বিরোধিতা থাকতেই পারে-তা গণতন্ত্রের স্বাভাবিক চরিত্র। কিন্তু সেই বিরোধিতা যখন সহিংসতার রূপ নেয়, যখন রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের বলি হয় নিরীহ নাগরিক কিংবা এক মায়ের কোলের শিশু, তখন সেটা আর মতপার্থক্য নয়, তা এক ভয়ঙ্কর সামাজিক ব্যাধি।একটি শিশু, যে হয়তো জানতই না কেন তার বাড়ির উঠোনে গুলি চলল, কেন তার চোখের সামনে হঠাৎ সব অন্ধকার হয়ে গেল, সেই শিশুর নিথর দেহ দেখে শাসকের কি বিবেক জাগে? যে শাসনব্যবস্থা এক শিশুর প্রাণ বাঁচাতে পারে না, যে প্রশাসন একটি পরিবারকে নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হয়, সেই শাসনের বৈধতা নিয়েই প্রশ্ন উঠে যায়।এমন ঘটনাগুলি ঘটার পরে সর্বদা যে দৃশ্যটি সামনে আসে তা একঘেয়ে এবং চেনা-নিন্দার ঝড়, তদন্তের ঘোষণা, ক্ষতিপূরণের প্রতিশ্রুতি। কিন্তু যে প্রাণ চলে গেল, যে পরিবার ধ্বংস হয়ে গেল, তাদের জন্য সেই প্রতিশ্রুতি কতটা অর্থবহ? শিশুর রক্তে ভিজে থাকা মাটিতে দাঁড়িয়ে ক্ষমতাসীন নেতাদের সেই বিবৃতি কি কেবল লোকদেখানো নয়?আমরা এক ভয়ঙ্কর সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি-যেখানে রাজনৈতিক মতাদর্শের নামে বাড়ি জ্বলছে, মা কাঁদছে, শিশু মরছে। সমাজে যদি শাসকের সমালোচনা করলেই মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হয়, তবে তা গণতন্ত্র নয়, তা নিছক একনায়কতন্ত্র। এবং সেই একনায়কতন্ত্র যতই শক্তি প্রদর্শন করুক না কেন, তার ভিত যে ক্রমশই দুর্বল হয়ে পড়ছে, তা এই ঘটনাগুলিই প্রমাণ করে।রাজনীতির প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত মানুষের সুরক্ষা, সমাজের কল্যাণ। যদি তা না হয়, যদি ক্ষমতা কেবল বিরোধীদের দমন করার অস্ত্র হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে সেই ক্ষমতার আর কোনো নৈতিক অধিকার থাকে না। শিশুহত্যার সঙ্গে সঙ্গে শাসকের মানবিকতা, দায়িত্ববোধ এবং প্রশাসনিক দক্ষতার মুখোশও খুলে যায়।এখানে প্রশ্ন ওঠে-কীভাবে একটি শিশু একটি রাজনৈতিক পরিবারের আঙিনায় এই ঘটনা ঘটে যেতে পারে? কীভাবে প্রশাসন আগে থেকে সতর্ক ছিল না? কেন কোনো সুনির্দিষ্ট নিরাপত্তার ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি, যেখানে উত্তেজনা আগে থেকেই তৈরি হচ্ছিল? নাকি ক্ষমতার আশীর্বাদপুষ্ট কিছু গোষ্ঠী এতটাই সাহসী যে তারা জানে, আইনের হাত কখনও তাদের ছুঁতে পারবে না?এই অন্ধকার সময়ে সবচেয়ে জরুরি হয়ে ওঠে একটি সজাগ, সাহসী নাগরিক সমাজ। কারণ ক্ষমতার অপব্যবহার, হিংসা ও অমানবিকতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ না থাকলে তা নিয়মে পরিণত হয়ে যায়। আমরা যদি একটি শিশুর মৃত্যুতেও রাজনীতির রং দেখি, যদি প্রতিটি হত্যাকাণ্ডের পেছনে দলীয় ব্যাখ্যা খুঁজি, তবে আমাদের বিবেকও সেই শাসকের ঔদ্ধত্যেরই অংশীদার হয়ে যায়।একটি সমাজ তখনই সুস্থ, যখন সেখানে সবচেয়ে দুর্বল, সবচেয়ে নিরাপদ মানুষটির জীবন সবচেয়ে বেশি মূল্যবান। আর যারা সেই মূল্যবোধকে আঘাত করে, তারা যতই শক্তিশালী হোক, শেষমেশ তাদের পতন নিশ্চিত।এই ধরনের নৃশংসতা শুধু একজন শিশুর মৃত্যু নয়, এটি এক সামাজিক মৃত্যু-যেখানে করুণা হারিয়ে যায়, ন্যায়বিচার নিঃশব্দ হয়ে যায়, এবং আমাদের গণতন্ত্র প্রশ্নের মুখে পড়ে। শাসকদের বোঝা উচিত, মানুষের ধৈর্যের সীমা অসীম নয়। শিশুদের কান্না, মায়েদের বুকফাটা আহাজারি, বাবার নিঃশব্দ কাঁপুনি-এইসবই একদিন শাসকের পতনের ধ্বনি হয়ে ওঠে।আজ যদি এই হত্যাকাণ্ডের পরেও শাসকের চোখে জল না আসে, হৃদয় না কাঁপে, তবে আগামীকালের জনগণ তার জবাব দেবে। ভোটের বাক্সে নয়তো পথে নেমে। কারণ ইতিহাস দেখিয়েছে, যেই শাসক শিশুদের কাঁদায়, তাকে একদিন জনগণ কাঁদাতে জানে।এই মুহূর্তে প্রয়োজন একটি নিরপেক্ষ, দ্রুত ও সাহসী বিচারপ্রক্রিয়া। অপরাধী যে-ই হোক না কেন, তার বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নিতে হবে-দলের রঙ দেখে নয়, অপরাধের ভিত্তিতে। এই বার্তাই সমাজে পৌঁছানো দরকার, যাতে আগামী দিনে কেউ আর মনে না করে, ক্ষমতা মানেই দণ্ডমুক্তি।শাসকের অহংকারের বেলুন যখন নিরপরাধ শিশুর রক্তে ফেটে যায়, তখন তা আর কেবল রাজনীতির ঘটনা নয়, তা হয়.এক জাতীয় আত্মসমালোচনার মুহূর্ত। এবং যদি সেই আত্মসমালোচনা থেকে শিক্ষা না নেওয়া হয়, তবে শাসকের পতন শুধু সময়ের অপেক্ষা।সেই শিশুটি আর নেই। কিন্তু তার নিরব আত্মচিকার, তার না বলা প্রশ্ন-আমার কী দোষ ছিল?-সেই ধ্বনি যেন আমাদের বিবেক না হারায়। শাসকের আসনে যারা বসে আছেন, তারা যেন বুঝতে পারেন, রক্তমাখা সিংহাসনে বসে থাকার দিন শেষ হয়ে এসেছে। মানুষ জেগে উঠলেই, ক্ষমতার ঘরভাঙা পড়ে অনিবার্য।

শৃঙ্খলাভঙ্গ বিতর্কের মাঝেই সিপিএমে তন্ময় ভট্টাচার্যের প্রত্যাবর্তন, শর্তসাপেক্ষে স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার

বাম রাজনীতির পটভূমিতে আবারও এক গুরুত্বপূর্ণ মোড়। বহুদিন পর শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে দলের বাইরে থাকা বর্ষীয়ান নেতা তন্ময় ভট্টাচার্যকে শর্তসাপেক্ষে ফেরাল সিপিএম। রাজনৈতিক মহলে এই ঘটনাকে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে, বিশেষ করে যখন রাজ্য রাজনীতিতে বাম দল নিজেদের জমি পুনর্দখলের চেষ্টায় মরিয়া।তন্ময় ভট্টাচার্য দীর্ঘদিন ধরে কলকাতার একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে দলের হয়ে কাজ করে এসেছেন। ছাত্র আঃদালন থেকে উঠে এসে তিনি একাধিক আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন। তবে বিগত কয়েক বছরে তাঁর কিছু মন্তব্য ও কর্মকাণ্ড দলীয় শৃঙ্খলার পরিপন্থী বলে চিহ্নিত হয়। ফলত, তাঁকে সিপিএম থেকে সাময়িকভাবে বহিষ্কার করা হয়। সেই সময় এই সিদ্ধান্ত ঘিরে দল ও সমর্থকদের মধ্যে দ্বিধা তৈরি হয়েছিল। অনেকেই মনে করেছিলেন, এমন এক নেতাকে বাদ দেওয়া সিপিএমের পক্ষে আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত।যদিও দলীয় শৃঙ্খলা রক্ষার প্রশ্নে কোনও রকম আপস করতে রাজি ছিল না সিপিএম নেতৃত্ব। তন্ময়বাবুর প্রতি সম্মান জানিয়ে হলেও, তাঁকে দলের বাইরে রাখা হয়। এই দীর্ঘ পর্বে তন্ময় ভট্টাচার্য প্রকাশ্যে কোনও প্রতিক্রিয়া না দিলেও, আভ্যন্তরীণভাবে তিনি দলের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলছিলেন বলেই সূত্রের খবর। একাধিক বৈঠকে তিনি নিজের অবস্থান স্পষ্ট করেন, ও দলের সিদ্ধান্তকে সম্মান জানিয়ে ফের দলে ফিরতে ইচ্ছুক বলে জানান।সম্প্রতি দলের রাজ্য নেতৃত্ব একটি পর্যালোচনামূলক বৈঠকে বসে। সেই বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়, যদি তন্ময়বাবু নির্দিষ্ট কিছু শর্ত মানেন এবং ভবিষ্যতে দলের নিয়মনীতি মেনে চলেন, তাহলে তাঁকে ফের দলে ফিরিয়ে নেওয়া যেতে পারে। এই সিদ্ধান্তের পরেই তাঁর স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার করা হয়।দলীয় সূত্রের খবর, শর্তগুলির মধ্যে অন্যতম হল-দলবিরোধী কোনও মন্তব্য বা কর্মকাণ্ডে জড়ানো যাবে না, সংবাদমাধ্যমে দলীয় সিদ্ধান্তকে

ঃঃঃঃঅনুকুল চন্দ্রের বাণীঃঃঃঃ

বিপ্রের সহজাত সংস্কার হওয়া উচিত পূরণপ্রবণতা,
ক্ষত্রিয়ের সহজাত সংস্কার হওয়া উচিত পালন প্রবণতা,
বৈশ্যের সহজাত সংস্কার হওয়া উচিত পোষণপ্রবণতা আর,
এই পারস্পরিক সহযোগিতার ভিতর-দিয়ে সেবা মূর্ত্ত হ'য়ে ওঠে,
যা' সমাজকে সত্তায় স্বস্থ ক'রে রেখে সম্বর্দ্ধনায়,
উন্নতিতে সঞ্চরণশীল ক'রে তোলে।
মানুষ দুর্বল,
অশক্ত যত বেশী, সাহায্যও তা'র তত প্রয়োজন- চর্যা ও শুশ্রূষাও তদনুরূপ,
- তবে শ্রদ্ধা ও সম্মানের ভূমি বজায় রেখে।

মহেশের রথযাত্রা ২০২৫ঃঐতিহ্য, জনসমাগম ও আধুনিকতার দোলাচলে এক অনন্য যাত্রা

মহেশের রথযাত্রা। শুধু একটি ধর্মীয় উৎসব নয়, এক গৌরবময় ঐতিহ্য, যেটি বাংলার ইতিহাস ও সংস্কৃতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। প্রতি বছর হুগলির শ্রীরামপুরের মহেশে এই রথযাত্রা ঘিরে তৈরি হয় উৎসবের আবহ, জনস্রোত ও এক অদ্ভুত ধর্মীয় আবেগ। ২০২৫-এর মহেশ রথযাত্রা তার ব্যতিক্রম নয়। তবে এবারের উৎসব প্রস্তুতি আর কেবল পূজাপার্বণের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকছে না। বরং একদিকে যেমন পুরাতন ঐতিহ্য রক্ষা করার লক্ষ্যে চলছে উদ্যোগ, অন্যদিকে সেই ঐতিহ্যের সুরক্ষিত ও আধুনিক ব্যবস্থাপনার চেহারাও স্পষ্ট হয়ে উঠছে।এই রথযাত্রা যেমন বিশাল সংখ্যক মানুষের উপস্থিতির এক উজ্জ্বল নিদর্শন, তেমনি এটি এক সামাজিক পরীক্ষাও-কীভাবে প্রশাসন, সাধারণ মানুষ এবং ধর্মীয় সংস্থা একত্রে মিলেমিশে একটি বৃহৎ অনুষ্ঠানকে নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করতে পারে। এ এক চলমান চ্যালেঞ্জ, যার মধ্যে আছে নিরাপত্তা, যাত্রীসুবিধা, স্বাস্থ্য পরিষেবা, যানজট নিয়ন্ত্রণ, এবং সর্বোপরি ধর্মীয় আবেগকে সম্মানজনকভাবে রক্ষা করার মতো বহু দিক।মহেশের রথ নিয়ে একটি বিশেষতা রযেছে-এটি বাংলার প্রাচীনতম রথযাত্রা হিসেবে স্বীকৃত। ১৩৯৭ সালে শুরু হওয়া এই রথযাত্রা আজও একই নিষ্ঠা ও মহিমায় পালিত হয়ে আসছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী পেরিয়ে, ব্রিটিশ আমল থেকে স্বাধীনতা পরবর্তী ভারত, এবং আজকের ডিজিটাল যুগেও, মহেশের রথযাত্রা তার জনপ্রিয়তা এবং গুরুত্ব বজায় রেখেছে। এই ধারাবাহিকতা শুধু একটি ধর্মীয় আচার পালন নয়, এটি এক সাংস্কৃতিক চেতনার ধারক।তবে এই বিশাল জনসমাগম ও ধর্মীয় আবেগের সঙ্গে জুড়ে থাকে বাস্তব দাযিত্বও। প্রাথমিকভাবে স্থানীয় বাসিন্দাদের সুবিধা, ব্যবসায়ীদের ভিড় সামলানোর প্রস্তুতি, এবং বহিরাগত ভক্তদের নিরাপদ অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করাই প্রশাসনের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত। কিন্তু এই দাযিত্ব শুধু প্রশাসনের নয়-সচেতন নাগরিক হিসেবেও আমাদের দাযিত্ব কম নয়।বছরখানেক আগেও দেখা গিয়েছে, রথের সময় হঠাৎ করে বৃষ্টির প্রকোপ, বিদ্যুৎ বিভ্রাট, বা যানবাহনের বিশৃঙ্খল অবস্থান পরিস্থিতিকে জটিল করে তোলে। এবারে আগেভাগে আবহাওয়ার পূর্বাভাস, রাস্তাঘাট সংস্কার, অস্থায়ী ট্রাফিক ব্যবস্থা, এবং রথযাত্রা ঘিরে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন। রথের রুটে মেডিক্যাল ক্যাম্প, শৌচাগার, বিশ্রামাগার প্রভৃতির স্থাপন এবং পানীয় জলের জোগান রাখতে হবে। একই সঙ্গে নজরদারির জন্য ড্রোন প্রযুক্তি বা সিসিটিভি ক্যামেরা ব্যবহারের কথাও ভাবা যেতে পারে।রথযাত্রা মানেই শুধু ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা নয়, এটি একটি সামাজিক মিলনের ক্ষেত্র। হাজার হাজার মানুষ নানা প্রান্ত থেকে এখানে জড়ো হন-শুধু দেবদর্শনের আশায় নয়, বরং উৎসবের আবহে আত্মস্থ হতে। এর ফলে স্থানীয় অর্থনীতিও সক্রিয় হয়ে ওঠে। ছোট দোকান, খাবারের স্টল, হস্তশিল্প-all thrive. একে ঠিকভাবে পরিচালনা করতে না পারলে ভিড়ের বিশৃঙ্খলা থেকে শুরু করে দুর্ঘটনা পর্যন্ত ঘটতে পারে। তাই নাগরিক সচেতনতা গড়ে তোলাও গুরুত্বপূর্ণ।তবে শুধু ভিড় সামলানোই নয়, রথযাত্রাকে ঘিরে থাকা বিশুদ্ধ ধর্মীয় অনুভূতিকে সম্মান জানানো দরকার। এই উসবকে যেন কেবল একটি ইভেন্ট বা সেলফি স্পট-এ পরিণত না করা হয়, সেদিকে সজাগ থাকা জরুরি। মাইক ব্যবহার, প্যান্ডেল সাজানো, প্রসাদ বিতরণ-সব ক্ষেত্রেই সীমার মধ্যে থেকে আয়োজন করা উচিত, যাতে এলাকার স্থায়ী বাসিন্দারা কোনও অসুবিধার সম্মুখীন না হন।একটি বড় দাযিত্ব থেকে যায় রথযাত্রার দিন পরিবেশ রক্ষার দিকেও। প্লাস্টিক ব্যবহার, রাস্তার ধারে আবর্জনা ফেলা, বর্জ্য নিস্কাশনের যথাযথ ব্যবস্থা না থাকা-এসবের ফল ভোগ করতে হয় স্থানীয় বাসিন্দাদেরই। তাই এবার প্রশাসনের পক্ষ থেকে একটি ' রথযাত্রা' উদ্যোগ নেওয়া হলে তা এই ঐতহ্যকে আরও গর্বের স্তরে নিয়ে যেতে পারে।তরুণ প্রজন্মকে এই উৎসবের ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত করাটাও এই মুহূর্তে গুরুত্বপূর্ণ। অনেকেই আজ জানে না মহেশের রথের ইতিহাস, বা কীভাবে এই উসব ব্রিটিশ আমলেও এক বিশেষ তাৎপর্য বহন করত। স্কুল-কলেজে রথযাত্রা ঘিরে সচেতনতামূলক আলোচনা, স্থানীয়. শিল্পীদের দ্বারা নাটক বা পথনাটিকা উপস্থাপন-এসব করা গেলে উৎসবের সঙ্গে সংস্কৃতির যোগসূত্র আরও সুদৃঢ় হবে।সবশেষে বলতে হয়, মহেশের রথযাত্রা শুধু হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের উৎসব নয়, এটি এক সর্বজনীন সম্পদ, যেটি বাংলার গর্ব। এই উসবের সুষ্ঠু ও সুসংগঠিত রূপ আমাদের সামগ্রিক সাংস্কৃতিক পরিণতির পরিচয় দেয় । প্রশাসন, সাধারণ মানুষ, ধর্মীয় সংস্থা ও সংবাদমাধ্যম-সবার মিলিত প্রয়াসে এই রথযাত্রা হোক সফল, সৌহার্দ্যময় এবং স্মরণীয়।এই রথ যেন আমাদের নিয়ে চলে ভক্তি ও বোধের সেই পথে, যেখানে ঐতিহ্য ও আধুনিকতা হাত ধরাধরি করে চলে। ২০২৫-এর মহেশের রথ হোক এমনই এক মেলবন্ধনের প্রতীক।

' সম্পূর্ণ বিপ্লব' থেকে ছাত্র আন্দোলনঃগণতন্ত্রের সঙ্কটকালে জয়প্রকাশের পথ দেখানো সংগ্রাম

১৯৭৫ সালের ২৫শে জুন-ভারতের গণতন্ত্রের ইতিহাসে এক গা ছমছমে তারিখ। এই দিনেই ঘোষণা করা হয়েছিল ' জরুরি অবস্থা'। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী এক প্রেসিডেন্সিয়াল অধ্যাদেশ জারি করে গণতান্ত্রিক কাঠামোর ভিত কাঁপিয়ে দেন। সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ, রাজনৈতিক বিরোধীদের গ্রেফতার, আদালতের স্বাধীনতা খর্ব, এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণভাবে-মানুষের মৌলিক অধিকার স্থগিত করে দেওয়া হয়। ঠিক এই অন্ধকার সময়েই, এক প্রবীণ নেতা, জয়প্রকাশ নারায়ণ, মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হয়ে ওঠেন। তাঁর ডাকে উত্তাল হয়ে ওঠে গোটা ভারত, বিশেষ করে দেশের ছাত্রসমাজ, যারা ' সম্পূর্ণ বিপ্লব'-এর স্লোগানকে হৃদয়ে ধারণ করে রাজপথে নামে।জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে যে গণআন্দোলনের সূচনা হয়েছিল, তা নিছক কোনও সরকার-বিরোধী বিক্ষোভ ছিল না। এটি ছিল একটি আদর্শভিত্তিক সংগ্রাম, যার মূল কথা ছিল-ব্যক্তিস্বাধীনতা, প্রশাসনিক স্বচ্ছতা, নৈতিক নেতৃত্ব এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ রক্ষা। ' সম্পূর্ণ বিপ্লব' বা ' রেভোলিউশন' কেবল রাজনৈতিক পরিবর্তনের কথা বলেনি, এটি ছিল সামাজিক, নৈতিক এবং অর্থনৈতিক সংস্কারেরও দাবি।জয়প্রকাশের এই ডাক প্রথম শোনা যায় ১৯৭৪ সালে বিহারে, যখন দুর্নীতি, মূল্যবৃদ্ধি ও প্রশাসনিক অচলাবস্থার বিরুদ্ধে ছাত্ররা রাস্তায় নামেন। বিহার ছাত্র আন্দোলন ছিল সেই সময়ের সবচেয়ে সুসংগঠিত ও আদর্শনিষ্ঠ প্রতিবাদ। সেই আন্দোলনের মধ্যেই জয়প্রকাশ নারায়ণ বুঝতে পারেন, এই প্রতিবাদকে একটা সর্বভারতীয়. রূপ দিতে হবে। তিনি ছাত্রদের বলেছিলেন-রাজনীতি তোমাদের ঘৃণার বিষয় নয়, বরং পরিবর্তনের হাতিয়ার।এই ভাবনাই জন্ম দেয়

একটি বৃহত্তর আন্দোলনের, যার পরিণতিতে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছাত্র-যুবরা জেগে ওঠে। দিল্লি থেকে কেরল, পাঞ্জাব থেকে পশ্চিমবঙ্গ-সবখানেই ছাত্ররা আওয়াজ তোলে, আমরা চাই দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন, স্বচ্ছ সরকার, এবং সংবিধান সম্মত শাসন। এই প্রতিবাদে লাঠি চালানো হয়, হাজার হাজার ছাত্রকে গ্রেফতার করা হয়, কেউ কেউ পুলিশের গুলিতে নিহতও হন। কিন্তু আন্দোলন দমন করা যায়নি।জয়প্রকাশ নারায়ণ নিজে ছাত্র রাজনীতির এক বিরল সমর্থক ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, দেশের ভবিষ্য গড়ে ওঠে ছাত্রদের হাত ধরে। তাই তিনি যখন দেখলেন, গণতন্ত্রের উপর আঘাত নেমে এসেছে, তখন তিনি সরাসরি ছাত্রদের ডাক দেন রাজপথে নামার জন্য। তিনি বলেছিলেন-ভয় পেয়ো না। আজকের লড়াই কেবল একটি সরকারের বিরুদ্ধে নয়, এটি ন্যায় ও অন্যায়ের মধ্যে একটি মৌলিক দ্বন্দ্ব।ইন্দিরা গান্ধীর সরকারের প্রতিক্রিয়া ছিল অতিমাত্রায় কঠোর। সংবাদপত্রের মুখ বন্ধ করা হল, সম্পাদকদের গ্রেফতার করা হল, অল ইন্ডিয়া রেডিও এবং দূরদর্শনকে সরকার নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নিল। আদালতের উপর চাপ সৃষ্টি করে বিচারপতিদের নিরপেক্ষতাকে চ্যালেঞ্জ করা হল। এত কিছুর মধ্যেও, আন্দোলন থামেনি-বরং আরও বিস্তার লাভ করে।এই আন্দোলনেই ফুটে ওঠে ভারতের নাগরিক সমাজের প্রকৃত শক্তি। রাজনীতির বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষ, শিল্পী, সাহিত্যিক, সমাজকর্মী সকলেই জয়প্রকাশের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে প্রতিবাদে শামিল হন। বহু বছর পরেও এই আন্দোলন প্রমাণ করে দিয়েছিল-গণতন্ত্র কেবল ভোট দেওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, এটি নাগরিকের সচেতনতার মধ্যেই বেঁচে থাকে।জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্ব এবং ছাত্রদের আত্মত্যাগ ১৯৭৭ সালের নির্বাচনে তার ফল দেখিয়ে দেয়। প্রথমবারের মতো কংগ্রেস পরাজিত হয় কেন্দ্রীয় সরকারে, এবং জনতা পার্টি ক্ষমতায়. আসে। ইন্দিরা গান্ধীর স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে যে উত্তাল জনআন্দোলন গড়ে উঠেছিল, তার উৎসভূমি ছিল এই ' বিপ্লব' আন্দোলন।আজ, প্রায় পাঁচ দশক পেরিয়ে এলেও সেই আন্দোলনের প্রাসঙ্গিকতা কমেনি। বর্তমানে যখন মত প্রকাশের স্বাধীনতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে, সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা খর্ব হয়, বিরোধী কণ্ঠস্বরকে ' বলে দমন করা হয়, তখন জয়প্রকাশের লড়াই আবার মনে পড়ে যায়। তাঁর আন্দোলন আমাদের শেখায়-একটি গণতান্ত্রিক দেশের প্রাণ তার মানুষ, এবং সেই মানুষের অধিকার ক্ষুণ্ন হলে প্রতিরোধ অবশ্যম্ভাবী।বর্তমান ভারতবর্ষে ছাত্র রাজনীতি অনেকাংশেই দলীয় মেরুকরণে আবদ্ধ। কিন্তু জরুরি অবস্থার সময় দেখা গিয়েছিল, কিভাবে ছাত্রসমাজ একটি বৃহত্তর আদর্শের জন্য সংঘবদ্ধ হতে পারে। সেই ঐতিহাসিক উদাহরণ আজও আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়, ছাত্ররা যদি সত্যিকারের ন্যায়ের পক্ষে দাঁড়ায়, তবে কোনও সরকারই তাদের উপেক্ষা করতে পারে না।এই কারণেই, ২৫শে জুন কেবল ইতিহাসের একটি দিন নয়, এটি সতর্কবার্তা-যে গণতন্ত্রের মূল স্তম্ভগুলোকে সম্মান না করলে, যদি শাসকগণ মাত্রাতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসে মত্ত হয়ে ওঠেন, তবে জনগণের প্রতিরোধ অনিবার্য হয়ে ওঠে। এবং সেই প্রতিরোধের জ্বলন্ত প্রমাণ রেখেছেন জয়প্রকাশ নারায়ণ ও তাঁর ছাত্র সৈনিকেরা।গণতন্ত্র চিরকাল একটি পরীক্ষার মধ্যে থাকে। স্বাধীনতা মানেই স্বেচ্ছাচার নয়। সরকার পরিবর্তন হতেই পারে, কিন্তু যদি সরকারই মানুষের কণ্ঠরোধ করে, তবে সেই স্বাধীনতার মূল্য থাকে না। জরুরি অবস্থার অভিজ্ঞতা সেই পাঠ আমাদের দিয়ে গেছে।আজকের দিনে দাঁড়িয়ে, আমরা যদি জয়প্রকাশ নারায়ণের সেই সংগ্রামের কথা স্মরণ না করি, তবে আমরা কেবল ইতিহাসকে ভুলছি না, নিজেদের দাযিত্ব থেকেও পালিয়ে যাচ্ছি। তাই নতুন প্রজন্মের কাছে জরুরি হয়ে পড়েছে ইতিহাসের এই অধ্যায় পড়া, বোঝা এবং প্রয়োজনে সেই আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে নতুন প্রতিবাদে অংশ নেওয়া।সম্পূর্ণ বিপ্লব আজও অসম্পূর্ণ, কারণ সামাজিক ন্যায়, প্রশাসনিক স্বচ্ছতা, এবং মানবাধিকার আজও সর্বজনীন হয়ে ওঠেনি। কিন্তু সেই পথ দেখিয়েছেন জয়প্রকাশ নারায়ণ, যা ভবিষ্যতের সংগ্রামের চিরন্তন অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে।

শ্বেতাঙ্গ চিকিৎসা ব্যবস্থার নির্দয় ইতিহাসে কৃষ্ণাঙ্গদের নিপীড়নঃএক নির্মম বাস্তবতা

চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইতিহাস যেমন অগ্রগতির সাক্ষ্য দেয, তেমনই এক নিষ্ঠুর অতীতও লুকিয়ে আছে তার গর্ভে। যুক্তরাষ্ট্র তথা পশ্চিমা বিশ্বের চিকিসা ব্যবস্থার একটি অন্ধকার অধ্যায় হলো-কৃষ্ণাঙ্গ মানুষদের ওপর যুগের পর যুগ ধরে চলতে থাকা বৈষম্য ও নৃশংস চিকিসা-পরীক্ষা। এই ইতিহাস শুধুই নির্মম নয়, বরং তা বৈজ্ঞানিক উন্নযনের নামে মানবাধিকার লঙ্ঘনের এক দৃষ্টান্তস্বরূপ।দাসপ্রথার সময় থেকেই শুরু হয়েছিল কৃষ্ণাঙ্গদের শরীরকে কম মূল্যবান হিসেবে চিহ্নিত করার প্রক্রিয়া। চিকিসা বিজ্ঞানীরা তাঁদের শরীরকে গবেষণার বস্তু হিসেবে ব্যবহার করতেন, যা একধরনের মানবিক অবমাননা ও শোষণ। দাস হিসেবে বিক্রি হওয়া মানুষদের অনেক সময় চিকিৎসার নাম করে অস্ত্রোপচার বা শারীরিক পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হতো, যার কোনও চিকিসাগত প্রয়োজন ছিল না-ছিল কেবল শ্বেতাঙ্গ বিজ্ঞানীদের ' পিপাসা'।বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য একজন নাম হল ডঃ জেমস ম্যারিযন সিমস, যাকে আধুনিক গাইনিকোলজির জনক বলা হয। অথচ এই সুনাম অর্জনের পেছনে রয়েছে কৃষ্ণাঙ্গ দাস নারীদের উপর বারবার অ্যানাস্থেশিয়া ছাড়াই চালানো অস্ত্রোপচার। এই মহিলারা ছিলেন তাঁর ' বস্তু'-তাঁদের কষ্ট, সম্মান বা সম্মতির কোনও মূল্য ছিল না।পরবর্তীতে, বিংশ শতকের প্রথম ভাগে আফ্রিকান-আমেরিকানদের উপর মেডিকেল এক্সপেরিমেন্টেশন আরও বৈজ্ঞানিক রূপ পায়। তার এক জ্বলন্ত উদাহরণ হলো টাসকিগি সিফিলিস স্টাডি। ১৯৩২ সালে আমেরিকার পাবলিক হেলথ সার্ভিস এই গবেষণা শুরু করে-শুধু কৃষ্ণাঙ্গ পুরুষদের মধ্যে সিফিলিস রোগের প্রকৃতি জানতে চেয়ে। তাঁদের জানানো হয়েছিল, তাঁরা বিনামূল্যে চিকিসা পাচ্ছেন। কিন্তু বাস্তব ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। প্রকৃতপক্ষে, তাঁদের জানানো হযনি যে তাঁদের সিফিলিস আছে, এবং চিকিসাও দেওয়া হয়নি-এমনকি পেনিসিলিন আবিষ্কারের পরেও না। উদ্দেশ্য ছিলঃরোগের ' গতি' পর্যবেক্ষণ।এই অধ্যয়ন চলে ১৯৭২ সাল পর্যন্ত-চল্লিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে। শতাধিক কৃষ্ণাঙ্গ মানুষ বিনা চিকিৎসায় মারা যান, তাঁদের পরিবার আক্রান্ত হয, অনেকে সন্তানদের মধ্যেও রোগ সংক্রমিত করে দেন। সরকারের এই নিষ্ঠুরতা কেবল একটি মেডিকেল স্ক্যান্ডাল নয়, বরং এক জাতিগত বৈষম্যের সুস্পষ্ট নিদর্শন।চিকিৎসা খাতের এই বৈষম্য অতীতে সীমাবদ্ধ থাকেনি। আধুনিক যুগেও কৃষ্ণাঙ্গ মানুষদের স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার হতে হয়। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, কৃষ্ণাঙ্গ রোগীদের ব্যথার মাত্রাকে অনেক সময় হালকাভাবে নেওয়া হয়। অনেক চিকিসক এখনও মনে করেন, কৃষ্ণাঙ্গদের ব্যথা সহ্যক্ষমতা বেশি, যা এক প্রকার জাতিগত ভুল ধ্যানধারণার ফসল।গর্ভবতী কৃষ্ণাঙ্গ মহিলাদের

টাইটানের পথে ভারতের কন্যাঃ একজন নতুন মহাকাশ যুগের সূচনা

ভারতের মহাকাশযাত্রার ইতিহাসে একের পর এক সাফল্য যুক্ত হচ্ছে। চন্দ্রযান হোক কিংবা গগনযান, আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশন থেকে শুরু করে বাণিজ্যিক মহাকাশ সফর-সবকিছুই যেন এক নতুন ভারতের হাতছানি। এবার সেই তালিকায় যুক্ত হচ্ছে এক ঐতিহাসিক অধ্যায়ঃএকজন ভারতীয় তরুণী, যার লক্ষ্য পৃথিবী থেকে লক্ষ কোটি কিলোমিটার দূরের চাঁদের উপগ্রহ নয়, বরং শনি গ্রহের উপগ্রহ 'এই পর্বে, প্রশ্ন কেবল ' নয়, ' কেন ' কেন দ্বারা' এবং ' প্রভাব কতখানি'। কারণ একজন ভারতীয় মহাকাশচারীর টাইটান যাত্রা নিছক একটি ব্যক্তিগত সাফল্য নয়, এটি এক গৌরবময় জাতীয় অর্জন-একটি প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করার শক্তিশালী মাধ্যম।টাইটান, শনির বৃহত্তম উপগ্রহ, যার পৃষ্ঠে হিমায়িত হ্রদ, মেঘে মেঘে মিথেনের ঝড়, আর এক রহস্যময়.আবহমণ্ডল। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, টাইটানে প্রাণের উপযুক্ত উৎপাদান বিদ্যমান থাকতে পারে। সেখানে মানুষের পা ফেলা শুধু এক অ্যাডভেঞ্চার নয়, এক গবেষণামূলক বিপ্লব।এই জায়গায় একজন ভারতীয়.নারী মহাকাশচারীর যাত্রা মানে, এক ঐতিহাসিক প্রতিবেদন তৈরি হওয়া। দীর্ঘদিন ধরে মহাকাশ গবেষণায় ভারত পিছিয়ে নেই ঠিকই, কিন্তু মানবসম্পৃক্ত অভিযান, তাও আবার গভীর মহাকাশে, এটাই হবে প্রথম। এই অভিযান একদিকে যেমন বৈজ্ঞানিক উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করবে, অন্যদিকে জাতীয় ভাবনায়.এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করবে।এই যাত্রা কেবলমাত্র একজন মহাকাশচারীর নয়, এক লক্ষ কোটি স্বপ্নের বাস্তবায়ন। ভারতের প্রত্যন্ত গ্রামে বসে যে শিশু বইয়ের পাতায় টাইটানের নাম পড়েছে, বা টেলিস্কোপের ভিতর দিয়ে দূরের গ্রহ দেখতে চেয়েছে-তার জন্য এই ঘটনা এক রূপকথার মতো। ' মহাকাশে যেতে পারে না'-এই ভুল ধারণার বিরুদ্ধে এক জোরালো উত্তর।একটি দেশের অগ্রগতির প্রকৃত মাপকাঠি তার বিজ্ঞানের উকর্ষে নয়, বরং সেই উকর্ষে সাধারণ নাগরিকের কতটা অংশগ্রহণ আছে, তার মধ্যে। যখন একজন ভারতীয়.নারী, কঠোর প্রশিক্ষণ, কঠিন প্রতিযোগিতা এবং প্রচুর আত্মত্যাগের মধ্যে দিযে.এই দূরতম অভিযানে সামিল হন, তখন তা সমাজের প্রথাগত রূঢ়তাকেও চ্যালেঞ্জ করে।বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির দিক থেকে দেখতে গেলে, এই অভিযানের মধ্যে রয়েছে একাধিক ' টাইম'। এই যাত্রা আন্তর্জাতিক সহযোগিতার নিদর্শন যেমন হতে চলেছে, তেমনই ভারতীয় প্রতিভার বিশ্বমঞ্চে প্রতিস্থাপনের দৃষ্টান্তও। ভবিষ্যতে যদি মানবজাতি টাইটানে উপনিবেশ স্থাপনের কথা ভাবে, তবে সেই ইতিহাসে একজন ভারতীয় নারীর নাম থাকবে প্রথম সারিতেই।এই ধরনের অভিযান কেবল দেশবাসীর মধ্যে গর্ব জাগায় না, এটি স্কুলের বিজ্ঞান বইয়ের পাতাতেও এক নতুন অধ্যায় যোগ করে। ভারতীয়.মেয়েরা মহাকাশে যাচ্ছে, তারা শনি-পৃষ্ঠের বায়বীয় উপগ্রহে গবেষণার কাজ করছে-এটি যেন এক সামাজিক বিপ্লবের আভাস।এতদূর যাত্রার পেছনে থাকে এক নিঃশব্দ সংগ্রাম-অনুশীলন, ত্যাগ, একাকীত্ব, শারীরিক-মানসিক ধকল। কিন্তু সেখানেই তো সফলতার সৌন্দর্য। যখন এক তরুণী এই সমস্ত বাধা অতিক্রম করে টাইটানের উদ্দেশ্যে রওনা দেন, তখন গোটা সমাজ যেন নিজের অস্তিত্বকে নতুন করে বুঝে নিতে শেখে।সরকার ও মহাকাশ গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোর দৃষ্টিভঙ্গির প্রসঙ্গও এখানে গুরুত্বপূর্ণ। এমন ঐতিহাসিক উদ্যোগ শুধু প্রযুক্তি দিয়ে সম্ভব নয়, দরকার একটি সমন্বিত রাষ্ট্রীয় দৃষ্টিভঙ্গি। মেধা চেনার চোখ, প্রশিক্ষণ দেওয়ার উপযুক্ত পরিকাঠামো, এবং সর্বোপরি, সামাজিক সহযোগিতা। এই অভিযানের সাফল্য আমাদের দেখিযে.দেবে-যদি রাজনৈতিক সদিচ্ছা এবং বিজ্ঞানমনস্ক নীতি প্রযোগে কোনো খামতি না থাকে, তবে ভারত ভবিষ্যতে মহাকাশ অভিযানে এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি হযে.উঠতে পারে।এই যাত্রা ভবিষ্যতের জন্য এক পথপ্রদর্শক। আজ যিনি টাইটানের উদ্দেশ্যে রওনা হচ্ছেন, কাল তার পথ ধরে আরেকজন যাবে ইউরোপা বা এনসেলাডাস। মহাকাশে মানবসভ্যতার বিস্তারকে যদি আমরা বাস্তব রূপ দিতে চাই, তবে এমন দৃষ্টান্তমূলক ঘটনা বারংবার ঘটাতে হবে।সবশেষে, এই অভিযান কেবল একজন ভারতীয় মহাকাশচারীর মহাকাশযাত্রা নয়। এটি এক গর্বের মুহূর্ত, যা আমাদের সবাইকে একসাথে কাঁপিয়ে তোলে। এটি ভবিষ্যতের স্বপ্ন বোনা এক প্রেরণার নাম। ভারতের এই নতুন অধ্যায় শুধু প্রযুক্তির নয়, জাতীয় চেতনার বিস্তার।এই ভারতীয় মহাকাশচারীর টাইটান অভিযান যেন ভবিষ্যতের সমস্ত মেয়েকে বলে ওঠে-তোমরাও পারো।টাইটানের দিকে তাকানো মানে এখন থেকে কেবল দূর গ্রহের রহস্য কল্পনা নয়, বরং সেখানে ভারতীয় পদচিহ্ন কবে পড়বে সেই আশায় অপেক্ষা করা। আজ, সেই প্রতীক্ষার সূচনা ঘটল-এক সাহসী কন্যার যাত্রার মাধ্যমে।

ইজরায়েলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতাঃভারতের প্রতিরক্ষা লাভ না কি পশ্চিম এশিয়ায় কৌশলগত ক্ষতি?

ভারতের পররাষ্ট্র নীতিতে সাম্প্রতিক কালে একটি স্পষ্ট প্রবণতা দেখা যাচ্ছে-ইজরায়েলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি। একদিকে দুই দেশের মধ্যে প্রযুক্তিগত সহযোগিতা, প্রতিরক্ষা চুক্তি এবং গোয়েন্দা তথ্য ভাগাভাগি বা।ছে, অন্যদিকে এই ঘনিষ্ঠতা ভারতের ঐতিহাসিক বন্ধু এবং কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ পশ্চিম এশীয় দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্কের সূক্ষ্ম ভারসাম্য নষ্ট করার ঝুঁকিও তৈরি করছে।ভারত-ইজরায়েল সম্পর্ক কোনও নতুন ঘটনা নয়। ১৯৯২ সালে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের পর থেকেই ক্রমাগত ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে গত এক দশকে এই সম্পর্ক এক নতুন উচ্চতায.পৌঁছেছে। বিশেষ করে প্রতিরক্ষা ও সাইবার নিরাপত্তার ক্ষেত্রে ইজরায়েলের অভিজ্ঞতা এবং ভারতের চাহিদা-দুই মিলে গা।ে উঠেছে এক নিবি। অংশীদারিত্ব। ভারতের প্রতিরক্ষা আধুনিকীকরণে ইজরায়েলের ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে-ড্রোন প্রযুক্তি থেকে শুরু করে ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, সীমান্ত নজরদারি থেকে শুরু করে সন্ত্রাস দমন-সব ক্ষেত্রেই ইজরায়েল ভারতের নির্ভরযোগ্য সহযোগী।এই সহযোগিতা ভারতের সামরিক শক্তিকে যেমন শক্ত ভিত্তি দিচ্ছে, তেমনি গোযে.ঃদা তথ্যের আদানপ্রদান, সাইবার হামলার প্রতিরোধ এবং বিশেষ প্রযুক্তি হস্তান্তরের দিক থেকেও ইজরায়েলের সহায়তা অত্যন্ত কার্যকর। কিন্তু এই সহযোগিতার আ।।লে থেকে যাচ্ছে এক ব। রাজনৈতিক কূটনৈতিক জটিলতা-পশ্চিম এশিয়ার সঙ্গে ভারতের ঐতিহাসিক ও কৌশলগত সম্পর্ক।ভারত দীর্ঘদিন ধরে এক ভারসাম্যপূর্ণ পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করে এসেছে-যেখানে ইজরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক যতটা গভীর হয়েছে, ততটাই যত্ন সহকারে রক্ষা করা হযেছে ফিলিস্তিন, সৌদি আরব, ইরান, কুয়েত, সংযুক্ত আরব আমিরশাহি, কাতারের মতো মুসলিম-অধিক্য দেশগুলোর সঙ্গে সুসম্পর্ক। এই দেশগুলোর সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক শুধুমাত্র ধর্মীয় নয়, বরং বহুস্তরীয়-শ্রমশক্তি, শক্তি নিরাপত্তা (বিশেষ করে অপরিশোধিত তেল ও গ্যাস), বিনিয়োগ, প্রবাসী ভারতীযদের সুরক্ষা এবং বাণিজ্যিক অংশীদারিত্বের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।ফলে যখনই ভারত ইজরায়েলের সঙ্গে বিশেষভাবে সামরিক সহযোগিতার পথ বেছে নেয়, তখনই পশ্চিম এশিযার অনেক দেশ সেই ঘনিষ্ঠতাকে সন্দেদহের চোখে দেখে। বিশেষ করে যখন ইজরায়েল ফিলিস্তিন অঞ্চলে সামরিক অভিযান চালায, তখন ভারতের অবস্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ

ইংরেজি নববর্ষের আগেই রামপুরহাটে খুলতে চলেছে রক্ত করবী অডিটোরিয়াম

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ২৬ জুন ঃ রামপুরহাটবাসীদের জন্য সুখবর যে পুজোর আগেই খুলতে চলেছে

বীরভূম জেলার নাট্য ও সংস্কৃতি চর্চার অন্যতম প্রাণকেন্দ্র রক্তকরবী। বৃহস্পতিবার তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয়ের দ্বিতল সেমিনার গৃহে সাংবাদিক বৈঠক করে রামপুরহাট বিধায়ক তথা বিধানসভার ডেপুটি স্পিকার ডঃ আশিস বন্দ্যোপাধ্যায় কাজের দায়িত্বপ্রাপ্ত এজেন্সিকে পাশে নিয়ে জানালেন, ডিসেম্বরের মধ্যেই রক্তকরবীর আধুনিকীকরণ সম্পন্ন হবে এবং রামপুরহাটবাসীদের জন্য তা খুলে দেওয়া হবে। এই ব্যাপারে কোন টালবাহানা জিনিস শুনবেন না। জানা গেছে, বীরভূম লোকসভার সাংসদ শতাব্দী রায় প্রথমে ৬৬ লক্ষ টাকা দেন। এবং তারপর সংসদ উন্নয়ন তহবিল থেকে আরও ৯৫ লক্ষ ৯৩ হাজার টাকা দেন। এছাড়াও রাজ্যের পুরো মন্ত্রী জনাব ফিরহাদ হাকিম এই উন্নয়ন প্রকল্পে আরো এক কোটি টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। সেই টাকাও এই খাতে ব্যয় করা হবে। ইতিমধ্যে বিদ্যুতায়ন, অগ্নি নির্বাপনী ব্যবস্থা সম্পন্ন হয়েছে। সেন্ট্রাল এসির ব্যবস্থা হয়েছে। মঞ্চ সাউন্ড সিস্টেম বিদ্যুৎ এই সমস্ত কাজের আধুনিকীকরণে কোন খামতি থাকবে না। তবে সোলার সিস্টেমের কথা যেটা ভাবা হয়েছিল সেটা বাদ দেওয়া হয়েছে। পুশ ব্যাক সিট বাতিল হতে পারে। তবে আধুনিক মানের অডিটোরিয়াম পেতে চলেছে রামপুরহাটবাসী। এদিনের এই বৈঠকে বিধায়ক ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রামপুরহাট পৌরসভার চেয়ারম্যান সৌমেন ভকত এবং অন্যান্য কাউন্সিলররা। আসুন, এক ঝলকে দেখে নেওয়া যাক সর্বমোট সাড়ে ছয় কোটি মূল বাজেটে তৈরি বহু প্রতীক্ষিত রামপুরহাটের রক্তকরবীর জন্ম ও উত্থান বৃত্তান্তঃ ১) ১৯৯৫ সালের টাউন হল কর্তৃপক্ষ দান করে ১৫ কাঠা। সেই জায়গায় পুরমঞ্চ নির্মাণ কাজের শিলান্যাস করেন তৎকালীন গ্রন্থাগার মন্ত্রী তপন রায়। ২) ২০০৩-০৪ আর্থিক বর্ষে বীরভূম কেন্দ্রের প্রাক্তন সিপিএম সাংসদ রামচন্দ্র ডোমের সাংসদ তহবিলের টাকায় টাউন হল সংস্কারের কাজ শুরু হয়। ৩) ২০০৮ সাল পর্যন্ত কয়েক দফায় তদানীন্তন সাংসদ মোট ১ কোটি ৭০ লক্ষ ৭১ হাজার টাকা বরাদ্দ করেন। মাঝে সাংসদ তহবিল থেকে ৫ লক্ষ ২৯ হাজার টাকা দেন রাজ্যসভার প্রাক্তন ফরওয়ার্ড ব্লক সাংসদ দেবব্রত বিশ্বাসও। সংস্কারের দায়িত্ব পেয়েছিল পশ্চিমবঙ্গ শিল্প পরিকাঠামো উন্নয়ন নিগম (ডব্লিউবিআইআইডিসি)। ওই সরকারি সংস্থা কাজের বরাত দেয় একটি বেসরকারি ঠিকা সংস্থাকে। ৪) তৎকালীন লোকসভা ভোটের মুখে ২০০৯ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি সেই অসম্পূর্ণ রক্তকরবী মঞ্চের উদ্বোধন করেন চিত্র পরিচালক তরুণ মজুমদার। ৫২৬ আসন বিশিষ্ট মঞ্চ পর্যাপ্ত আলো, পাখা ও সাউন্ড সিস্টেম ছাড়াই পথ চলা শুরু করে। ৫) ২০১৬ সালে রাজ্যের আর্থিক অনুমোদন ছাড়াই মঞ্চ আধুনিক মানের গড়ে তোলার কাজ শুরু করে পুরসভা। ব্যয় ধার্য হয় প্রায় নয় কোটি টাকা। এমপি শতাব্দী রায় ৯৪ লক্ষ ও পুরদপ্তর থেকে প্রাথমিক ভাবে ১ কোটি ১২ লক্ষ টাকা দেয়। সেই টাকায় মঞ্চের উপরের টিন বদলে অ্যাসবেস্টস বসানো, অডিটোরিয়ামের চার দেওয়াল ছাড়াও সিলিংয়ে উন্নত মানের ম্যাগনেসিয়াম বোর্ড, ব্যালকনি, সেন্ট্রাল এসি ও বাইরের লুক পরিবর্তন করা হয়। ৬) এরপরই আর্থিক জোগানের অভাবে বন্ধ হয়ে যায় সংস্কারের কাজ। টাকার অভাবে সেন্সর অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থা, দর্শকদের বসার জন্য পুস ব্যাক সিট, স্টেজ, লাইট এবং ডিজিটাল সাউন্ড সিস্টেম সহ কিছু কাজ বাকি রয়েছে। অর্ধসমাপ্ত অবস্থায় প্রায় সাত বছর ধরে পড়ে থাকে রক্তকরবী।

সব রাজনীতির রং এক হয়ে তিন বিঘা আন্দোলনের শহীদদের শ্রদ্ধার্ঘ্য

শিল্পী দত্ত, কোচবিহার, ২৬ জুন ঃ আসুক গুলি লাঠির ঘা, তবু দেব না তিনবিঘা এই স্লোগানেই সংগঠিত হয়েছিল তিনবিঘা আন্দোলন। দেখতে দেখতে ৩৫ বছর পেরিয়ে

গেছে। সেই তিনবিঘা আন্দোলনে শহীদদের ভুলতে পারেনি কেউ। উল্লেখ ১৯৯২ সালের ২৬ জুন তিনবিঘা করিডর নিয়ে ভারত-বাংলাদেশের চুক্তি কার্যকর করার দিন তিনবিঘা এলাকায় আন্দোলন করতে গিয়ে পুলিশের গুলিতে শহীদ হন ক্ষিতেন অধিকারী এবং জিতেন রায়। এই চুক্তির প্রতিবাদে সরব হয়েছিল মেখলিগঞ্জ থেকে সারা কোচবিহার জেলা। বৃহস্পতিবার ২৬ জুন তিনবিঘা আন্দোলের শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করলেন সব রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বরা। রাজনীতির রঙের উর্ধ্বে উঠে শহীদদের শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করলেন তারা। সাধারণত বর্তমান পরিস্থিতিতে কোচবিহারে দেখা যায় না। প্রতিবছর ২৬ জুন পালন করা হয় তিনবিঘা শহিদ দিবস হিসাবে। তৃণমূলের মেখলিগঞ্জের বিধায়ক পরেশ চন্দ্র অধিকারী সকাল সকাল তিনবিঘায় পৌঁছান। অপরদিকে বিজেপির জলপাইগুড়ির জেলাসভাতি শ্যমল রায় সহ দলের সাধারণ সম্পাদক দধিরাম সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা শহীদ বেদীতে মাল্যদান করেন। শুধু তাই নয় দেশের ভূখণ্ডের হস্তান্তরের প্রতিবাদে শহীদ পরিবারের সদস্যরাও আজ মাল্যদান করেন। ১৯৭৪ সালের মে মাসে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি ও বাংলাদেশ তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মুজিবর রহমানের মধ্যে ছিটমহল বিনিময় চুক্তি হয়েছিল। তাকে মান্যতা দিয়েই ১৯৯২ সালের ২৬ জুন তিনবিঘা করিডর বাংলাদেশকে হস্তান্তর করতে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী পি ভি নরসিমা রাও ও বাংলাদেশের তকালীন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার চুক্তি স্বাক্ষর হয়। ভারতে মূল ভূখণ্ডে থাকা বাংলাদেশের দুটি গ্রাম দহগ্রাম ও অঙ্গারপোতায় যোগাযোগ করার জন্য তিনবিঘা করিডর বাংলাদেশকে হস্তান্তর করার জন্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এরপর ১৯৮১ সালে শুরু হয় জমি জরিপের কাজ। সেই সময় শুরু হয় তিনবিঘা করিডর হস্তান্তর বিরোধী আন্দোলন শুরু হয়। বাংলাদেশকে তিনবিঘা করিডর হস্তান্তরের প্রতিবাদ আন্দোলনে প্রথম শহীদ হন কুচলিবারির বাসিন্দা সুধীর রায়। এরপর ১৯৯২ সালের ২৬ জুন চুক্তি কার্যকর করার দিন তিনবিঘা এলাকায় আন্দোলনে পুলিশের গুলিতে শহীদ হন ক্ষিতেন অধিকারী এবং জিতেন রায়। এরপর থেকে এই দিনটিকে তিনবিঘা শহীদ দিবিস হিসাবে পালন করা হয়। বর্তমান পরিস্থিতিতে ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত নিয়ে যে চরম অশান্তির পরিবেশ তৈরি হয়েছে তার মাঝে তিন বিঘা দিবসে শহীদদের শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন এবং পরিবারের সাথে মতবিনিময় অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মত রাজনৈতিক মহলের।

পূর্ব রেলওয়ে

ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি নংঃ সিওএম/পিইউবি/এইচডব্লুএইচ/২৫/২০ তারিখঃ ২৫.০৬.২০২৫

সিনিয়ার ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ৫ম তল, যাত্রী নিবাস, হাওড়া স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ বাণিজ্যিক প্রচার স্বত্বের চুক্তি প্রদানের জন্য ই-অকশন আহ্বান করছেন। **ক্যাটালগ নং ঃ পিইউবি-এইচডব্লুএইচ-২৫-২০। অকশন শুরুর তারিখ ও সময়ঃ** ০৯.০৭.২০২৫ তারিখ বেলা ১২টা। **ক্র.নং.; এসইকিউ নং; লট নং** এবং **বিবরণ** নিম্নরূপঃ ১; এএ/১; **এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-এলএলএইচ-ওএসডি-১১৯-২৪-১** (বিজ্ঞাপন– স্টেশন চত্বরে–ডিজিটাল) এবং তিন (৩) বছর সময়কালের জন্য কমার্শিয়াল বিজ্ঞাপন-এর সুযোগ সহ হাওড়া ডিভিসনের ক্লাস্টার-১-এর অধীনের স্টেশনসমূহে (লিলুয়া, বেলুড়, বালি, ডানকুনি, কোন্নগর, রিষড়া ও শ্রীরামপুর) ডায়নামিক বিএইচআইএম ইউপিআই কিউআর কোড-এর সংস্থান সহ প্যাসেঞ্জার রিজার্ভেশন সিস্টেম (পিআরএস) কাউন্টার ও অসংরক্ষিত টিকেটিং সিস্টেম (ইউটিএস) কাউন্টারে ডুয়াল ডিসপ্লে ফেয়ার রিপিটার সিস্টেম (ডিডিএফআরএস)-এর সরবরাহ, স্থাপন, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য চুক্তি সম্পাদন। ২; এএ/২; **এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-এসএইচই-ওএসডি-১২০-২৪-১** (বিজ্ঞাপন– স্টেশন চত্বরে–ডিজিটাল) এবং তিন (৩) বছর সময়কালের জন্য কমার্শিয়াল বিজ্ঞাপন-এর সুযোগ সহ হাওড়া ডিভিসনের ক্লাস্টার-২-এর অধীনের স্টেশনসমূহে (শেওড়াফুলি, বৈদ্যবাটি, ভদ্রশ্বের, মানকুন্ডু, চন্দননগর, চুঁচুড়া ও তারকেশ্বর) ডায়নামিক বিএইচআইএম ইউপিআর কিউআর কোড-এর সংস্থান সহ প্যাসেঞ্জার রিজার্ভেশন সিস্টেশ (পিরএস) কাউন্টার ও অসংরক্ষিত টিকেটিং সিস্টেম (ইউটিএস) কাউন্টারে ডুয়াল ডিসপ্লে ফেয়ার রিপিটার সিস্টেম (ডিডিএফআরএস)-এর সরবরাহ, স্থাপন, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য চুক্তি সম্পাদন। ৩; এএ/৩; **এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-বিডিসি-ওএসডি-১২১-২৪-১** (বিজ্ঞাপন– স্টেশন চত্বরে-ডিজিটাল) এবং তিন (৩) বছর সময়কালের জন্য কমার্শিয়াল বিজ্ঞাপন-ওর সুযোগ সহ হাওড়া ডিভিসনের ক্লাস্টার-৩ এর অধীনের স্টেশনসমহে (ব্যান্ডেল, নবদ্বীপ ও কাটোয়া) ডায়নামিক বিএইচআইএম ইউপিআই কিউআর কোড-এর সংস্থান সহ প্যাসেঞ্জার রিজার্ভেশন সিস্টেম (পিরএস) কাউন্টার ও অসংরক্ষিত টিকেটিং সিস্টেম (ইউটিএস) কাউন্টারে ডুয়াল ডিসপ্লে ফেয়ার রিপিটার সিস্টেম (ডিডিএফআরএস)-এর সরবরাহ, স্থাপন, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য চুক্তি সম্পাদন। ৪; এএ/৪; **এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-পিডিএ-ওএসডি-১২২-২৪-১** (বিজ্ঞাপন– স্টেশন চত্বরে ডিজিটাল) এবং তিন (৩) বছর সময়কালের জন্য কমার্শিয়াল বিজ্ঞাপন-এর সুযোগ সহ হাওড়া ডিভিসনের ক্লাস্টার-৪-এর অধীনের স্টেশসসমুহে (পান্ডুয়া, মেমারি, বর্দ্ধমান, বোলপুর শান্তিনিকেতন ও রামপুরহাট) ডায়নামিক বিএইআইএমইউপিআই কিউআর কোড-এর সংস্থান সহ প্যাসেঞ্জার রিজার্ভেশন সিস্টেম (পিরএস) কাউন্টার ও অসংরক্ষিত টিকেটিং সিস্টেম (ইউটিএস) কাউন্টারে ডুয়াল ডিসপ্লে ফেয়ার রিপিটার সিস্টেম (ডিডিএফআরএস)-এর সরবরাহ, স্থাপন, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য চুক্তি সম্পাদন। ৫; এবি/১; **এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-বিপিএই-ওএসডি-২৬-২৫-১** (বিজ্ঞাপন– স্টেশন চত্বরে নন-ডিজিটাল) এবং হাওড়া ডিভিসনের বেগমপুর স্টেশনের স্টেশন চত্বরে তিন (৩) বছরের জন্য বাণিজ্যিক প্রচার। (HWH-161/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway easternrailwayheadquarter

BIDHANNAGAR MUNICIPAL CORPORATION
POURA BHABAN, BIDHANNAGAR

(i) NIT No. 283/PWD/ROAD/BMC, Dated : 26/06/2025
(ii) NIT No. 487/PHE(C)/BMC, Dated : 25/06/2025
(iii) NIT No. 488/PHE(C)/BMC, Dated : 25/06/2025

e-Tender has been invited for (i) Repairing and upgradation of pavement and bituminous road by Mastic asphalt at different location within Ward No. 31 (ii) different type of water related job at different location under BMC.

For details, please follow **Tender ID (i) 2025_MAD_871150_1 and 2 (ii) 2025_MAD_870894_1 to 3 (iii) 2025_MAD_871025_1** in **www.wbtenders.gov.in**, Office Notice Board. **Last Date of Bid Submission : (i) and (iii) 12/07/2025 upto 3.00 p.m. and (iii) 05/07/2025 upto 3.00 p.m.**

Sd/-
Executive Engineer,
Bidhannagar Municipal Corporation

OFFICE OF THE PRODHAN
MASHAT GRAM PANCHAYAT
(UNDER CHANDITALA-1 BLOCK & PANCHAYAT SAMITI)
Vill+PO:-Mashat, Dist: Hooghly, Pin-712701
E-mail ID: mashatgp@gmail.com
Memo No:- (i) 425/MGP/2025, Dated:-26/06/2025

E-QUOTATIONS/E-TENDERS NOTICE

Notice is hereby invited by the Prodhan, Mashat Gram Panchayat for 1(One) work. Document download & sale starting(Online) **26.06.2025 at 18.00 Hrs.** Last date of submission of Bid proposal(online) **09.07.2025 at 11.00 AM**. Bid opening date(Technical): **11.07.2025 at 11.00 AM.** For details please visit website **https://wbtenders.gov.in** or office of the undersigned.

Sd/- Prodhan
Mashat Gram Panchayat

স্পেশালাইজড সিগন্যালিং কাজ এবং ইয়ার্ডে উন্নয়ন

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. এসঅ্যান্ডটি/এপিডিজে/১৭ ও ১৮, তারিখঃ ২৪-০৬-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ **ক্র.নং. ১। ই-টেন্ডার নং.ঃ এপি-এসটি-১৭-২০২৫-২৬; কাজের নাম ঃ** আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের এসএসই/এসআইজি/আইসি/নিউ কোচবিহার সেকশনের অধীনে নির্ভরযোগ্যতা উন্নয়নের জন্য স্পেশালাইজড সিগন্যালিং কাজ। **বিজ্ঞাপিত টেন্ডার মূল্যঃ** ৯১,০৮,৭৬২/- টাকা; **বিড সিকিউরিটিঃ** ১,৮২,২০০/-টাকা। **ক্র.নং. ২। ই-টেন্ডার নং.ঃ এপি-এসটি-১৮-২০২৫-২৬; কাজের নাম ঃ** ইয়ার্ডে উন্নয়ন-রাণীনগর জলপাইগুড়ি-নিউ কোচবিহার-মোট ১২ ইয়ার্ড (এসএন্ডটি সংশ্লিষ্ট কাজ)। **বিজ্ঞাপিত টেন্ডার মূল্যঃ** ১,২০,৯৬,৩৫৮/- টাকা; **বিড সিকিউরিটিঃ** ২,১০,৫০০/- টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধ হবে** ২১-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং **খুলবে** ২১-০৭-২০২৫ তারিখে বন্ধের পরে। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (এসঅ্যান্ডটি), আলিপুরদুয়ার জং.

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

OFFICE OF THE ILOO-JARGO GRAM PANCHAYAT
VILL + P.O:-JARGO, DIST: PURULIA (W.B.) PIN: 723212
NITe No. (1) NITe-01/IJGP/2025-26(1st Call), (2) NITe-05/IJGP/2024-25(2nd Call) , dated 25/06/2025

The Pradhan ILOO-JARGO Gram Panchayat under Jhalda-1 Development Block, Purulia invites percentage rate e-tender for the 2 (Two) Nos. works. Last date of submission of Bid: **04/07/2025 up to 10:30 AM.** Technical Bid opening date **07/07/2025 at 11:00 AM**. For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Iloo-Jargo Gram Panchayat

মাদকবিরোধী দিবসে সচেতনতা র‍্যালিতে পা মেলাল ছাত্রছাত্রীরা

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ২৬ জুন ঃ বিশ্ব মাদকবিরোধী দিবস উপলক্ষ্যে পূর্ব বর্ধমান জেলার মেমারিতে অনুষ্ঠিত হলো এক সচেতনতামূলক র‍্যালি। পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের নির্দেশে এবং জেলা পুলিশের তত্ত্বাবধানে বৃহস্পতিবার এই কর্মসূচির আয়োজন করে মেমারি থানা। র‍্যালিটি বের হয় মেমারি শহর এবং পাহারহাটি গোলাপমনি উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের অংশগ্রহণে। পাহারহাটি এলাকাজুড়ে পদযাত্রার মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীরা সমাজে মাদকের অপব্যবহার এবং তার ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে সচেতনতা ছড়িয়ে দেয়। এই দিবসের মূল বার্তা ছিল- মাদক নয়, বেছে নিন সুস্থ জীবন। ভবিষ্যত প্রজন্মের মধ্যে মাদকবিরোধী মনোভাব গড়ে তোলা এবং সমাজকে সচেতন করা ছিল কর্মসূচির মূল লক্ষ্য। র‍্যালিতে উপস্থিত ছিলেন মেমারি থানার ওসি প্রীতম বিশ্বাস, আবগারী দপ্তরের আধিকারিক মোজাম্মেল হক সহ অন্যান্য প্রশাসনিক কর্তারা। আয়োজকরা জানান, সমাজে মাদকমুক্ত ও সুস্থ জীবনযাত্রা গড়ে তুলতেই এই ধরনের আরও সচেতনতামূলক কর্মসূচি ভবিষ্যতে নেওয়া হবে।

শিশুকন্যাকে খুন করে আত্মহত্যার চেষ্টা মায়ের! চাঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ২৬ জুন ঃ দুই বছরের শিশুকন্যাকে শ্বাসরোধ করে খুনের পর আত্মহত্যার চেষ্টা মায়ের। বড় ছেলের চিৎকারে ছুটে এসে তাঁকে বাঁচান প্রতিবেশীরা। বৃহস্পতিবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে কোচবিহারের দিনহাটায়। ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, দিনহাটার চৌধুরীহাটের জায়গির বালাবাড়ি এলাকার বাসিন্দা মমিনা বিবি। স্বামী রাজ মিস্ত্রীর কাজ করেন। তাঁদের দুই সন্তান রয়েছে। বৃহস্পতিবার পরিবারে ঝামেলা বাঁধে। অভিযোগ, তারপরই দুই বছরের কন্যাসন্তানকে খুন করে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন মহিলা। গলায় ফাঁস লাগানোর সময় দেখে ফেলে তাঁর নাবালক ছেলে। তার চিৎকারেই ছুটে আসেন পাড়া প্রতিবেশীরা। মমিনাকে কোনও মতে উদ্ধার করা হয়। তারপরই দেখা যায় পাশের ঘরে মেঝেয় পড়ে রয়েছে শিশুকন্যার দেহ। খবর যায় সাহেবগঞ্জ থানায়। পুলিশ অভিযুক্ত মাকে থানায় নিয়ে গেছে। কেন শিশুকন্যাকে খুন করলেন মমিনা? স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার দম্পতির কোনও কারণে ঝগড়া বাঁধে। তারপর মমিনার স্বামী কাজে বেরিয়ে যাওয়ার পরই এই কাণ্ড ঘটান তিনি। যুবতীর কোনও মানসিক সমস্যা রয়েছে কি না, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। তবে স্থানীয়রা জানাচ্ছেন তেমন কিছু কোনও দিন লক্ষ্য করেননি তাঁরা। স্থানীয় বাসিন্দা বলেন, যুবতীর কোনও মানসিক সমস্যা রয়েছে বলে জানি না। কয়েকদিন আগেই বাইরে থেকে কাজ করে আসেন তিনি। কিছু অসুবিধা খেয়াল করিনি। আজ স্বামীর সঙ্গে ঝামেলা হয়েছিল শুনেছিলাম। শিশুকন্যার দেহ হাসপাতালে পাঠিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

প্রসব-যন্ত্রণার পরেও ফিরিয়ে দিল হাসপাতাল! সদ্যোজাতের মৃত্যু বাড়িতেই, অভিযোগ

দুরন্ত বার্তা, দক্ষিণ দিনাজপুর, ২৬ জুন ঃ প্রসব যন্ত্রণা নিয়ে ভর্তির পরেও মহিলাকে ফেরাল হাসপাতাল। এরপরে বাড়িতেই সন্তান প্রসব। হাসপাতালে নিয়ে আসার পথেই মৃত্যু হল নবজাতকের। মর্মান্তিক এই ঘটনাকে ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে বালুরঘাট সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে। ফের একবার প্রশ্নের মুখে চিকিৎসা পরিকাঠামো। ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন প্রসূতির পরিবার। সূত্রের খবর, তপন ব্লকের কাশমুলাই গ্রামের বাসিন্দা পেশায় কৃষক মানব বর্মণের স্ত্রী রত্না বর্মণ প্রসব যন্ত্রণা নিয়ে বালুরঘাট সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে ভর্তি হন। অভিযোগ, চিকিৎসক রোগীর আত্মীয়দের জানান, এটা প্রসূতির ফলস পেইন। সন্তান প্রসব হতে এখনও দেরি আছে। এরপরেই প্রসূতি রত্না দেবীকে ছুটি দিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দেন চিকিৎসক এবং দশ দিন পর আসার পরামর্শ দেন। তবে এর মাঝেই ঘটে যায় বড়সড় বিপত্তি। পরদিন সকালে বাড়িতেই প্রসব করেন ওই মহিলা। প্রথমে নবজাতককে স্বাভাবিক বলে মনে হলেও, পরে শিশুটির শারীরিক অবনতি হতে দেখা যায়। এরপর তড়িঘড়ি পরিবারের লোকজন মা ও সদ্যোজাত শিশুকে নিয়ে দ্রুত বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে পৌঁছালে সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা শিশুটিকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। বর্তমানে মৃত শিশুটির মা রত্না বর্মণ সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালেই চিকিৎসাধীন। এবিষয়ে মৃত শিশুর বাবা মানব বর্মণ জানান, হাসপাতাল যদি ফিরিয়ে না দিত তাহলে এমন ঘটনা ঘটত না। তাঁর সদ্যোজাত সন্তানের মৃত্যুর জন্য দায়ী চিকিৎসক। তাঁর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করেছেন তিনি। এই বিষয়ে জেলা মুখ্যস্বাস্থ্য অধিকারিক সুদীপ্ত দাস জানান, বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হবে। দোষী প্রমাণিত হলে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ফের একবার প্রশ্নের মুখে সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালের চিকিৎসা পরিকাঠামো।

পূর্ব রেলওয়ের হাওড়া বিভাগ টিকিটবিহীন ভ্রমণ রোধ এবং রেলওয়ে টিকিটিং নিয়ম কঠোরভাবে মেনে চলার লক্ষ্যে হাওড়া স্টেশনে একটি বিশেষ ম্যাজিস্ট্রেট টিকিট চেকিং অভিযান পরিচালনা করে। রেলওয়ে ম্যাজিস্ট্রেটের তত্ত্বাবধানে, সিটিআই / জেনারেল, সিটিআই/ ইনডোর এবং সিটিআই/ আউটডোর সহ সিনিয়র টিকিট ইন্সপেক্টরদের সমন্বিত প্রচেষ্টায় এই অভিযান পরিচালিত হয়। রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনীর (আরপিএফ) ১৭ জন কর্মীর সহায়তায় সিটিআইজি থেকে ১৬ জন ট্র্যাভেলিং টিকিট পরীক্ষক (টিটিই) এবং সিটিআই/ আইডি থেকে ১০ জন টিকিট পরীক্ষক (টিই) এর একটি শক্তিশালী দল অভিযান চলাকালীন নিবিড় তল্লাশি চালায়।

এগরার কলেজে অগ্নিকাণ্ড

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব মেদিনীপুর, ২৬ জুন ঃ এগরা সারদা শশিভূষণ কলেজে বৃহস্পতিবার সকালে ভয়াবহ আগুন লাগে। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দমকলের দু'টি ইঞ্জিন। কেমিস্ট্রি ল্যাবে হঠাৎই অগ্নিকাণ্ড! সেখান থেকে কলেজের সায়েন্স বিল্ডিংয়ে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায় গোটা সায়েন্স বিল্ডিং। এদিন সকাল প্রায় সাতটা নাগাদ কলেজের সায়েন্স বিল্ডিং-এ আচমকা আগুন লেগে যায়। প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, এই আগুনের সূত্রপাত হয়েছে কেমিস্ট্রি ল্যাবরেটরি থেকে। খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দমকল বিভাগের দু'টি ইঞ্জিন। দীর্ঘক্ষণের চেষ্টা আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। তবে কলেজ খোলার আগে এই ঘটনা ঘটায় কোনও হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ১ কোটি টাকা। ল্যাবরেটরির বহু মূল্যবান যন্ত্রপাতি ও কিছু গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। আগুনের তীব্রতা এতটাই বেশি ছিল যে গোটা সায়েন্স বিল্ডিং কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায়। পরিস্থিতি সামাল দিতে কলেজ কর্তৃপক্ষ, স্থানীয় প্রশাসন ও দমকল বিভাগের তরফে একযোগে চেষ্টা চালায়। আগুন লাগার প্রকৃত কারণ জানতে ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে দমকল ও পুলিশ বিভাগ। আপৎকালীন নিরাপত্তার কারণে সায়েন্স বিল্ডিংটি আপাতত বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কলেজ কর্তৃপক্ষ।

Office of the Onda-II Gram Panchayat
Patrahati, Makarkole, Onda, Bankura
Notice inviting e-Tender No- 1) NIeT-06/2025-26(2025_ZPHD_870952_1)

Pradhan, Onda-II invites percentage rate e-Tender for 2 no works. Last date of documents download & bid submission is **07 th July 2025 at 18:30 p.m.** For details please visit website: **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Onda-II Gram Panchayat

BERUGRAM GRAM PANCHAYAT
SADIPUR JAMALPUR PURBA BARDHAMAN
TENDER NOTICE
Email : gp.berugram.jam@gmail.com
Notice Inviting e-Tender No: (1) BERUGRAM/e-Tender/25-26/29, (2) BERUGRAM/e-Tender/25-26/30, (3) BERUGRAM/e-Tender/25-26/31, Dated- 26-06-2026.

The Prodhan, BERUGRAM GRAM PANCHAYAT invites e-tender for the work of Construction of Gram Panchayat Office Building and PCC Road. Source Of Fund: XVFC (Tied & Untied). For more details please visit Berugram Gram Panchayat Or https://wbtenders.gov.in/nicgep/app

Sd/-Prodhan
Berugram Gram Panchayat

e-Tender

The Block Development Officer, Pingla Development Block invites Tender for 1 No. Scheme.

NOTICE INVITING E-TENDER NO.

NIT No.	No. of Scheme Tender	Last Date of Application
BDO/Pingla/e-NIT/TD/007/2025-26	1	9th July, 2025 (upto 14:00 Hours).

Details of the Tender notice is available in in website wbtenders.gov.in

Sd/-
Block Development Officer
Pingla Development Block

बैंक ऑफ़ इंडिया Bank of India BOI Relationship Beyond Banking

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
সন্তোষপুর শাখা
১৫৯এ, সার্ভে পার্ক, সন্তোষপুর
কলকাতা- ৭০০০৭৫, ফোন নং.০৩৩-২৪১৬৫০১১

Ref. No.: STP/SARF_13(2)/2025-26101 Dated: 10-06-2025

থেকেঃ
ব্যাংক অফ ইন্ডিয়াঃ
সন্তোষপুর শাখা
১৫৯এ সার্ভে পার্ক, সন্তোষপুর, কলকাতা ৭০০০৭৫

প্রতিঃ

১) মিসেস শকুন্তলা নস্কর, ওয়াই /ও- মিঃ বিশ্বনাথ বণিক
গ্রাম ও পোষ্ট- জামতলা, থানা- কুলতলি, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন- ৭৪৩৩৩৮। (মোঃ- ৯৭৩৩৯৮০৪৮৩)
তেঁতুলবেড়িয়া, পোঃ- গড়িয়া, থানা- সোনারপুর, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন-৭০০০৮৪
নবগ্রাম (হোল্ডিং নং.৪১০), থানা-নরেন্দ্রপুর, রাজপুর-সোনারপুর মিউনিসিপ্যালটি, ওয়ার্ড নং.৫, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন- ৭০০১৫২

২) মিঃ বিশ্বনাথ বণিক, এস /ও- প্রয়াত ভীম চন্দ্র বণিক
গ্রাম ও পোষ্ট- জামতলা, থানা- কুলতলি, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন- ৭৪৩৩৩৮।
তেঁতুলবেড়িয়া, পোঃ- গড়িয়া, থানা- সোনারপুর, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন-৭০০০৮৪
নবগ্রাম (হোল্ডিং নং.৪১০), থানা-নরেন্দ্রপুর, রাজপুর-সোনারপুর মিউনিসিপ্যালটি, ওয়ার্ড নং.৫, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন- ৭০০১৫২

মহাশয়া / মহাশয়,

আর্থিক সম্পদের সিকিউরিটিজেশন এবং পুনর্গঠন এবং সিকিউরিটি সুদের প্রয়োগ আইন, ২০০২ এর ধারা ১৩(২) এর অধীনে নোটিশ

আপনার অনুরোধে, ব্যাংকের **সন্তোষপুর শাখা** আপনাকে মোট **৩২,৫০,০০০ /- টাকা (বত্রিশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র)** ঋণ সুবিধা প্রদান করেছে। এই নোটিশের তারিখে আমাদের দ্বারা প্রদত্ত ঋণ সুবিধা এবং বকেয়া পাওনার বিবরণ আমরা এখানে দিচ্ছি-

সুবিধার প্রকৃতি	অনুমোদিত সীমা	সুবিধার প্রকৃতি
মেয়াদী ঋণ (স্টার হোম লোন)	টাকা ৩২,৫০,০০০ /-	৩০,৩৪,০২০.৬৫ টাকা (৩০.০৪.২০২৫ পর্যন্ত চুক্তিভিত্তিক বকেয়া এবং ৩০.০৪.২০২৫ থেকে ৮.৬০ শতাংশ বার্ষিক সুদ, মাসিক বাকিসহ ২.০০ শতাংশ বার্ষিক সুদ এবং তার বেশি এবং সমস্ত খরচ, চার্জ এবং ব্যয়

২. ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত উপরোক্ত ঋণ সুবিধা নিম্নলিখিত সম্পদ/ সিকিউরিটিজ (ব্যাংক কর্তৃক চার্জকৃত সম্পত্তি / সম্পত্তির কিছু অংশ) দ্বারা সুরক্ষিত-

নিরাপত্তার প্রকৃতি
প্রায় ২ কোটা ৭টি চিটক বিশিষ্ট বাস্তু জমির সমগ্র জমির EQM, যার প্রতিটি তলায় ৮১১ বর্গফুট আচ্ছাদিত এলাকা সহ দোতলা আবাসিক ভবন, মোট ১৬২২ বর্গফুট (কমবেশি) জমির উপর অবস্থিত এবং মৌজা-কন্দর্পপুর বোয়ালিয়া, জেএল নং-৪৯, রে. সু. নং-১২৯, তৌজি নং-২৬১, সিএস খতিয়ান নং-২৩৯, আরএস খতিয়ান নং-৫৮৩, এলআর খতিয়ান নং-১৪৯৯, আরএস দাগ নং-১৬৩৫, এলআর দাগ নং-১৬৮০, থানা-নরেন্দ্রপুর (পূর্বে থানা-সোনারপুর), হোল্ডিং নং ৬১৩ (পুরাতন) বর্তমানে ৪১০, নবগ্রাম, কলকাতা-৭০০১৫২, রাজপুর সোনারপুর পৌরসভার ওয়ার্ড নং-২১ (পুরাতন) বর্তমানে ৫, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনার আওতাধীন। শ্রীমতি শকুন্তলা নস্কর (ঋণগ্রহীতা) এবং শ্রী বিশ্বনাথ বণিক (সহ-ঋণগ্রহীতা) এর নামে। **এই জমির সম্পত্তিটি নিম্নলিখিত দ্বারা বেষ্টিত এবং সীমানাযুক্ত**- উত্তরেঃ আর.এস. দাগ নং ১৬৩২ (কৌশিক নাথের বাড়ি), দক্ষিণেঃ নবগ্রাম রোড (৮ ফুট প্রশস্ত রাস্তা), পূর্বেঃ আর.এস. দাগ নং ১৬৩৫ (ডঃ সুদীপ্ত রাহার খালি জমি), পশ্চিমেঃ আর.এস. দাগ নং ১৬৩৫ (৮ ফুট প্রশস্ত পথ) এর অংশ।

৩. যেহেতু আপনি উক্ত ঋণ সুবিধার অধীনে ব্যাংকের কাছে আপনার পাওনা পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছেন, তাই আমরা ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংকের জারি করা নির্দেশিকা / নির্দেশিকা অনুসারে ৩০.০৪.২০২৫ তারিখ থেকে আপনার অ্যাকাউন্টকে অ-কার্যকর সম্পদ হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করেছি।
৪. উপরে উল্লিখিত কারণগুলির জন্য, আমরা আপনাকে উপরে উল্লিখিত আইনের ধারা ১৩ (২) এর অধীনে নোটিশ দিচ্ছি এবং আপনাকে ৮.৬০ বার্ষিক হারে আরও সুদ সহ ৩০,৩৪,০২০.৬৫ টাকা (৩০.০৪.২০২৫ পর্যন্ত চুক্তিভিত্তিক পাওনা) ব্যাংকে পরিশোধ করে আপনার দায় সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। ৩০.০৪.২০২৫ তারিখ থেকে মাসিক চার্জ এবং তার বেশি এবং ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত সমস্ত খরচ, চার্জ এবং ব্যয়ের সাথে মিশে, এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আপনার দ্বারা পরিশোধ না করা পর্যন্ত, অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে, উপরে উল্লিখিত সুরক্ষিত সম্পদের বিরুদ্ধে, আর্থিক সম্পদের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর ধারা ১৩ এর অধীনে ব্যাংকের উপর অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য আমরা সম্পূর্ণরূপে আপনার ঝুঁকি নেব।
৫. আমরা আপনাকে প্রযোজ্য সুদের সাথে ব্যাংকের কাছে সম্পূর্ণ পাওনা পরিশোধ করে আপনার দায়বদ্ধতা পালন করার আহ্বান জানাচ্ছি, তবে উপরে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে পরিশোধ এবং সুরক্ষিত সম্পদ খালাস না করা পর্যন্ত ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত সমস্ত খরচ, চার্জ এবং ব্যয়, অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে SARFAESI আইনের ধারা ১৩(৮) অনুসারে, সুরক্ষিত সম্পদ খালাসের অধিকার কেবলমাত্র পাবলিক নিলামের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ পর্যন্ত অথবা লিজ, অ্যাসাইনমেন্ট বা বিক্রয়ের মাধ্যমে হস্তান্তরের জন্য পাবলিক বা প্রাইভেট চুক্তি থেকে কোটেশন বা টেন্ডার আহ্বান করার তারিখ পর্যন্ত আপনার কাছে উপলব্ধ থাকবে।
৬. উপরে উল্লিখিত ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে আদায়কৃত অর্থ, প্রথমত, আমাদের দ্বারা করা সমস্ত খরচ, চার্জ এবং ব্যয় এবং / অথবা আনুষঙ্গিক যেকোন খরচ পরিশোধের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে, এবং দ্বিতীয়ত, এই নোটিশের তারিখ থেকে প্রকৃত আদায়ের তারিখ পর্যন্ত চুক্তিভিত্তিক সুদ সহ উপরে উল্লিখিত ব্যাংকের পাওনা পরিশোধের ক্ষেত্রে এবং ব্যাংকের সম্পূর্ণ পাওনা (ঋণগ্রহীতা বা গ্যারান্টার হিসেবে ব্যাংকের কাছে আপনার অন্যান্য পাওনা সহ) সম্পূর্ণরূপে আদায়ের পরে অবশিষ্ট অর্থ, যদি থাকে, আপনাকে পরিশোধ করা হবে।
৭. সুরক্ষিত সম্পদের বিরুদ্ধে উল্লিখিত ক্ষমতা প্রয়োগের সময় আদায়কৃত আয়ের সাথে যদি উল্লিখিত পাওনা সম্পূর্ণরূপে আদায় না হয়, তাহলে আমরা আপনার এবং আপনার অন্যান্য সম্পদের বিরুদ্ধে ঋণ পুনরুদ্ধার ট্রাইব্যুনাল / আদালতের সামনে আইনিপুনরুদ্ধার মামলা দায়ের করার অধিকার সংরক্ষণ করি, যার মধ্যে রয়েছে আপনার কাছ থেকে বকেয়া পরিমাণ এবং আনুষঙ্গিক সমস্ত খরচ ইত্যাদি পুনরুদ্ধারের জন্য।
৮. অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে, উপরোক্ত আইনের উপ-ধারা (১৩) অনুসারে, এই নোটিশ প্রাপ্তির পর, আপনাকে বিক্রয়, লিজ, লাইসেন্স, উপহার, বন্ধক বা অন্য কোনও উপায়ে উপরোক্ত সুরক্ষিত সম্পদ হস্তান্তর বা তার উপর কোনও দায়বদ্ধতা তৈরি করতে নিষেধ করা হয়েছে।
৯. নিম্নস্বাক্ষরকারী এই নোটিশ জারি করার জন্য এবং উপরোক্ত ধারা ১৩ এর অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগে করার জন্য ব্যাংকের একজন যথাযথভাবে অনুমোদিত কর্মকর্তা।
১০. উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই যে, ব্যাংকের কাছে উপলব্ধ অন্য কোনও প্রতিকারের ক্ষতি না করেই এই নোটিশটি আপনাকে সম্বোধন করা হয়েছে।

তারিখ-১০।৬।২০২৫
স্থান- সন্তোষপুর

আপনার বিশ্বস্ত,
এসসি১১- প্রধান ব্যবস্থাপক এবং অনুমোদিত কর্মকর্তা
ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, কলকাতা জোন

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION – e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Exe. Engr. (E)/LTG-HQ, KMC** invites e-tender online quoted rate in two bid system for following works:

(1) NIT No.: KMC/EE(E)/LTG/CMO/45/25-26
Name of Work: **Supply, laying & jointing of H.T cable at Chaplin Square Sub-Station under KMC.** Estimate amount: **Open quotation**. Earnest Money: ₹ **4,500.00.** Period of Completion: **15 days.**

(2) NIT No.: KMC/EE(E)/LTG/CMO/44/25-26
Name of Work: **Renovation of electrical system at Council Chamber (House) of CMO Building, KMC.** Estimate amount: ₹ **2,85,820.00**. Earnest Money: ₹ **5,800.00.** Period of Completion: **7 days.**

(3) NIT No.: KMC/EE(E)/LTG/CMO/42/25-26
Name of Work: **Supply, installations and fixing of Venturi at the top of outdoor unit of VRF AC machines at A.C. (South) Department located at 3rd Floor of CMO Building under KMC.** Estimate amount: **Open quotation**. Earnest Money: ₹ **3,200.00.** Period of Completion: **7 days.**

(4) NIT No.: KMC/EE(E)/LTG/CMO/35/25-26
Name of Work: **Improvement of 2 Nos. Glow Sign Board with allied works at I & PR Sales Counter and Birth & Death Certificate Section of CMO Building under KMC.** Estimate amount: **Open quotation**. Earnest Money: ₹ **3,500.00.** Period of Completion: **7 days.** Last date and time of submission of Bid: **08.07.2025 – 2 p.m.** (For Sl. No. 1 to 4).

(5) NIT No.: KMC/EE(E)/LTG/CMO/40/25-26
Name of Work: **Supply & installation of AC machines with other electrical works at IT Building, Hogg Building & HUDCO Building, KMC.** Estimate amount: **Open quotation**. Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion: **15 days.**

(6) NIT No.: KMC/EE(E)/LTG/CMO/43/25-26
Name of Work: **Improvement of Fume Exhaust System of Food Lab & other electrical works situated at 1st Floor, Hogg Building, KMC.** Estimate amount: **Open quotation**. Earnest Money: ₹ **3,900.00.** Period of Completion: **15 days.** Last date and time of submission of Bid: **09.07.2025 – 2 p.m.** (For Sl. No. 5 & 6). The bid forms and other details are available on and from **28.06.2025 – 2 p.m.** (For Sl. No. 1) & **01.07.2025 – 2 p.m.** (For Sl. No. 2 to 6). The website **https://wbtenders.gov.in** (For Sl. No. 1 to 6).

The **Exe. Engr. (E)/Ltg./Z-III, KMC** invites e-tender online, two part Bid system for following work:
NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2025-26/272
Name of Work: **Supply & delivery of LED Tube lights and other electrical accessories for AB-Block and surrounding areas in Gariahat Market Complex under Br.-VIII.** Estimated Amount: ₹ **1,96,984.34**. Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of Completion: **30 days.** Last date and time of completion of Bid: **09.07.2025 upto 2 p.m.** Tender (Technical) Opening date & time : **09.07.2025 at 4 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **27.06.2025 from 5 p.m.** For full and further details, please visit the website: **https://www.etender.wb.nic.in**. Please keep watching on the above website for further Addendum/Corrigendum, Pre-bid clarifications, if any, which will be published in above website only.

The **Exe. Engr. (E)/Ltg./Z-IV, KMC** invites e-tender online, two part Bid system for following works:

(1) NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/07/25-26/AB
Name of Work: **Development of street lighting system at Bank plot, R. K. Pal Lane, Sardar Para etc. areas in Ward No.-104, Br.-XI.** Estimated Amount: ₹ **4,96,928.40**. Earnest Money: ₹ **10,000.00.**

(2) NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/06/25-26/AB
Name of Work: **Replacement of defunct LED fittings at Naskar Para, Doctor Bagan, Trikon Park etc. areas in Ward No.-104, Br.-XI.** Estimated Amount: ₹ **4,98,630.97**. Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Last date and time of completion of Bid: **08.07.2025 – 3 p.m.** (For Sl. No. 1 & 2). The bid forms and other details are available on and from **28.06.2025 (3 p.m.)** (For Sl. No. 1 & 2).

(3) NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/129/25-26/DS
Name of Work: **Repairing and others electrical work for institutions under Br.-XI.** Estimated Amount: ₹ **1,98,806.48**. Earnest Money: ₹ **4,000.00.**

(4) NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/142/25-26/PD
Name of Work: **Improvement of street lighting arrangement at Nayabad, Naba Malancha, Pirtala, Bikeshguha Colony etc. areas in to newly installed CESC Poles in Ward No.-109, Br.-XII.** Estimated Amount: ₹ **4,98,956.06**. Earnest Money: ₹ **10,000.00.**

(5) NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/144/25-26/PD
Name of Work: **Replacement of damaged pole, damaged cables and other electrical accessories at Ananda Pally, Dinesh Pally, Bagan Para etc, areas in Ward No.-114, Br.-XI.** Estimated Amount: ₹ **3,66,674.44**. Earnest Money: ₹ **7,400.00.** Period of Completion: **30 days** (For Sl. No. 3 to 5). Last date and time of completion of Bid: **08.07.2025 – 2 p.m.** (For Sl. No. 3 to 5).

(6) NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/114/25-26/PD
Name of Work: **Supply of LED fittings at Palpara, Congress Pally etc. areas in Ward No.-112, Br.-XI.** Estimated Amount: ₹ **4,92,106.93**. Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion: **30 days**. Last date and time of completion of Bid: **09.07.2025 upto 2 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **28.06.2025 from 12 Noon** (For Sl. No. 3 to 6).

(7) NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/BR-X/140/25-26
Name of Work: **Repairing of street lighting system at P.G.M. Shah Road, Gobindapur Road and adjacent areas in Ward No.-93, Br.-X.** Estimated Amount: ₹ **2,97,284.41**. Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **20 days**.

(8) NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/BR-X/139/25-26
Name of Work: **Improvement of street lighting system at Gariahat Road (South) in Ward No.-92, Br.-X.** Estimated Amount: ₹ **1,99,868.88**. Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of Completion: **10 days**.

(9) NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/BR-X/141/25-26
Name of Work: **Installation of street lighting system at Raja S. C. Mullick Road (8B Bus Stand to Jadavpur Police Station) in Ward No.-93, Br.-X.** Estimated Amount: ₹ **3,63,667.67**. Earnest Money: ₹ **7,300.00.** Period of Completion: **25 days**. Last date and time of completion of Bid: **12.07.2025 upto 9 p.m.** (For Sl. No. 7 to 9). The bid forms and other details are available on and from **28.06.2025 from 5 p.m.** (For Sl. No. 7 to 9). The website **https://etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 1 to 9). (532/25-26)

অফবিট

কোচবিহারের রাজবাড়ির সুড়ঙ্গ কোচ রাজবংশের গোপন পথের রহস্য!

বিশেষ প্রতিনিধি

কোচবিহার রাজবাড়ি পশ্চিমবঙ্গের একটি ঐতিহাসিক স্মৃতিসৌধ, শুধুমাত্র তার স্থাপত্যশৈলী বা রাজকীয় গৌরবের জন্যই নয়, বরং এর গোপন সুড়ঙ্গের রহস্যময় গল্পের জন্যও বিখ্যাত। এই রাজবাড়ি, যা ১৮৮৭ সালে মহারাজা নৃপেন্দ্র নারায়ণের শাসনামলে ইংল্যান্ডের বাকিংহাম প্যালেসের আদলে নির্মিত হয়েছিল, কোচ রাজবংশের শাসনকালের এক গৌরবময় অধ্যায়ের সাক্ষী। তবে, এই রাজবাড়ির গোপন সুড়ঙ্গ নিয়ে জনমানসে বহু গল্প ও কিংবদন্তি প্রচলিত রয়েছে। এই সুড়ঙ্গ কোথায় শেষ হয় এবং এর ঐতিহাসিক তাৎপর্য কী, তা নিয়ে আজও রহস্যের আবরণ রয়ে গেছে। কোচবিহার রাজবাড়ির গোপন সুড়ঙ্গ নিয়ে স্থানীয় লোককথা ও ঐতিহাসিক গবেষণায় বহু তথ্য পাওয়া যায়। কথিত আছে, এই সুড়ঙ্গ রাজবাড়ি থেকে শুরু হয়ে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে পৌঁছাতো, যেমন মদনমোহন মন্দির বা এমনকি কোচবিহারের বাইরে অন্য কোনো গোপন আশ্রয়স্থল। এই সুড়ঙ্গগুলি মূলত রাজপরিবারের সুরক্ষার জন্য নির্মিত হয়েছিল বলে মনে করা হয়। শত্রুদের আক্রমণ বা বিপদের সময় রাজা-রানি এবং তাঁদের পরিবার এই গোপন পথ ব্যবহার করে নিরাপদে পালিয়ে যেতেন। কিন্তু এই সুড়ঙ্গের শেষ স্থান সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কোনো তথ্য ইতিহাসে পাওয়া যায় না। কেউ কেউ বলেন, এটি মদনমোহন মন্দিরের কাছে শেষ হয়েছে, আবার কেউ বলেন, এটি শহরের বাইরে কোনো গোপন স্থানে গিয়ে মিশেছে। কোচবিহারের ইতিহাসে এই সুড়ঙ্গের গুরুত্ব অপরিসীম। কোচ রাজবংশ, যারা প্রায় ৫০০ বছর ধরে এই অঞ্চল শাসন করেছিল, তাদের সময়ে এই সুড়ঙ্গগুলি কৌশলগত দিক থেকে অত্যন্ত

গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ১৬শ শতাব্দীতে বিশ্ব সিংহ এবং তাঁর পুত্র নরনারায়ণের শাসনকালে কোচবিহার রাজ্যের বিস্তৃতি ঘটে। এই সময়ে মুঘল, ভুটান এবং অন্যান্য প্রতিবেশী রাজ্যের সঙ্গে যুদ্ধ ও আক্রমণের আশঙ্কা ছিল সর্বদা। ফলে, এই গোপন পথগুলি রাজপরিবারের জন্য একটি নিরাপত্তা কবচ হিসেবে কাজ করত। কিংবদন্তি অনুসারে, এই সুড়ঙ্গ দিয়ে রাজপরিবার শুধু পালিয়ে যেতেন না, বরং গোপনে গুপ্তচর বা সৈন্যদের মাধ্যমে শত্রুদের উপর নজর রাখতেন। বর্তমানে কোচবিহার রাজবাড়ি একটি জাদুঘর হিসেবে পরিচালিত হয় এবং এটি পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম জনপ্রিয় পর্যটন কেন্দ্র। রাজবাড়ির অভ্যন্তরে রাজপরিবারের ব্যবহৃত জিনিসপত্র, অস্ত্র, গয়না এবং অন্যান্য ঐতিহাসিক নিদর্শন সংরক্ষিত আছে। তবে, সুড়ঙ্গের প্রবেশপথ বা এর অস্তিত্ব সম্পর্কে সাধারণ দর্শকদের জন্য কোনো প্রকাশ্য তথ্য নেই। পুরাতত্ত্ববিদ ও ইতিহাসবিদদের মতে, এই সুড়ঙ্গগুলি সম্ভবত ভূমিকম্প বা সময়ের প্রভাবে ধ্বংস হয়ে গেছে বা ভরাট হয়ে গেছে। তবুও, স্থানীয়দের মধ্যে এই গোপন পথ নিয়ে কৌতূহলের শেষ নেই। কিছু গবেষক মনে করেন, এই সুড়ঙ্গগুলি কোচবিহারের অন্যান্য ঐতিহাসিক স্থান, যেমন ভেটাগুড়ির প্রাচীন রাজপ্রাসাদ বা অন্য কোনো দুর্গের সঙ্গে সংযুক্ত ছিল। ভেটাগুড়িতে প্রথম কোচবিহার রাজপ্রাসাদ নির্মিত হয়েছিল, যা বর্তমান রাজবাড়ির তুলনায় অনেক পুরনো। কেউ কেউ এমনও দাবি করেন যে এই সুড়ঙ্গ দিয়ে রাজপরিবার তিস্তা নদীর তীরে কোনো গোপন স্থানে পৌঁছাতে পারতেন। তবে, এই দাবিগুলির কোনো প্রামাণিক তথ্য পাওয়া যায়নি। কোচবিহার রাজবাড়ির গোপন সুড়ঙ্গ নিয়ে আধুনিক গবেষণা এখনও অগ্রগতির পথে। জেলা প্রশাসন এবং পুরাতত্ত্ব বিভাগ সম্প্রতি রাজবাড়ির ইতিহাসকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলতে লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শো-এর মাধ্যমে এর গল্প তুলে ধরার উদ্যোগ নিয়েছে। এই প্রকল্পে সুড়ঙ্গের রহস্য নিয়েও আলোকপাত করা হতে পারে, যা পর্যটকদের কাছে আরও আকর্ষণ বাড়াবে। শেষ পর্যন্ত, কোচবিহার রাজবাড়ির গোপন সুড়ঙ্গের শেষ স্থান এখনও একটি রহস্যই রয়ে গেছে। এটি কি মদনমোহন মন্দিরে শেষ হয়, নাকি তিস্তা নদীর তীরে কোনো গোপন আশ্রয়ে? নাকি এটি সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেছে? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে ইতিহাসবিদ ও গবেষকদের আরও গভীর অনুসন্ধান প্রয়োজন। তবে, এই রহস্যই কোচবিহার রাজবাড়িকে পর্যটকদের কাছে আরও রোমাঞ্চকর করে তুলেছে।

গুলির লড়াইয়ে নিকেশ আরও দুই মাওবাদী নেত্রী, ছত্তীসগড়ে তল্লাশি অভিযান জারি

ছত্তীসগড়, ২৬ জুনঃ ছত্তীসগড়ে ফের সাফল্য পেল নিরাপত্তাবাহিনী। রাজ্যের নারায়ণপুরে ফের মাওবাদী দমন অভিযানে সফল হল তাঁরা। বৃহস্পতিবার ভোরে জেলার অবুঝমাড় জঙ্গলে সংঘর্ষে নিহত হয়েছে দুই মহিলা মাওবাদী। গুলির লড়াই এখনও চলছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। বস্তার রেঞ্জের আইজি পি সুন্দররাজ জানিয়েছেন, অবুঝমাড়ের গভীর জঙ্গলে তল্লাশি চালাচ্ছিল জেলা রিজার্ভ গার্ড এবং স্পেশাল

টাস্ক ফোর্স। সেই সময় গুলি চালায় মাওবাদীরা। পাল্টা জবাব দেয় নিরাপত্তাবাহিনী। তাতেই দুই মাওবাদী নেত্রীর মৃত্যু হয়েছে। পাশাপাশি ঘটনাস্থল থেকে একটি ইনসাস রাইফেল সহ বেশ কয়েকটি অস্ত্রও উদ্ধার হয়েছে। বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, বর্তমানে মাওবাদীদের অন্যতম ঘাঁটি হয়ে উঠেছে ছত্তীসগড় ও তেলঙ্গানার সীমান্তবর্তী পাহাড়ি এলাকা। সেই অঞ্চল থেকে মাও প্রভাব নির্মূল করতে ইতিমধ্যেই প্রায় ৩ হাজার আধাসেনা মোতায়েন করা হয়েছে। গত এপ্রিল মাসের ২১ তারিখ থেকে শুরু হয়েছে টানা অভিযান। প্রতিদিনই চলছে এলাকাভিত্তিক চিরুনি তল্লাশি। আর তাতেই সাফল্য পাচ্ছে নিরাপত্তাবাহিনী। সম্প্রতি রাজ্যের কাঁকের জেলায় যৌথ বাহিনীর গুলিতে মৃত্যু হয়েছিল আরও এক মহিলা মাওবাদী নেত্রীর। তার আগে কমপক্ষে তিনজন শীর্ষ নেতাকে নিকেশ করতে সক্ষম হয়েছিল নিরাপত্তাবাহিনী। চলতি বছরেই শুধু বস্তার অঞ্চলে নিকেশ করা হয়েছে ২১৩ জন মাওবাদীকে, পুলিশ এমনই তথ্য দিয়েছে। উল্লেখ্য, দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ আগেই ঘোষণা করেছিলেন, ২০২৬ সালের মার্চের মধ্যে দেশকে সম্পূর্ণ মাওবাদমুক্ত করার লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সরকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। সেই লক্ষ্যেই ছত্তীসগড়, অন্ধ্রপ্রদেশ, ঝাড়খণ্ড-সহ একাধিক রাজ্যে চলছে লাগাতার মাওবিরোধী অভিযান।

CHANGE OF NAME

I Firoj Sk S/o Akbar Sk Residing at Vill. Bamanpukur Khaserpara, P.O. Sreemayapur, P.S. Nabadwip, Dist. Nadia, Pin-741313 W.B. do hereby solemnly affirm & declare my actual name Firoj Sk instead of Firojul Sk vide an affidavit sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Nabadwip, Nadia on Date 23/05/2025. Firoj Sk and Firojul Sk Both are Same and Identical Person.

নাম পরিবর্তন

আমি Zamaluddin Mallick (Old Name) পিতার নাম Jalil Uddin Mallick ঠিকানা গ্রাম পোঃ উদয়পুর, থানা-খানাকুল, জেলা-হুগলী পিন নং ৭১২৪০৬, পঃবঃ আরামবাগ কোর্টের ফার্স্ট ক্লাস জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট হুগলী জেলা এফিডেভিট দ্বারা Jamal Uddin Mallick (New Name) নামে পরিচিত হলাম। এফিডেভিট (SL-NO-1119) তারিখ ২১.০৬.২০২৫ Zamaluddin Mallick (Old Name) এবং Jamal Uddin Mallick (New Name) একই ব্যক্তি হিসাবে গণ্য হইলাম।

CHANGE OF NAME

I, PRAGYA MAJUMDER BHATNAGAR (OLD NAME) W/O KAUSHIK MAJUMDER,RESIDING AT 3A, 20, SUBHASH PALLY, BARANAGAR, DIST-NORTH 24 PARGANAS, PIN-700108, WEST BENGAL, INDIA, HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PRAGYA BHATNAGAR (NEW NAME) AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT BIDHANNAGAR ON 29/04/2025.PRAGYA MAJUMDER BHATNAGAR (OLD NAME) AND PRAGYA BHATNAGAR (NEW NAME) BOTH ARE SAME AND IDENTICAL PERSON.

CHANGE OF NAME

I BIKRAMJIT MAHATO, S/O DIGBIJAY MAHATO MY SON ADITYA KUMAR, HIS NAME HAS BEEN RECORDED IN HIS AADHAAR CARD AS ADITYA KUMAR MAHATO, AFFIDAVIT BY JUDICIAL MAGISTRATE FIRST CLASS, KRISHNAGAR COURT ON 25-06-2025 MY SON ADITYA KUMAR AND ADITYA KUMAR MAHATO IS SAME PERSON RESIDENT AT 7, CHURCH ROAD, CMS PARA KRISHNAGAR, P.S. KOTWALI, DIST. NADIA, PIN-741101(W.B.)

CHANGE OF NAME

I Mamoni Debnath Bhowmick W/o Ajay Debnath D/o Shibu Bhowmick Residing at Bhagirathi Bidyapith Para, P.O. Gadigachha, P.S. Nabadwip, Dist. Nadia, Pin-741315, W.B. do hereby solemnly affirm & declare my actual name Mamoni Debnath Bhowmick instead of Mamoni Debnath vide an affidavit sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Nabadwip, Nadia on Date 06/06/2025. Mamoni Debnath Bhowmick and Mamoni Debnath Both are Same and Identical Person.

CHANGE OF NAME

I, DEBABRATA KARMAKAR son of Late Manik Chandra Karmakar, residing at –New Milanpara, P.O & P.S –Raiganj, District- Uttar Dinajpur, West Bengal.My Daughter's actual name is DEBANGANA KARMAKAR as per Birth Certificate . Due to mistake my daughter's name is recorded at Aadhaar card as DEBOJYOTI KARMAKAR in place of DEBANGANA KARMAKAR ,being Aadhaar card No- 9213 7842 8014.That DEBANGANA KARMAKAR and DEBOJYOTI KARMAKAR is the same and one identical person vide Affidavit LD. Judicial Magistrate, 1st Class/Executive Magistrate at Raiganj, Uttar Dianjpur date- 23/06/2025.

CHANGE OF NAME

I BISWAJIT PRAMANIK S/O BIJAY PRAMAMIK RESIDING AT VILL+PO CHOWGACHHA P.S. KRISHNAGANJ DIST-NADIA PIN-741509. DECLARE THAT MY FATHER'S NAME HAS BEEN RECORDED MY MADHYAMIK ADMIT CARD, AADHAR CARD AS BIJAY PRAMANIK AND MY PASSPORT MY FATHER NAME HAS BEEN RECORDED AS BIJOY PRAMANIK AS PER AFFIDAVIT BEFORE THE NOTARY PUBLIC (GOVT. OF. W.B) AT KRISHNAGAR, NADIA ON 04/06/2025. BIJAY PRAMANIK AND BIJOY PRAMANIK BOTH IS ONE AND SAME IDENTICAL PERSON.

CHANGE OF NAME

I, Rahul B Shah alias Rahul Bharat Shah (Old Name) S/o Late Bharat Shah Residing at Kuber Garden, 4th Floor, Flat 4B, 27/1A Harish Mukherjee Road, District-Kolkata, Pin- 700025 West Bengal shall henceforth be known as Rahul Shah (New Name) as declared before the Judicial Magistrate at Kolkata vide affidavit no 2042 Dated 09-06-2025. Rahul B Shah, Rahul Bharat Shah (Old Name) and Rahul Shah (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Parimal Sarker S/o Late Paresh Chandra Sarkar Residing at 78, Rafi Ahmed Kidwai Road, P.o+P.s - Dum dum, District - North 24 Parganas, Pin - 700055, West Bengal India shall henceforth be known as Parimal Sarkar. I declare that Parimal Sarker and Parimal Sarkar is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 26-06-2025.

CHANGE OF NAME

I, Ritwick Sarker S/o Parimal Sarkar Residing at 2D, 902, Anahita Housing Complex, Action Area 2, P.o - New Town, P.s - Eco Park, District - North 24 Parganas, Pin - 700161, West Bengal India shall henceforth be known as Ritwick Sarkar. I declare that Ritwick Sarker and Ritwick Sarkar is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 26-06-2025.

নাম পরিবর্তন

আমি Molay Shil (পুরাতন নাম) পিতা Nani Shil ঠিকানা Ghola Road, Kajipara, Barasat-I, District- North 24 Parganas, Pin- 700124 West Bengal India কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 26-06-2025 এর Affidavit no 08/2025 দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Malay Shil (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Malay Shil (নতুন নাম) ও Molay Shil (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

CHANGE OF NAME

I, Rakhi Sarker W/o Ritwick Sarkar Residing at 2D, 902, Anahita Housing Complex, Action Area 2, P.o - New Town, P.s - Eco Park, District - North 24 Parganas, Pin - 700161, West Bengal India shall henceforth be known as Rakhi Ritwick Sarkar. I declare that Rakhi Sarker and Rakhi Ritwick Sarkar is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 26-06-2025.

CHANGE OF NAME

I, Pranita Senapati W/o Pritam Senapati Residing at Ichapur, Kamardanga, Santragachi, District - Howrah, Pin - 711104 West Bengal India shall henceforth be known as Pronita Senapati. I declare that Pranita Senapati and Pronita Senapati is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 23-06-2025.

CHANGE OF NAME

I, Yasmin Banu W/o Masiruddin Ansari Residing at 32, S D Ghat Road, Kamarhati, District - North 24 Parganas, Pin - 700058 West Bengal India shall henceforth be known as Yasmin Bano. I declare that Yasmin Banu and Yasmin Bano is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 26-06-2025.

CHANGE OF NAME

I, Masiruddin S/o Jiyouddin Ansari Residing at 32, S D Ghat Road, Kamarhati, District - North 24 Parganas, Pin - 700058 West Bengal India shall henceforth be known as Masiruddin Ansari. I declare that Masiruddin and Masiruddin Ansari is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 26-06-2025.

ভাল রেজাল্টের জন্য সিবিএসই-র দশমের পরীক্ষা একই বছরে দু'বার দেওয়া যাবে, সিদ্ধান্তে বিতর্ক

নয়াদিল্লি, ২৬ জুনঃ সিবিএসই-র ক্লাস টেনের চূড়ান্ত পরীক্ষা তিন মাসের ব্যবধানে দ্বিতীয়বার দিতে পারবে পরীক্ষার্থীরা। সংস্থার তরফে বলা হয়েছে, কোনও পরীক্ষার্থীর রেজাল্ট আশানুরূপ না হলে দ্বিতীয়বার পরীক্ষায় বসা যাবে। আগামী বছর থেকে নয়া ব্যবস্থা চালু হবে। তবে অঙ্ক, বিজ্ঞান, সোশ্যাল সায়েন্স এবং ল্যাঙ্গুয়েজ বিভাগ থেকে মোট তিনটি বিষয়ে দ্বিতীয়বার পরীক্ষায় বসা যাবে। নয়া পদ্ধতি চালু করার বিষয়ে গত ফেব্রুয়ারিতে জনসাধারণের মতামত চেয়েছিল সিবিএসই। সংস্থা সূত্রের খবর, বহু মানুষ এবং স্কুল কর্তৃপক্ষ এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। তাদের আপত্তির মূল

কারণ, এরফলে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে একবারে ভাল ফল করার ক্ষেত্রে অনীহা দেখা দিতে পারে। দ্বিতীয়বার পরীক্ষায় বসার বিষয়ে আত্মতুষ্টি দেখা দিতে পারে। সিবিএসই কর্তৃপক্ষ এই অভিমত এ।য়িেই সিদ্ধান্ত কার্যকর করতে অগ্রসর হচ্ছে। তারা জানিয়েছে, প্রথম পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তির সুযোগ পাবেন পড়ুয়ারা। এখন চূড়ান্ত দফার পরীক্ষা হয়ে থাকে ফেব্রুয়ারিতে। কেনও পরীক্ষার্থী চাইলে মে মাসে দ্বিতীয়বার তিনটি বিষয়ে পরীক্ষা দিতে পারে। তবে কোনও কারণে দ্বিতীয়বারের পরীক্ষা প্রথমবারের থেকেও খারাপ হলে কোন ফল চূড়ান্ত ধরা হবে তা স্পষ্ট হয়নি সংস্থা সূত্রে।

ডিব্রুগড়-নিউ দিল্লি রাজধানী এক্সপ্রেস-এর এন্ড-টু-এন্ড বৈদ্যুতিক ট্র্যাকশনের মাধ্যমে যাত্রা শুরু

মালিগাঁও, ২৬ জুনঃ স্থায়ী এবং দক্ষ রেল পরিচালনের ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী সাফল্য হিসেবে, উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে১২৪২৩১২৪২৪ (ডিব্রুগড়-নিউ দিল্লি-ডিব্রুগড়) রাজধানী এক্সপ্রেসের এন্ড-টু-এন্ড বৈদ্যুতিক ট্র্যাকশন রান চালু করেছে। এরফলে, এই অঞ্চলের অন্যতম প্রধান ট্রেনগুলির মধ্যে একটি সম্পূর্ণ বিদ্যুৎ চালিত হবে, যা ভারতীয় রেলওয়ের সম্পূর্ণ বৈদ্যুতিকরণ এবং কার্বন ফুট প্রিন্ট হ্রাসের মিশনে একটি বড় পদক্ষেপ। রাজধানী এক্সপ্রেসের এন্ড-টু-এন্ড ইলেকট্রিক অপারেশন উত্তর-পূর্বাঞ্চলে রেলওয়ে পরিকাঠামো আধুনিকীকরণের জন্য উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের দৃঢ় প্রতিশ্রুতি প্রতিফলিত করে। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অধীনে বাকী থাকা সেকশনগুলিতে, বিশেষ করে ডিব্রুগড় - তিনসুকিয়া - লামডিং - গুয়াহাটি রুটে সম্প্রতি বৈদ্যুতিকরণের কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর সম্পূর্ণ বৈদ্যুতীকৃত যাত্রা সম্ভব হয়েছে। নিরবচ্ছিন্ন বৈদ্যুতিক অপারেশনের ফলে উল্লেখযোগ্যভাবে দক্ষতা বৃদ্ধি, ভ্রমণের সময় হ্রাস করে ও পরিচালন ব্যয় হ্রাস করে পরিবেশগত স্থায়িত্বে অবদান রাখবে। নিউদিল্লি - ডিব্রুগড় রাজধানী এক্সপ্রেস ২৫জুন ২০২৫ তারিখ থেকে বৈদ্যুতিক ট্র্যাকশনের মাধ্যমে চলাচল শুরুকরেছে, যা রেলওয়ে বৈদ্যুতিকরণের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য। ফের যাত্রার সময়, ডিব্রুগড় - নিউদিল্লি রাজধানী এক্সপ্রেস, ২৭ জুন ২০২৫ তারিখ থেকে বৈদ্যুতিক ট্র্যাকশনের মাধ্যমে চলবে। দীর্ঘস্থায়ী পরিবহনের দিকে এগিয়ে গিয়ে, পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব ভারত-কে সংযোগকারী আরও বেশ কয়েকটি মুখ্য ট্রেন ও বৈদ্যুতিক ট্র্যাকশনে রূপান্তরিত হচ্ছে। ট্রেন নং. ১৩১৮১ (কলকাতা - শিলঘাট টাউন) এক্সপ্রেস ৩০ জুন ২০২৫ থেকে বৈদ্যুতিক ট্র্যাকশনে চলাচল করবে, এবং ট্রেন নং.১৩১৮২ (শিলঘাট টাউন - কলকাতা) এক্সপ্রেস ১জুলাই ২০২৫ থেকে চলাচল শুরু করবে। ট্রেন নং. ১২৩৪৫ (হাওড়া - গুয়াহাটি) সরাইঘাট এক্সপ্রেস ২৫ জুন ২০২৫ থেকে এবং ট্রেন নং. ১২৩৪৬ (গুয়াহাটি - হাওড়া) সরাইঘাট এক্সপ্রেস ২৬ জুন ২০২৫ থেকে বৈদ্যুতিক ট্র্যাকশনে চলাচল শুরু করেছে। এছাড়াও, ট্রেন নং ১৩২৪৮ (রাজেন্দ্রনগর - কামাখ্যা) ক্যাপিটাল এক্সপ্রেস ২৫ জুন ২০২৫ তারিখে বৈদ্যুতিকভাবে যাত্রা শুরু করেছে এবং ট্রেন নং. ১৩২৪৭ (কামাখ্যা - রাজেন্দ্রনগর) ক্যাপিটাল এক্সপ্রেস ২৭জুন ২০২৫ তারিখ থেকে বৈদ্যুতিক ট্র্যাকশনে চলাচল করার কথা রয়েছে। সম্পূর্ণ বৈদ্যুতিকরণের ফলে, রাজধানী এক্সপ্রেস এখন বাস্তবিকভাবে অগ্রগতি এবং স্থায়িত্বের প্রতীক। এটি কেবল একটি প্রযুক্তিগত উন্নয়ন নয় বরং উত্তর-পূর্ব ভারতের জনগণের জন্য একটি সবুজ এবং দ্রুততর রেল নেটওয়ার্কের দিকে একটি পদক্ষেপ। ভারতীয় রেলওয়ে সমগ্র দেশে ১০০ বৈদ্যুতিকরণের লক্ষ্যমাত্রার দিকে ক্রমাগতভাবে এগিয়ে চলেছে, এবং উত্তর-পূর্ব ভারত এখন উচ্চ-গতি, পরিবেশ-বান্ধব রেল পরিচালনের মানচিত্রে দৃঢ়ভাবে প্রবেশ করেছে।

সরকারি অনুষ্ঠানে রুপোর প্লেটে খানাপিনা প্লেট পিছু খরচ ৫০০০!

মুম্বই, ২৬ জুনঃ রাজ্যের ভাঁড়ার নাকি ফাঁকা, এদিকে সরকারি অনুষ্ঠানে খানাপিনায় এলাহি আয়োজন। রুপোর থালায় খাবার পরিবেশন, প্লেট পিছু খরচ ৫০০০ টাকা! বিপুল এই খরচের খতিয়ান সামনে আসতেই চক্ষু চড়কগাছ সকলের। রাজ্য সরকারকে নিশানা করতেও ছাড়ছে না বিরোধীরা।

মুম্বইয়ে পার্লামেন্ট এসটিমেটস কমিটির প্ল্যাটিনাম জুবিলির মিটিং ছিল। সেই উপলক্ষেই রাজ্য সরকার এলাহি খাওয়া-দাওয়া, পার্টির আয়োজন করে। দুই দিনের অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেছিলেন লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা। দেশ জুড়ে প্রায় ৬০০ জন আমন্ত্রিত ছিলেন এই অনুষ্ঠানে। অভিযোগ, এই অনুষ্ঠানে অতিথিদের মাথা পিছু খাবারের খরচ ছিল ৫০০০ টাকা! এখানেই শেষ নয়, অতিথিদের খাবার পরিবেশন করা হয়েছিল রুপোর প্লেটে। যা ৫৫০ টাকা প্রতি প্লেট হিসাবে ভাড়া নেওয়া হয়েছিল। এই খবর চাউর হতেই ময়দানে নামে কংগ্রেস। রাজ্যের শাসক জোট বিজেপি-শিবসেনাকে আক্রমণ করে কংগ্রেস নেতা বিজয় ওয়াদেত্তিয়র বলেন, ''যেখানে রাজ্য দেউলিয়া হওয়ার মুখে, সেখানে এসটিমেটস কমিটির মিটিংয়ে অতিথিদের রুপোর প্লেটে খাবার পরিবেশনের কী দরকার ছিল?'' তিনি প্রশ্ন তোলেন যে একদিকে যেখানে কৃষকদের ঋণ মকুব করা হচ্ছে না, বোনাস দেওয়া হচ্ছে না, উন্নয়নমূলক প্রকল্পের বাজেটে কাটছাট করা হচ্ছে, সেখানে অতিথিদের খাবারের পিছনে ৫০০০ প্রতি প্লেট খরচের কী প্রয়োজন ছিল? এক সমাজকর্মীর দাবি, ৬০০ অতিথির জন্য ওই অনুষ্ঠানে ২৭ লক্ষ টাকা খরচ করা হয়েছে। মাথা পিছু খরচ ছিল ৪৫০০ টাকা। পাশাপাশি রুপোর প্লেটের জন্য ৫৫০ টাকা প্লেট পিছু খরচ হয়েছে। ৪০ ফুটের ব্যানার, তাজ প্যালেস, ট্রিডেন্টের মতো দামি হোটেলে থাকা, এসি ডাইনিং তাঁবু, ঝাড়বাতি, লাল কার্পেট বিছিয়ে সাধারণ মানুষ ও করদাতাদের টাকা ওড়ানো হয়েছে। যদিও এই বিষয়ে রাজ্য সরকারের কোনও বিবৃতি মেলেনি।

ভারত মহাসাগরে তলে তলে কারসাজি করছিল চিন, মোক্ষম চাল দিল বায়ুসেনা

তিরুবনন্তপুরম, ২৬ জুনঃ ইরান-ইজরায়েল সংঘাতের মধ্যেই ভারত মহাসাগরে নতুন কারসাজি শুরু করেছে চিন। নজরে এল চিনের সন্দেহজনক গতিবিধি। পড়শি দেশ থেকে যাতে কোনও বিপদ তৈরি না হয়, নজরদারির জন্য কেরলে এবার বসানো হল অত্যাধুনিক এবং উচ্চপ্রযুক্তি সম্পন্ন র‍্যাডার। বিশ্বজুড়ে অস্থির পরিস্থিতির মধ্যেই চিন নানা কৌশলে ভারত মহাসাগরে নিজেদের গতিবিধি অনেকটাই বাড়িয়েছে। তাদের সেই চুপি চুপি বিচরণকে নজরে রাখার জন্য এবার কেরলের কোঝিকোড়ের বেপোর সংলগ্ন চালিয়ামে আধুনিক প্রযুক্তি সম্পন্ন এবং শক্তিশালী র‍্যাডার বসাল ভারতীয় বায়ুসেনা। প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং যখন চিনে প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত বৈঠকে সন্ত্রাসবাদ এবং পাকিস্তানের উস্কানি নিয়ে জোরাল আওয়াজ তুলছেন, ঠিক সেই মুহূর্তে ভারত মহাসাগরের উপরে চিনের যুদ্ধবিমান এবং যুদ্ধজাহাজের কর্মকাণ্ড সন্দেহজনকভাবে বাড়ছে। এই অবস্থায় কোনওভাবেই ভারত মহাসাগরের উপর থেকে নজরদারি ক্ষেত্রে ত্রুটি রাখতে নারাজ ভারতীয় বায়ুসেনা। তামিলনাড়ুর দিকে শক্তিশালী এবং আধুনিক র‍্যাডার থাকলেও, কেরলের দিকে থাকা র‍্যাডার ছিল পুরনো প্রযুক্তির। কিন্তু চিনের সন্দেহজনক গতিবিধি ভারতীয়

বায়ুসেনার নজরে আসতেই তড়িঘড়ি এই আধুনিক র‍্যাডার বসানো হল। ভারতীয় বায়ুসেনা সূত্রে খবর, ইন্টিগ্রেটেড এয়ার কমান্ড অ্যান্ড কন্ট্রোল সিস্টেমের আওতায় দক্ষিণ ভারতের দু'দিকে থাকা আরব সাগর, বঙ্গোপসাগর এবং ভারত মহাসাগরের উপরে যাবতীয় গতিবিধির ওপরে সহজেই নজর রাখতে পারবে এই আধুনিক র‍্যাডার। ৩৬০ ডিগ্রি ব্যবস্থা সম্পন্ন এই র‍্যাডার এতটাই শক্তিশালী যে সামান্য ছোট নৌকা থেকে বড় যুদ্ধজাহাজ, এমনকী যুদ্ধবিমান সহজেই ট্র্যাক করতে পারবে। চিন যেভাবে নিজেদের বেল্ট তৈরি করে ভারতকে ঘেরার চেষ্টা করছে, তা আটকানোর জন্যই দক্ষিণ ভারতে নিজেদের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এবং নজরদারির ব্যবস্থাকে আরও নিখুঁত করা হচ্ছে বলে বায়ুসেনা জানিয়েছেন আধিকারিকরা। চিন ইতিমধ্যেই পাকিস্তানের গদর এবং শ্রীলঙ্কার হাম্মানতোতা অর্থনৈতিক উন্নয়নের নামে ৯৯ বছরের লিজ নিয়ে রেখেছে। মূলত অর্থনৈতিক উন্নয়নের নামে এই বন্দরগুলিতে নিজেদের নজরদারির কাজে ব্যবহৃত জাহাজ এবং গুপ্তচর জাহাজ মাঝেমধ্যেই এনে মোতায়েন করছে। কিন্তু চিনের আসল উদ্দেশ্য হল দু'টি সাগর এবং একটি মহাসাগরের উপরে সম্পূর্ণ দখল নেওয়া এবং ভারতের উপরে নজরদারি চালানো। সেই কারণেই ভারত ইতিমধ্যেই ভারত মহাসাগর এবং বঙ্গোপসাগরে অত্যাধুনিক এবং ব্রহ্মস সুপারসনিক মিসাইল ক্ষমতাসম্পন্ন যুদ্ধজাহাজ এবং ডুবোজাহাজ মোতায়ন করেছে। নজরদারির ক্ষেত্রে র‍্যাডারের প্রয়োজনীয়তা দীর্ঘদিন ধরে ছিল। সেই র‍্যাডার এবার কেরলের মাটিতে বসিয়ে শ্রীলঙ্কার হাম্বানতোতা বন্দর এবং পাকিস্তানের গদর বন্দরকে নিজেদের নজরদারির আওতায় নিয়ে এল ভারতীয় বায়ুসেনা।

সাজলেন বাংলার ঐতিহ্য তাঁত-গামছায়! সুতো-সুতলি-পিচবোর্ডে জগন্নাথ গড়লেন শিক্ষক-শিল্পী

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ২৬ জুন ঃ বাংলার গামছা ও তাঁতের কাপড় দিয়ে তৈরি হল জগন্নাথ মূর্তি। পরিবেশ রক্ষা ও হস্তশিল্প প্রসারে বিশেষ বার্তা বাংলার এক শিক্ষকের। বাংলার দীঘায় তৈরী হয়েছে জগন্নাথ ধাম। আর এবার তাঁতের শাড়ি ও গামছাকে ব্যবহার করেই প্রভু জগন্নাথের মূর্তি গড়ে তুললেন শিক্ষক তপন দাস।

একইসঙ্গে বলরাম ও সুভদ্রারও মূর্তিও গড়েছেন তিনি। প্রথম রথযাত্রা উপলক্ষ্যে দীঘার জগন্নাথ মন্দির নিয়ে এখন হই হই ব্যাপার। প্রভু জগন্নাথের আরাধনায় মগ্ন সবাই। তাই রথের আগেই প্রভু জগন্নাথের অভিনব মূর্তি গড়ার পরিকল্পনা করেন তপন দাস। জগন্নাথের মূর্তির মাধ্যমেই বাংলার হস্তশিল্পকে তুলে ধরার পাশাপাশি পরিবেশ সচেতনার বার্তাও পৌঁছে দেন তিনি। আর সেই কারণেই মূর্তি গড়তে বাংলার তাঁতের কাপড় ও গামছাকে ব্যবহার করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন শিল্পী তপন দাস। প্রায় এক মাস ধরে এই মূর্তি নির্মাণে সিংহভাগজুড়ে বিভিন্ন রঙের গামছার ব্যবহারের পাশাপাশি তাঁতের কাপড়, সুতো, সুতলির দড়ি ও পিচবোর্ড ব্যবহার করা হয়েছে। পূর্ব বর্ধমানের ভাতারের রায়রামচন্দ্রপুর নীরদবরণ বিদ্যাপীঠের শিক্ষক তপন দাস। এর আগেও তিনি ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে পরিবেশ সচেতনতা গড়ে তুলতে কখনও কলার পাতা, কখনও চটের বস্তা, আবার ওষুধের প্যাকেট দিয়ে সরস্বতী তৈরি করেছেন। কখনও ভুট্টার দুর্গা প্রতিমাও বানিয়েছেন। আবার কখনও ফেলে দেওয়া বস্তু দিয়ে ডিজনিল্যান্ড, কার্জনগেট এমনকি কেদারনাথ ও দক্ষিণেশ্বর মন্দিরও তৈরি করেছেন তপন দাস। তাঁর শিল্পকলার সম্মান হিসাবে ইতিমধ্যেই তিনি বহু সম্মান যেমন পেয়েছেন। তেমনই তাঁর নাম নথিভুক্ত হয়েছে ইণ্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডসেও আগামীদিনেও একাধিক বিষয় নিয়ে তাঁর কাজ করার ইচ্ছা আছে বলে জানিয়েছেন শিক্ষক শিল্পী।

হিলকার্ড রোডে সোনা চুরির ঘটনায় ধৃত আরো এক

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৬ জুন ঃ শিলিগুড়িতে চাঞ্চল্যকর ডাকাতির ঘটনায় বিহার থেকে একজনকে গ্রেফতার করল পুলিশ। নাম মোহাম্মদ হাসান (৩২), বাড়ি বিহারে। ডাকাতের ঘটনার পর থেকেই একেবারে গা ঢাকা দিয়েছিল সে। অন্য হয়ে খুঁজছিল তাকে পুলিশ। অবশেষে ধৃতদের কাছ থেকে খবর পেয়ে তাকে গ্রেফতার শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ। এই নিয়ে এই ঘটনা এখনো পর্যন্ত চারজনকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়েছে পুলিশ। জানা গেছে সে আরো কয়েকজনের সাথে মিলিত হয়ে মাঠ কয়েক আগে থেকেই এই ডাকাতির পরিকল্পনা করে। যদিও জানা গেছে তারা ঠিক করেছিল না, ঠিক কোথা থেকে ডাকাতি করবে। সোনার দোকানে ডাকাতি করবে এই পরিকল্পনা থাকলেও বিধান জুয়েলার্সের দোকানকে নিয়ে তাদের আগেভাগে কোন পরিকল্পনা ছিল না। মাঝখানেক আগে থেকেই তারা এই পরিকল্পনা করে। ডাকাতি করবার পরে এককে জন এককে দিকে চলে গিয়েছিল। যদিও যোগাযোগ ছিল তাদের মধ্যে বলে জানা গেছে। সোনা গুলি কিভাবে ভাগ হবে সেটা নিও তাদের মধ্যেও একটা মতবিরোধ চলছিল বলে খবরে জানা গেছে। পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে, তার অন্যান্য সহকারীরা কে কোথায় আছে।

ডুয়ার্সেও জমিয়ে ইলিশ ও বোরলি উৎসব, রইল সুলুকসন্ধান

দুরন্ত বার্তা, ডুয়ার্স, ২৬ জুন ঃ শুধুই সুন্দরবন নয়, এবার ডুয়ার্সের জঙ্গল এলেও মিলবে ইলিশ উৎসবের স্বাদ! উত্তরবঙ্গের ডুয়ার্স মজছে এবার রসনা উসবে। জঙ্গল বন্ধ তো কি হয়েছে এই সময় লাটাগুড়ি এলেই ইলিশ সহ তিস্তার তাজা বোরলির রসনায় তৃপ্ত হবেন সকলে। ধুমধাম করে আয়োজিত হচ্ছে ইলিশ ও বোরলি উৎসব। গ্রীষ্মের শেষে বর্ষা নামলেই ডুয়ার্সের ঘন জঙ্গল পর্যটকদের জন্য বন্ধ হয়ে যায় তিন মাসের জন্য। বন দফতরের নিয়ম অনুযায়ী গত ১৬ জুন থেকে বন্ধ হয়েছে জঙ্গল ভ্রমণ। আর এই সময়টা যেন ডুয়ার্সের পর্যটন ব্যবসার এক দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলার মুহূর্ত। কারণ রিসর্ট, হোমস্টে, গাড়ি চালক থেকে শুরু করে হকার পর্যন্ত- প্রত্যেকেই আর্থিক চাপে। তবে এবার সেই চাপ থেকে বেরিয়ে আসতে এক অভিনব উদ্যোগ। হিমের পরশ ট্যুরস স্পেশালিস্ট ও যশশ্বিনী ট্যুরস অ্যান্ড ট্রাভেলস-এর যৌথ উদ্যোগে আগামী ১ জুলাই লাটাগুড়ির এক বেসরকারি রিসর্টে আয়োজিত হতে চলেছে ইলিশ ও বোরোলি উৎসব। বাঙালির ইলিশ প্রেম আর ডুয়ার্সের স্বাদ মিলে তৈরি হবে এক ভিন্ন অভিজ্ঞতা। শুধু খাওয়া-দাওয়া নয়, থাকছে আদিবাসী নৃত্য, ভাওয়াইয়া গান সহ নানা লোকসংস্কৃতির অনুষ্ঠান। উৎসবে অংশ নেবেন স্থানীয় হোমস্টে ও রিসর্ট মালিকরাও, তুলে ধরবেন ডুয়ার্সের পর্যটনের নানা দিক ও সম্ভাবনা। এই উসব শুধু পর্যটকদের আনন্দ দেওয়ার জন্য নয়, বরং স্থানীয়দের জীবিকাকে কিছুটা অক্সিজেন দেওয়ার চেষ্টা। প্রতিবছর জঙ্গল বন্ধে ব্যবসায়ীদের যেমন দুশ্চিন্তা বাড়ে, তেমনই পর্যটকরাও হতাশ হন। এবার সেই ফাঁকা সময়টাই পরিণত হতে চলেছে উৎসবে। ইলিশ আর সংস্কৃতির এই মেলবন্ধনের সাক্ষী থাকতে আসতে পারেন সবুজ ডুয়ার্সের বুকে!

বালুরঘাট টাউন ক্লাবের ইনডোরে সিন্থেটিক ব্যাডমিন্টন কোর্টের উদ্বোধন

দুরন্ত বার্তা, দক্ষিণ দিনাজপুর, ২৬ জুন ঃ জেলার ব্যাডমিন্টনকে আরও অত্যাধুনিক মানের করার লক্ষ্যে বালুরঘাট টাউন ক্লাবের ইনডোরে সিন্থেটিক ব্যাডমিন্টন কোর্টের উদ্বোধন করলেন সাংসদ সুকান্ত মজুমদার। এমপি ল্যাড তহবিল থেকেই এই কোর্টটি নির্মিত হয়েছে। শতাব্দী প্রাচীন এই ক্লাবে বহু ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় নিয়মিত অনুশীলন করেন। দীর্ঘদিন ধরেই ক্লাবে উন্নতমানের একটি আধুনিক সিন্থেটিক কোর্ট বসানোর দাবি উঠছিল। ক্লাব কর্তৃপক্ষ সেই দাবি জানিয়ে সাংসদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। এরপরেই মিলেছে সবুজ সংকেত। এরপরেই তাঁর উদ্যোগে প্রায় আট লক্ষ টাকা ব্যয়ে বিশ্বমানের কোর্টটি বসানো হয় ইনডোরে। ক্লাব কর্তৃপক্ষের তরফে জানা যায়, পূর্বে বৃষ্টি হলে এমনকি বেশ কিছু সমস্যার কারণে প্র্যাকটিস করা যেত না। প্রথম অবস্থায় আগে খোলা মাঠের মধ্যেই প্র্যাকটিস করা হত। পরে সংস্থার উদ্যোগে তৈরি করা হয়েছে ব্যাডমিন্টন প্র্যাকটিসের জন্য ইনডোর। যেখানে এখন রমরমিয়ে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পুরুষ ও মহিলা ব্যাডমিন্টন দলের অনুশীলন চলছে। ক্রীড়াপ্রেমী মহল এবং ক্লাব সদস্যরা সাংসদের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন। এই কোর্ট ভবিষ্যতে প্রতিভা গড়ে তুলতে সহায়ক হবে বলে আশা। জেলা ক্রীড়া সংস্থার পক্ষ থেকে জানা যায়, পুরুষ কিম্বা মহিলা ব্যাডমিন্টন দল উচ্চ পর্যায়ের একাধিক প্রতিযোগিতায় অভাবনীয় ফল করে আসছে বেশ কয়েক বছর যাবৎ। অত্যাধুনিক মানের এই সিন্থেটিক কোর্ট বসানোর ফলে খেলার মান আরও উন্নত হবে। ফলে উপকৃত হবে জেলার ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড়রা। এমনকি বাইরে থেকে কোচ এলে এখানে কোচিং চলবে বলে জানা যায়। এই ধরনের সিন্থেটিক কোর্ট জেলার ব্যাডমিন্টন খেলার ক্ষেত্রে অনেকটাই এগিয়ে যাবে বলে আশাবাদী জেলাবাসী।

চাকাইপুরে তৃণমূলে যোগ ১২টি পরিবারের

দুরন্ত বার্তা, রামপুরহাট, ২৬ জুন ঃ কুসুম্বা পঞ্চায়েতের অধীনে চাকাইপুর গ্রামে বারোটি পরিবারের ৭০ জন বিজেপি কর্মী সমর্থক তৃণমূলে যোগদান করলেন। তাদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন বিধায়ক ডক্টর আশীষ বন্দ্যোপাধ্যায়। উল্লেখ্য, এই কুসুম্ব পঞ্চায়েত মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মামার বাড়ি। সম্প্রতি তারাপীঠ-রামপুরহাট উন্নয়ন পর্ষদে (টিআরডিএ) স্থান পেয়েছে এই পঞ্চায়েতের বেশকিছু গ্রাম। তার মধ্যে রয়েছে চাকাইপুর। যারা বিজেপি ছেড়ে সপরিবারে তৃণমূল কংগ্রেসের যোগদান করেছেন তারা হলেন যথাক্রমে মনসা রাম দলুই, রাধেশ্যাম দলুই, ঘনশ্যাম দলুই, পার্থ লেট, তারক লেট, নবীন লেট, জয়ন্ত লেট, বীরেন্দ্র লেট, বিশ্বনাথ মোদক তারাপদ মোদক, সূর্য মোদক, সুনীল লেট। বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগদান করে তাঁরা জানান, মুখ্যমন্ত্রীর উন্নয়ন যজ্ঞে শামিল হতে তাঁরা তৃণমূলে যোগদান করেছেন।

শীঘ্রই চালু হতে চলেছে শান্তিপুর থেকে নবদ্বীপ ঘাট রেল পরিষেবা

দুরন্ত বার্তা, নবদ্বীপ, ২৬ জুন ঃ শীঘ্রই চালু হতে চলেছে শান্তিপুর থেকে নবদ্বীপ ঘাট রেল পরিষেবা। কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে নবদ্বীপ ঘাট পর্যন্ত নতুন রেলপথ নির্মাণ নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন রানাঘাটের সাংসদ জগন্নাথ সরকার। নবদ্বীপ এবং শান্তিপুরবাসীর দীর্ঘদিনের আন্দোলন এই রেলপথ নিয়ে। শেষবার নবদ্বীপ ঘাট থেকে শান্তিপুর পর্যন্ত ন্যারোগেজ ট্রেন চলাচল করেছিল প্রায় বছর দশকেরও বেশি সময় আগে। এরপর ন্যারোগেজ লাইন সরিয়ে ব্রডগেজ লাইন পাতা হয়। তবে হঠাৎ বেশ কিছু কারণবশত থমকে যায় রেলের চাকা। একাধিকবার উঠে আসে রেলের জমি দখলদারির অভিযোগ। এরপর বেশ কয়েক বছর টালবাহানার পরে বছর দুয়েক আগে আবারও নতুন করে ব্রডগেজ লাইন পাতা হয় কৃষ্ণনগর থেকে আম ঘাটা পর্যন্ত। আম ঘাটা স্টেশনটিকে পুনরায় সংস্কার করা হয়। সেবারও ঘটা করে ব্রডগেজ লাইন পেতে খালি ট্রেন এনে করা হয় বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষাও। আধিকারিকেরা জানিয়েছিলেন, খুব শীঘ্রই এই রেল পরিষেবা চালু হবে। তবে সে গুড়ে বালি, আজও সেই রেলপথ দিয়ে গড়াইনি রেলের চাকা। এর পরেই নবদ্বীপ রেলস্টেশন বাঁচাও নামের একটি কমিটি গঠন করা হয়, তাদের দাবি আমঘাটা নয়, পুরনো নবদ্বীপ ঘাট পর্যন্তই চালু করতে হবে রেল পরিষেবা। একাধিক আন্দোলন মিছিল ও বিভিন্ন সরকারি দফতরে ডেপুটেশন জমা দেওয়ার পর অবশেষে নড়েচড়ে বসল রেল। এই বিষয়ে রানাঘাটের সাংসদ জগন্নাথ সরকার বলেন, দীর্ঘদিনের সংগ্রাম নবদ্বীপ ঘাট পর্যন্ত রেল লাইন পৌঁছানোর দাবিতে বহুবার আন্দোলন করা হয়েছে। রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব কথা দিয়েছেন, নবদ্বীপ ঘাট পর্যন্ত রেললাইন তিনি করে দেবেন। এটা আমার জীবনের একটা বড় আশ্বাস, আর এটা কয়েক মাসের মধ্যেই বাস্তবায়িত হওয়ার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন স্বয়ং রেলমন্ত্রী। অপেক্ষায় রইলাম রাজ্য সরকারের সহযোগিতার। রেলের জায়গা দখলদারি মুক্ত করার ন্যূনতম কাজটি যদি করে দেন, তাহলে অতি দ্রুত নবদ্বীপ ঘাট পর্যন্ত রেললাইন চালু হয়ে যাবে। এই বিষয়ে নবদ্বীপ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস কমিটির সভাপতি কল্লোল কর জানান, এই সংগ্রাম এখানকার সাধারণ মানুষেরা করেছে, ১০০ বছরের পুরনো এই রেলপথ তুলে দেওয়া যাবে না। এটি একটি আন্তর্জাতিক জায়গা, সাধারণ মানুষের রুজি রোজগারের প্রশ্ন। এটা দীর্ঘদিনের দাবি সকল সাধারণ মানুষের। এমনকি একটি সংগ্রামী মঞ্চ পর্যন্ত রয়েছে যেখান থেকে আমরা সকলে মিলে লড়াইটা করি। সংগ্রামটা ওঁর নয়, সংগ্রামটা আমাদের, আমাদের এলাকার সমস্ত মানুষের। আমরা পরিস্কার তথ্য চাই ওনার কাছে সেই পত্র প্রকাশ করুন, যে নবদ্বীপ ঘাট স্টেশন মানে কোনটিকে বোঝানো হচ্ছে। আগে যেই নবদ্বীপ ঘাট স্টেশন ছিল সেই স্টেশনকেই বোঝাচ্ছেন নাকি তারা যে সম্প্রতি নতুন ম্যাপ তৈরি করেছে আমঘাটা থেকে অনেকটা দূর দিয়ে নবদ্বীপ ধাম সংলগ্ন যে কালিনগরে গিয়ে রেললাইনকে যুক্ত করার সেটি বোঝাচ্ছেন? আমরা চাই ১০০ বছর আগে নবদ্বীপ ঘাটে যেখানে রেলস্টেশন ছিল সেখানেই যাতে রেলের পরিষেবা শুরু হয়। নবদ্বীপ ঘাট রেলস্টেশন বাঁচাও কমিটির সম্পাদক সুদীপ দেবনাথ

জানান, আমাদের এই রেল নিয়ে তিক্ত অভিজ্ঞতা আছে। এই রেলপথটা সম্পূর্ণ করার স্বীকৃতি পেলেও বেশ কিছু কাজ এগোনোর পরেও আমরা দেখলাম যে আমাদের রেল টা হল না। সেখানে দাঁড়িয়ে আমরা রেল বাঁচাও কমিটি দীর্ঘ এক বছর ধরে ধারাবাহিকভাবে লড়াই সংগ্রাম এমনকি আমরা বিভিন্ন প্রশাসনিক উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছেও আমরা গেছি আমাদের দাবি নিয়ে। এলাকার মানুষের এই যে দাবি সেটি আমরা লিখিত আকারে পেশ করেছি। অধিকারের দাবিতে যে লড়াই আমাদের চলছে সেটা ততদিন পর্যন্ত জারি থাকবে যতদিন না এই রেল আমাদের নবদ্বীপ ঘাট স্টেশন পর্যন্ত আসছে। এই বিষয়ে সাধারণ মানুষেরাও জানান তাদের দীর্ঘদিনের এই দাবি। সামনেই মায়াপুর একটি আন্তর্জাতিক জায়গা অনেকেই রুজি -রোজগার করে খান। রেল পথ চালু হলে কৃষ্ণনগর তথা কলকাতার সঙ্গে যাতায়াত আরো অনেক সুবিধা হবে ব্যবসা-বাণিজ্য বাড়বে।

টিনের ছাউনি থেকে জল পড়ছে, নেই শৌচালয়, কার্যত অচল অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের পরিষেবা

দুরন্ত বার্তা, পূর্বস্থলী, ২৬ জুন ঃ পূর্বস্থলী ১ নম্বর ব্লকের নাদনঘাট থানার অন্তর্গত নসরতপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ গোয়ালপাড়া অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র কার্যত বেহাল

অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে। শিক্ষা ও পুষ্টি পরিষেবার লক্ষ্য নিয়ে গড়ে ওঠা এই কেন্দ্রটির বর্তমানে পরিকাঠামোগত দুরবস্থা চরমে পৌঁছেছে। ফলে, পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন এলাকার শিশু ও মহিলারা। এই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের ঘরটি বহুদিন ধরেই টিনের ছাউনি দিয়ে তৈরি, যা ইতিমধ্যেই বহু জায়গায় ছিদ্র হয়ে গেছে। ফলে বর্ষাকালে টিন ফুটো হয়ে ঘরের মধ্যে অনবরত জল পড়ে। এমন অবস্থায় শিশুদের নিয়ে পাঠদান তো দূরের কথা, রান্না করাও দায় হয়ে ওঠে। জল জমে যাওয়ার কারণে পচা গন্ধ ও নোংরার সৃষ্টি হয়। পরিবেশটি হয়ে ওঠে অস্বাস্থ্যকর। বাধ্য হয়েই প্রায়ই ছুটি ঘোষণা করতে হয় বলে জানিয়েছেন কেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মী তথা অঙ্গনওয়াড়ি দিদিমণি পলি চৌধুরী। শুধু ঘরের অবস্থা নয়, কেন্দ্র পর্যন্ত পৌঁছানোর রাস্তাটিও ভগ্নদশাগ্রস্ত। রাস্তায় কাদা, জল জমে থাকে বছরের একটা বড় সময়। ফলে প্রতিদিন শিশুদের পায়ে হেঁটে এই রাস্তায় চলাচল বিপজ্জনক হয়ে পড়ে। গর্ভবতী মায়েদের ক্ষেত্রে সমস্যা আরও জটিল। হোঁচট খেয়ে পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা প্রায়ই তৈরি হয়। এই কেন্দ্রে নেই কোনও শৌচালয়ও। যার ফলে দিদিমণি, সহায়িকা এবং শিশুদের প্রাত্যহিক জীবনে চরম অস্বস্তির সৃষ্টি হয়েছে। এই গুরুতর সমস্যাগুলি নিয়ে বহুবার সংশ্লিষ্ট প্রশাসন, পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষকে লিখিতভাবে অভিযোগ জানিয়েছেন পলি দেবী। কিন্তু দীর্ঘদিন কেটে গেলেও কোনও স্থায়ী সমাধান মেলেনি। তাঁর কথায়, শুধু লিখে জানিয়ে আর অপেক্ষা করা ছাড়া আমাদের হাতে কিছুই নেই। অথচ প্রতিদিন শিশুরা যেমন কষ্ট পাচ্ছে, আমরাও সেইসঙ্গে অসহায়ভাবে দিন কাটাচ্ছি। একটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র কেবল শিশুদের শিক্ষা ও খাদ্য প্রদান নয়, এলাকার গর্ভবতী মহিলা, সদ্য প্রসূতি মায়েদের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ পরিষেবা প্রদান করে থাকে। কিন্তু পরিকাঠামোর এমন বেহাল দশা থাকলে, সেই সমস্ত দায়িত্ব পালন কার্যত অসম্ভব। তাই দ্রুত সংস্কার ও উন্নয়নের দাবিতে সরব এলাকাবাসীও।

ক্যানেলের ধারে যুবকের দেহ উদ্ধারকে ঘিরে চাঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ২৬ জুন ঃ বর্ধমান শহরের তেজগঞ্জ দাসপাড়া এলাকায় ডিভিসি সেচ ক্যানেলের ধারে এক যুবকের দেহ উদ্ধারে চাঞ্চল্য ছড়াল বৃহস্পতিবার সকালে। মৃত যুবকের নাম সৌমেন দাস। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, বুধবার রাত থেকে সৌমেন নিখোঁজ ছিলেন। সারারাত খোঁজাখুঁজির পরেও তাঁর কোনও হদিস মেলেনি। বৃহস্পতিবার সকালে স্থানীয়রা ক্যানেলের ধারে ভাসমান অবস্থায় একটি দেহ দেখতে পান। খবর দেওয়া হয় বর্ধমান থানায়। পুলিশ এসে দেহটি উদ্ধার করে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। পরিবারের প্রাথমিক অনুমান, কোনওভাবে সৌমেন ক্যানেলে পড়ে গিয়ে ডুবে যান। যদিও পুলিশ জানিয়েছে, মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানার জন্য তদন্ত শুরু হয়েছে। ঘটনার পর এলাকায় শোকের ছায়ার পাশাপাশি রহস্যও দানা বাঁধছে। স্থানীয়দের দাবি, দ্রুত ঘটনার প্রকৃত সত্য উন্মোচন হোক।

Office of The Executive Officer
Purbasthali-I Panchayat Samity
SRIRAMPUR, PURBA BARDHAMAN
NOTICE INVITING e-TENDER

1. **e-Tender Reference No-P-I/19/1040/EO/BEUP/2025-26, Dated-25/06/2025 Tender ID: 2025_ZPHD_870265_1 to 3** has been floated 3 nos. Construction of waiting shed at different place under Purbasthali-I Panchayat Samity- BEUP (2025-26). Look for detail you may visit **www.wbtenders.gov.in** and office notice board.

Sd/- Executive Officer
Purbasthali-I Panchayat Samity
Srirampur, Purba Bardhaman

কুলটিতে জাতীয় সড়কে ধস

দুরন্ত বার্তা, পশ্চিম বর্ধমান, ২৬ জুন ঃ কুলটিতে জাতীয় সড়কের সার্ভিস রোডের কিছুটা অংশ ধসে যাওয়ায় আতঙ্ক ছড়াল। বুধবার রাতে ঘটনাটি ঘটে। সকালে কুলটির চৌরঙ্গি মোড়ে পুরনো ফাঁড়ির কাছে জায়গাটি ব্যারিকেড দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়। উল্লেখ্য, এই ঘটনায় বড়সড় বিপদের হাত থেকে রক্ষা পান পথচলতি মানুষ। এই রাস্তাটি দিয়ে চিত্তরঞ্জন যাওয়া যায়। ফলে বাস, গাড়ির ভিড় লেগেই থাকে এই রাস্তায়। ধস নামায় বৃহস্পতিবারও আতঙ্ক ছড়ায়।

কাটিহার ডিভিশনে স্টেশন টিকেট বুকিং এজেন্ট (এসটিবিএ)

বিজ্ঞপ্তি নং:ঃ সি/৪/১/এমআইএসসি/কেআইআর/এসটিবিএ/টেন্ডার/এনএসজি-৬/২৫।
তারিখ ঃ ২৫-০৬-২০২৫;

ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে কাটিহার ডিভিশনে তিন বছরের জন্য সুধানি, একলাখি, সালমারি, আররিয়া, তেলতা, সোনাইলি, মনিহারি, রাধিকাপুর, কসবা, তেজনারায়ণপুর, গড়বনাইলি, আদিনা, দিল্লি দেওয়ান গঞ্জ, ওল্ড মালদা, বেলাকোবা, সাহজা হল্ট, মালাহর, কনকি, মিলনগড়, রউতারা, মনিয়া, দালান, আমবাড়ী ফালাকাটা, শিলিগুড়ি টাউন, পাঞ্জিপাড়া, তিন মাইল হাট, রাঙাপানী, রাণীনগর জলপাইগুড়ি, মাগুরজান, চটের হাট, ধুমডাঙ্গী, হাটোয়ার, গাইসাল এবং গুঞ্জরিয়া এনএসজি-৬ ক্যাটাগরি স্টেশনের রেলওয়ে স্টেশনগুলোতে স্টেশন টিকিট বুকিং এজেন্ট (এসটিবিএ) নিয়োগের জন্য আবেদনপত্র আহ্বান করা হচ্ছে।

এই আবেদনপত্রের ফর্ম্যাটটি ডাউনলোড করা যেতে পারে অথবা উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, কাটিহার এবং এরিয়া ম্যানেজার, নিউ জলপিগুড়ি -এর অফিস থেকে, প্রতিটি আবেদনপত্রের (অ-ফেরতযোগ্য) মূল্য হিসাবে ডিভিশনাল ক্যাশিয়ার/কাটিহার অথবা নিউ জলপাইগুড়ি, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে -এর কর্তৃক জারি করা শুধুমাত্র ₹ ১,০০০/- (এক হাজার টাকা) মুল্যের রসিদ দাখিলের মাধ্যমে সংগ্রহ করা যেতে পারে। একটি নির্দিষ্ট স্টেশনের জন্য একজন প্রার্থী কেবল একটি আবেদনপত্র জমা দিতে পারবেন।

আবেদনপত্র বিক্রির তারিখ:- ০৭/০৭/২০২৫ তারিখের ১০:০০ টা এবং ১৯/০৮/২০২৫ তারিখের ১২:০০ টা পর্যন্ত সকল কর্মদিবসে। **আবেদনপত্র বাক্সে ফেলা/জমা দেওয়ার তারিখ** (মোম দিয়ে সিল করা অবস্থায়):- ০৭/০৭/২০২৫ তারিখের ১০:০০ টা থেকে ১৯/০৮/২০২৫ তারিখের ১৩:০০ টা পর্যন্ত। **আবেদনপত্রের বাক্স খোলা হবে:-** শুধুমাত্র কাটিহারে ২০/০৮/২০২৫ তারিখে ১১:০০ টায় অ্যাসিস্ট্যান্ট কমার্শিয়াল ম্যানেজার, কাটিহারের চেম্বারে।

উল্লিখিত সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র/আবেদনপত্র উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ওয়েবসাইট **www.nfr.indianrailways.gov.in**/তেও পাওয়া যাবে এবং অফার জমা দেওয়ার জন্য এটি ডাউনলোড করে নথি/আবেদনপত্র হিসেবে ব্যবহার করা যাবে।

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (সি), কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

তাঁত এবং সিল্ক শিল্পকে চাঙ্গা করতে ১০ কোটির শাড়ি কেনার সিদ্ধান্ত

কলকাতা, ২৬ জুন ঃ পুজোর আগে তাঁত এবং সিল্ক শিল্পকে চাঙ্গা করতে রাজ্যের ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি শিল্প দফতর ১০ কোটি টাকার শাড়ি কেনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় শিবির করে সরাসরি তাঁতশিল্পীদের কাছ থেকেই এই শাড়ি সংগ্রহ করা হবে। বস্ত্র দফতরের বিশেষ দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ জানিয়েছেন, রাজ্যজুড়ে থাকা তন্তুজের আউটলেটগুলিতে এই সমস্ত শাড়ি বিক্রি করা হবে। এছাড়া দেশের বিভিন্ন রাজ্যে তন্তুজের ৬৪টি আউটলেটেও বিভিন্ন দামের শাড়ি ও কাপড় মিলবে বলে তিনি জানিয়েছেন। মুর্শিদাবাদ, বাঁকুড়া এবং বীরভূম থেকে ১ কোটি টাকার সিল্ক শাড়ি কেনার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন জেলার ক্লাস্টার থেকে আরও ৬ কোটি টাকার কাপড় সংগ্রহ করবে দফতর। পাশাপাশি, ক্যাম্পের মাধ্যমে সরাসরি ব্যক্তিগত তাঁতশিল্পীদের কাছ থেকেও ১ কোটি টাকার কাপড় কেনা হবে।

রক্ষণাবেক্ষণ সুবিধার বৃদ্ধি

টেণ্ডার নোটিস নং. ডিএলএস এমএলডিটি এনএফআর০৩২০২৫-২০২৬ তারিখঃ ২৩-০৬-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **কাজের নামঃ** বৈদ্যুতিক রেল ইঞ্জীনসমূহ রাখার জন্যে মালদা ডিজেল শেডে রক্ষণাবেক্ষণ সুবিধা বৃদ্ধি। **টেণ্ডার রাশিঃ** ১৯,৩৯,২৮৮/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ৩৮,৮০০/- টাকা। **টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ২২-০৭-২০২৫** তারিখের **১৫.০০** ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেণ্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য **www.nfr.indianrailways.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জ্যেষ্ঠ ডিএমই/ডি/মালদা টাউন
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

e Tender invitation of Rishi Bankim chandra Gram Panchayat under Kakdwip Block, **Nit no.102/3/(e)/RBCGP/XVFC/2025 dated 26/06/2025** publising ,& Last date of droping **07/07/25 before 17 PM** & Tender opening date, **08/07/2025** and Visit in website. **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Rishi Bankim chandra Gram Panchayat

ভারতে টাইমস হায়ার এডুকেশন ইমপ্যাক্ট গ্লোবাল র‍্যাঙ্কিং ২০২৫-এ ৫ম স্থান অর্জন করলো KIIT

- হ্রাসকৃত বৈষম্য বিভাগে প্রথম স্থান
- শান্তি, ন্যায়বিচার এবং শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান বিভাগে প্রথম স্থান
- ভারতে মানসম্মত শিক্ষার ক্ষেত্রে তৃতীয় স্থান

টাইমস হায়ার এডুকেশন (THE) একটি উদ্ভাবনী মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে তাদের সামাজিক প্রভাবের উপর ভিত্তি করে র‍্যাঙ্কিং করে। এই প্রেক্ষাপটে, সামাজিক উন্নয়নে সক্রিয়ভাবে অবদান রাখা বিশ্ববিদ্যালয়গুলি র‍্যাঙ্কিংয়ে অংশগ্রহণ করে। KIIT-DU (https:kiit.ac.in) এই উদ্যোগে ধারাবাহিকভাবে অংশগ্রহণ করেছে এবং প্রতি বছর এর শক্তিশালী কর্মক্ষমতার কারণে এর অবস্থান ক্রমাগত উন্নত হচ্ছে।

এই বছরও, KIIT টাইমস হায়ার এডুকেশন ইমপ্যাক্ট গ্লোবাল র‍্যাঙ্কিং ২০২৫-এ শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছে। তিনটি মূল মানদণ্ডে এর প্রভাবের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়টি স্বীকৃতি পেয়েছে। KIIT-DU বৈষম্য হ্রাসে তার প্রচেষ্টার জন্য (SDG-10) এবং শান্তি, ন্যায়বিচার এবং শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানের প্রতি প্রতিশ্রুতির জন্য (SDG-16) এবং সাশ্রয়ী মূল্যের পরিষ্কার শক্তির (SDG-7) দেশের শীর্ষস্থান অর্জন করেছে। উপরন্তু, মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য (SDG-4) ভারতে এটি তৃতীয় স্থান অর্জন করেছে।

সামগ্রিকভাবে, ইমপ্যাক্ট র‍্যাঙ্কিংয়ে KIIT বিশ্ববিদ্যালয় সমস্ত ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে পঞ্চম স্থানে রয়েছে। বিশ্বব্যাপী, এই বছরের র‍্যাঙ্কিংয়ে এটি ১০১ তম দলে স্থান পেয়েছে, যা জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (SDG) অর্জনে তাদের অবদানের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠানগুলিকে মূল্যায়ন করে।

এই বছর ১৩০টি দেশের ২,৪০০টিরও বেশি বিশ্ববিদ্যালয় এই র‍্যাঙ্কিংয়ে অংশগ্রহণ করেছে।

KIIT এবং KISS-এর প্রতিষ্ঠাতা **ডঃ অচ্যুত সামন্ত** (https://achyutasamanta.com/) চিত্তাকর্ষক র‍্যাঙ্কিংয়ের প্রশংসা করেছেন। তিনি বলেন, ''যদিও KIIT-এর শুরুটা খুবই নম্র ছিল, তবুও এটি সমস্ত স্বীকৃতি এবং র‍্যাঙ্কিংয়ে বিশ্বব্যাপী তার স্থান দখল করেছে, এটি এখন বিশ্বব্যাপী সেরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সাথে তুলনীয় মর্যাদা অর্জন করেছে। ভারতে, এটি একটি শীর্ষস্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলেছে।'' এই র‍্যাঙ্কিংয়ে KIIT-এর ধারাবাহিক সাফল্য ধারাবাহিক শিক্ষা, স্থায়িত্ব, অন্তর্ভুক্তি এবং বিশ্বব্যাপী সহযোগিতার ক্ষেত্রে উৎকর্ষতার প্রতি তার প্রতিশ্রুতি প্রদর্শন করে, তিনি বলেন।

বিজ্ঞপ্তি

প্রিজম কম্পিউটেক এলএলপি
নিবন্ধিত কার্যালয়:-ফ্ল্যাট 6/সি 3, খেলাত বাবু লেন, কলকাতা- 700037, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
এলএলপিআইএন এসিএম -3729 ইমেইল: prismcomputech@gmail.com

লিমিটেড লায়াবিলিটি পার্টনারশিপ অ্যাক্ট, 2008 এর ধারা 13 এর উপধারা (3) এবং লিমিটেড লায়াবিলিটি পার্টনারশিপ রুলস, 2009 এর বিধি 17 এর ক্ষেত্রে।

লিমিটেড লায়াবিলিটি পার্টনারশিপ অ্যাক্ট, 2008, ধারা 13(3) এর ক্ষেত্রে এবং **প্রিজম কম্পিউটেক এলএলপি**-র নিবন্ধিত কার্যালয় **ফ্ল্যাট 6/সি 3, খেলাত বাবু লেন, কলকাতা**-700037, আবেদনকারীর ক্ষেত্রে

এতদ্বারা সাধারণ জনগণকে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে এলএলপি লিমিটেড লায়াবিলিটি পার্টনারশিপ অ্যাক্ট, 2008-এর ধারা 13 (3) এর অধীনে রেজিস্ট্রার অফ কোম্পানিজ, কলকাতার কাছে **"পশ্চিমবঙ্গ"** রাজ্য থেকে **"মহারাষ্ট্র"** রাজ্যে তার নিবন্ধিত কার্যালয় পরিবর্তনের অনুমতি চেয়ে একটি আবেদন করার প্রস্তাব করেছে।

এলএলপির নিবন্ধিত কার্যালয়ের প্রস্তাবিত পরিবর্তনের ফলে যার স্বার্থ প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তিনি এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে 21 (একুশ) দিনের মধ্যে, আহমেদাবাদের রেজিস্ট্রার অফ কোম্পানিজ-এর কাছে একটি অনুলিপি সহ আবেদনকারী এলএলপির নীচে উল্লিখিত ঠিকানায় তার নিবন্ধিত কার্যালয়ে তার/ তাহার আগ্রহের প্রকৃতি এবং বিরোধিতার কারণ উল্লেখ করে একটি হলফনামা দ্বারা সমর্থিত তার/ তাহার আপত্তি নিবন্ধিত ডাকযোগে জমা দিতে বা পাঠাতে পারেন।

ফ্ল্যাট 6/ সি 3, খেলাত বাবু লেন, কলকাতা- 700037
ইমেইল আইডিঃ prismcomputech@gmail.com

প্রিজম কম্পিউটেক এলএলপি এর পক্ষে
এসডি /-
অমিতকুমার কোটেচা
(মনোনীত অংশীদার)
ডিআইএন : 08395401

তারিখ : 27.06.2025

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (E)/LTG/Z-I, KMC** invites e-tender online percentage bid system for the following works :

(1) NIT No. : LTG/118/WD-16/BR-II/Z-I/25-26
Name of the work : **Repairing of road side garden street lighting arrangements at Goabagan CIT Park in Ward No. 16**; Estimated Amount : ₹ **1,49,004.90**; Earnest Money : ₹ **3,000.00**; Period of completion : **20 Days**; Last date and time of submission of bid : **07.07.2025 (12 Noon)**.

(2) NIT No. : LTG/153/UMM/BR-III/Z-I/25-26
Name of the work : **Repairing and replacement of electrical wiring and accessories at Ultadanga Municipal Market in Ward No. 13 under Br.-III**; Estimated Amount : ₹ **1,80,342.17**; Earnest Money : ₹ **4,000.00**; Period of completion : **30 Days**; Last date and time of submission of bid : **07.07.2025 (1 pm)**; The bid forms and other details are available on and from **26.06.2025 (12 Noon) (For Sl. No. 1 & 2)**; The website **https://wbtenders.gov.in (For Sl. No. 1 & 2)**.

(3) NIT No. : LTG/154/WD-29/BR-III/Z-I/25-26
Name of the work : **Improvement work of street lighting arrangement at Narkeldanga Main Road and other places in Ward No. 29**; Estimated Amount : ₹ **4,92,133.42**; Earnest Money : ₹ **10,000.00**; Period of completion : **30 Days**.

(4) NIT No. : LTG/155/WD-30/BR-III/Z-I/25-26
Name of the work : **Improvement work of street lighting arrangement at Narkeldanga North Road and other places in Ward No. 30**; Estimated Amount : ₹ **4,94,230.17**; Earnest Money : ₹ **10,000.00**; Period of completion : **30 Days**.

(5) NIT No. : LTG/162/WD-29/BR-III/Z-I/25-26
Name of the work : **Repairing & replacement work of road side garden lighting arrangement at Canal East Road and other places in Ward No. 29**; Estimated Amount : ₹ **1,81,156.67**; Earnest Money : ₹ **4,000.00**; Period of completion : **30 Days**; Last date of submission of bid : **08.07.2025 (1 pm) (For Sl. No. 3 to 5)**; The bid forms and other details are available on and from **28.06.2025 (5 pm) (For Sl. No. 3 to 5)**; The website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 3 to 5)**.

The **Executive Engineer (Electrical) / Lighting / Zone-VI, KMC** invites e-tender online two bid system for following works :

(1) NIT No. : KMC/EE(E)/Z-VI/124/16/25-26 (1st Call)
Name of work : **Improvement of street lighting system at M.G. Road bye lane, AJC Bose Road bye lane and other different areas in Ward No. 124**; Estimated Amount : ₹ **4,61,636.00**; Earnest Money : ₹ **9,300.00**; Period of completion : **25 Days**.

(2) NIT No. : KMC/EE(E)/Z-VI/124/17/25-26 (1st Call)
Name of work : **Repairing and renovation work of street lighting system at AJC Bose Road, 27 Pally Road and other different areas in Ward No. 124**; Estimated Amount : ₹ **4,40,659.00**; Earnest Money : ₹ **8,900.00**; Period of completion : **21 Days**.

(3) NIT No. : KMC/EE(E)/Z-VI/143/15/25-26 (1st Call)
Name of work : **Development of street lighting system at Arabinda Nagar - II, Nalanda Park, Bidhan Pally and other areas in Ward No. 143**; Estimated Amount : ₹ **4,84,730.00**; Earnest Money : ₹ **9,700.00**; Period of completion : **30 Days**.

(4) NIT No. : KMC/EE(E)/Z-VI/143/16/25-26 (1st Call)
Name of work : **Repairing and renovation work of street lighting system at Srijani, Kalitala, Kolua and other different areas in Ward No. 143**; Estimated Amount : ₹ **4,31,192.00**; Earnest Money : ₹ **8,700.00**; Period of completion : **21 Days**.

(5) NIT No. : KMC/EE(E)/Z-VI/333/LGB/25-26 (1st Call)
Name of work : **Supply and installation of LED glow sign board with necessary electrical connection at Br.-XVI office building and Abahan Community Hall under Br.-XVI**; Estimated Amount : ₹ **4,80,414.00**; Earnest Money : ₹ **9,700.00**; Period of completion : **30 Days**.

(6) NIT No. : KMC/EE(E)/Z-VI/333/FEGB/25-26 (1st Call)
Name of work : **Supply and installation of fire extinguisher and glow sign board with necessary electrical connection at Ward Health Units, Wellness Centre, X-Ray Room and Polyclinic under Br.-XVI**; Estimated Amount : ₹ **3,43,472.00**; Earnest Money : ₹ **6,900.00**; Period of completion : **25 Days**.

(7) NIT No. : KMC/EE(E)/Z-VI/333/JL1/25-26 (1st Call)
Name of work : **Improvement of street lighting system from Gandhi Road crossing to Diamond Park at James Long Saraniunder Br.-XVI**; Estimated Amount : ₹ **4,92,641.00**; Earnest Money : ₹ **9,900.00**; Period of completion : **21 Days**.

(8) NIT No. : KMC/EE(E)/Z-VI/333/JL2/25-26
Name of work : **Improvement of street lighting system from Chowrasta to Sakher Bazar at James Long Sarani under Br.-XVI**; Estimated Amount : ₹ **4,91,241.00**; Earnest Money : ₹ **9,900.00**; Period of completion : **21 Days**; Last date and time of submission of bid : **09.07.2025 - 12 Noon (For Sl. No. 1 to 8)**; Date of tender opening for technical purpose : **11.07.2025 - 12 Noon (For Sl. No. 1 to 8)**; The bid forms and other details are available on and from **28.06.2025 (6 pm) (For Sl. No. 1 to 8)**; The website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 8)**.

The **Executive Engineer (E)/Electricity, KMC** invites e-tender online item rate two bid system for following works :

(1) NIT No. : KMC/Elect/Ely/Estm-06/25-26 (1st Call)
Name of work : **Supply of retrofit LED tube light for different site under Electricity Department like vigilance, MM Court, Roads, Lighting and Electricity etc. under KMC**; Estimate Amount : ₹ **2,57,786.34**; Earnest Money : ₹ **5,200.00**; Period of completion : **15 Days**.

(2) NIT No. : KMC/Elect/Ely/Estm-17/25-26 (1st Call)
Name of work : **Supply and installation of water commercial type UV based cooler purifier cum cooler for new market new complex site under KMC**; Estimate Amount : ₹ **1,38,356.10**; Earnest Money : ₹ **2,800.00**; Period of completion : **07 Days**.

(3) NIT No. : KMC/Elect/Ely/Estm-25/25-26 (1st Call)
Name of work : **Repairing and renovation of three numbers of electrical panels at ground floor of HUDCO Building under KMC**; Estimate Amount : ₹ **4,87,655.27**; Earnest Money : ₹ **9,800.00**; Period of completion : **20 Days**.

(4) NIT No. : KMC/Ely/Estm-35/25-26 (1st Call)
Name of work : **Supply of LED tube light, Street lights, Ceiling fans and other electrical accessories fo STKMTB Hospital (Boral) under KMC**; Estimate Amount : ₹ **4,75,544.36**; Earnest Money : ₹ **9,600.00**; Period of completion : **15 Days**.

(5) NIT No. : KMC/Ely/Estm-36/25-26 (1st Call)
Name of work : **Supply and installation of LED street lights, Earthing, Cable and other electrical accessories along with painting at Maddox Square Park under KMC**; Estimate Amount : ₹ **4,86,428.12**; Earnest Money : ₹ **9,730.00**; Period of completion : **15 Days**.

(6) NIT No. : KMC/Elect/Ely/Estm-84/24-25 (1st Call)
Name of work : **Supply and installation of MCCB on Emergency Panel at IT Building supplying power to server UPS under KMC**; Estimate Amount : ₹ **1,16,809.91**; Earnest Money : ₹ **2,400.00**; Period of completion : **15 Days**; Last date and time of submission of bid : **08.07.2025 upto 4 pm (For Sl. No. 1 to 6)**; The bid forms and other details are available on and from **30.06.2025 (For Sl. No. 1 to 6)**; The website **https://wbtenders.gov.in (For Sl. No. 1 to 6)**. 530/25-26

অস্ত্রোপচার সফল, দ্রুত মাঠে ফেরার জন্য মুখিয়ে সূর্যকুমার

মিউনিখ, ২৬ জুনঃ মুম্বই প্রিমিয়ার লিগ চলছে। খেলতেও শুরু করেছিলেন তিনি। তারই মাঝে হঠাৎই বিদেশ পাড়ি দিতে হয়েছিল। কেন যাচ্ছেন, তা নিয়ে শুরু হয়েছিল চর্চা। জানা গিয়েছিল, আবার স্পোর্টস হার্নিয়া হয়েছে তাঁর। জার্মানির মিউনিখে সফল অস্ত্রোপচার হয়েছে সূর্যকুমার যাদবের। তিনি জানিয়েছেন, সুস্থ আছেন। দ্রুত মাঠে ফেরার জন্য মুখিয়ে রয়েছেন। রোহিত শর্মা টি-টোয়েন্টি থেকে অবসর নেওয়ার পর তাঁকেই ক্যাপ্টেন বাছা হয়েছে। ওয়ান ডে ফর্ম্যাট থেকে রোহিত সরে দাঁড়ালে তাঁকেই দেওয়া হতে

পারে পুরো সাদা বলের নেতৃত্ব। ইন্সটাগ্রাম পোস্টে সূর্যকুমার লিখেছেন, 'ডানদিকে লোয়ার অ্যাবডমেনে স্পোর্টস হার্নিয়া হয়েছিল। সফল অস্ত্রোপচার হয়েছে। সুস্থ হয়ে ওঠার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছে। নতুন করে মাঠে ফেরার জন্য মুখিয়ে আছি।' সূর্যর ইন্সটা পোস্টের পর স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন অনেকেই। সূত্রের খবর, দেশে ফিরে দু'সপ্তাহের মধ্যে বেঙ্গালুরুতে বিসিসিআইয়ের সেন্টার অফ এক্সিলেন্সে যোগ দিতে চলেছেন বছর চৌত্রিশের ক্রিকেটার। উল্লেখ্য, এই প্রথম নয়। এর আগেও সূর্যকুমারকে অপারেশন টেবিলে শুতে হয়েছে। তিন বছরে এটা তৃতীয় সার্জারি। ২০২৩ সালে গোড়ালিতে অস্ত্রোপচারের পর গত বছরও স্পোর্টস হার্নিয়া হয়েছিল সূর্যর। সে বারও জার্মানির মিউনিখ থেকেই অপারেশন করিয়েছিলেন। মাঠে ফিরেওছিলেন দ্রুত। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপজয়ী দলের সদস্যও ছিলেন। একটাই প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে, কবে নাগাদ ফিরতে পারেন সূর্য? যা জানা যাচ্ছে, মাস দুয়েক ক্রিকেট থেকে দূরে থাকতে হবে তাঁকে। টেস্ট সিরিজ শেষ হওয়ার পর ৩টে করে ওয়ান ডে এবং টি-টোয়েন্টি ম্যাচের সিরিজ খেলবে ভারত ও ইংল্যান্ড। ওই সিরিজে খেলতে পারবেন না তিনি। তবে তার পরেই সুস্থ হয়ে উঠবেন, এমনই মনে করা হচ্ছে। প্রসঙ্গত, আইপিএলে ভাল ফর্মে ছিলেন টিম ইন্ডিয়ার মিডল অর্ডার ব্যাটসম্যান। করেছেন ৭১৭ রান। অরেঞ্জ ক্যাপ না জুটলেও দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রান তাঁরই দখলে। মুম্বই ইন্ডিয়ান্স প্লে-অফে ওঠে। কিন্তু পাঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ারে হেরে বিদায় নেয়।

আইপিএলে দোলাচলের পর ঘরোয়া ক্রিকেটে স্থিরতা খুঁজছেন রানা!

নয়াদিল্লি, ২৬ জুনঃ ঘরোয়া ক্রিকেটে দল বদলের জোয়ার চলছেই। কেউ নিজের রাজ্য ছেড়ে অন্য দলে সুযোগ খুঁজছেন, কেউ আবার দীর্ঘদিন পর ফেরার পথে। ঠিক যেমনটা করেছেন কলকাতা নাইট রাইডার্সের প্রাক্তন অধিনায়ক নীতীশ রানা। গত দু'বছর উত্তরপ্রদেশের হয়ে খেললেও, ফের নিজের ঘর দিল্লিতে ফিরতে চলেছেন এই বাঁহাতি ব্যাটার। নীতীশ রানা শুধু আইপিএলের পরিচিত মুখ নন, বরং দিল্লির ক্রিকেট ইতিহাসে একজন গুরুত্বপূর্ণ নাম। এক সময় দিল্লি রঞ্জি দলের অধিনায়কত্বও করেছেন তিনি। কিন্তু নিয়মিত প্রথম একাদশে সুযোগ না পাওয়ার হতাশা থেকে ২০২৩ সালে নিজের জন্মস্থান ছেড়ে যোগ দেন উত্তরপ্রদেশে। তখন তাঁর বয়স ২৯, ক্যারিয়ারের মাঝপথে দাঁড়িয়ে এক নতুন শুরু করার চেষ্টা করেছিলেন তিনি। তবে সেই সিদ্ধান্ত খুব একটা সুফল বয়ে আনেনি। সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতে ৯ ম্যাচে মাত্র ১১১ রান, বিজয় হাজারেতে সুযোগ পান মাত্র দু'টি ম্যাচে, যেখানে করেছেন মাত্র ১৭ রান। রঞ্জি ট্রফিতেও নিজেকে প্রমাণ করতে পারেননি, চার ম্যাচে ১৫০ রানে থেমে গিয়েছেন। এই পারফরম্যান্সেই বুঝে যান, হয়ত নিজের চেনা পরিবেশে ফেরাটাই সেরা উপায়। নীতীশের ছোটবেলার কোচ সঞ্জয় ভরদ্বাজ স্পষ্ট ভাষায় বলছেন, ''ওকে আমি বলেছিলাম, উত্তরপ্রদেশে না খেলতে। ওখানে ও নিজের স্বাভাবিক খেলা খেলতে পারছিল না। দিল্লির মাটিতে ও বেড়ে উঠেছে, এখানেই ওর ক্রিকেট-জীবনের শিকড়। ফলে নিজের রাজ্যে ফেরাটা ওর জন্য ঠিক সিদ্ধান্ত।'' ভরদ্বাজের হাতে তৈরি হয়েছে একাধিক আন্তর্জাতিক তারকা। গৌতম গম্ভীর থেকে শুরু করে অমিত মিশ্র, যোগিন্দর শর্মা, উন্মুক্ত চন্দ কিংবা প্রিয়াংশ আর্য। তাই রানা সম্পর্কে তাঁর বক্তব্যে ওজন থাকেই। তাঁর মতে, এখনই যদিও দিল্লির একাদশে জায়গা

পাওয়ার নিশ্চয়তা নেই, তবে চেষ্টায় কোনো খামতি রাখছেন না নীতীশ। দিল্লি রঞ্জি দলের বর্তমান কাঠামো গত দু'মরসুমে অনেকটাই স্থির হয়ে গেছে। নীতীশ চলে যাওয়ার পর উদীয়মান ক্রিকেটাররা নিজেদের জায়গা পাকা করেছে। সেই বাস্তবতা মেনেই ভরদ্বাজ বলছেন, ওকে জায়গা তৈরি করে নিতে হবে। আবার নতুন করে লড়তে হবে। এসেই একাদশে ঢোকা সহজ হবে না। তবে নিজের জায়গাটা ও জানে, তাই সুবিধাও হতে পারে। নীতীশের আইপিএল কেরিয়ারও এই সময় প্রশ্নের মুখে দাঁড়িয়ে। কেকেআর তাঁকে ধরে রাখেনি, রাজস্থান রয়্যালস তাঁকে দলে নিয়েছিল ঠিকই, তবে চোট ও ফর্ম মিলিয়ে বেশি সুযোগ পাননি। তবু দলবদলের বাজারে তাঁর অভিজ্ঞতা এবং নেতৃত্বগুণ এখনও আকর্ষণীয়। নিজের ঘর তো নিজেরই হয়-নীতীশের এই সহজ অথচ আবেগঘন উক্তির মধ্যেই লুকিয়ে আছে একজন ক্রিকেটারের আত্মবিশ্বাস এবং ঘুরে দাঁড়ানোর আকাঙ্ক্ষা। কখনও পরিসংখ্যান, কখনও চোট সব কিছু ভুলিয়ে ফের নিজের রাজ্যে ফিরে আসা মানে শুধুই এক ক্রিকেটীয় সিদ্ধান্ত নয়, বরং এক আত্মিক সংযোগের পুনঃআবিষ্কার। দিল্লিতে ফেরার লড়াই শুরু হচ্ছে আবার। মাঠে নিজের জায়গা ফিরে পেতে সময় লাগবে ঠিকই, কিন্তু ৩১ বছর বয়সী এই ক্রিকেটার জানেন-সময় এখনও আছে, জেদটুকুই দরকার।

চোটের ধাক্কায় দ্বিতীয় টেস্টে অনিশ্চিত সাই সুদর্শন

বার্মিংহ্যাম, ২৬ জুনঃ ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে পাঁচ ম্যাচের টেস্ট সিরিজের প্রথম ম্যাচেই লজ্জাজনক হারের সম্মুখীন হয়েছে ভারতীয় দল। হেডিংলেতে অনুষ্ঠিত প্রথম টেস্টে ব্যাটিং ও বোলিং দুই বিভাগেই ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে টিম ইন্ডিয়া। বিশেষ করে টপ অর্ডারের ব্যর্থতা ও অভিজ্ঞতার অভাব চোখে পড়েছে সকলের। এর মধ্যেই দ্বিতীয় টেস্টের আগে নতুন করে চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে সাই সুদর্শনের চোট। আইপিএল ২০২৫ সিজনে সর্বোচ্চ রান করার সুবাদে প্রথমবারের জন্য ভারতের টেস্ট দলে জায়গা পেয়েছেন সাই সুদর্শন। অভিষেক টেস্টেই হেডিংলেতে সুযোগ পান তিনি। প্রথম ইনিংসে ব্যর্থ হলেও দ্বিতীয় ইনিংসে ৩০ রানের সংযোজন করেন। যদিও সেই ইনিংস ভারতকে হার থেকে বাঁচাতে পারেনি, তবুও সুদর্শনের আত্মবিশ্বাস ও স্কিল ছিল নজরকাড়া। কিন্তু টেস্টের শেষ দিনে ফিল্ডিং করার সময় কাঁধে চোট পান তিনি। ফিল্ডিং ছেড়ে মাঠ ছাড়েন এবং তাঁর পরিবর্তে নীতীশ কুমার রেড্ডি ফিল্ডিংয়ে নামেন। এরপর পুরো দিনেই আর মাঠে নামতে দেখা যায়নি সুদর্শনকে। 'রেভ স্পোর্টস'-এর একটি প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, সুদর্শনের চোট গুরুতর না হলেও তিনি এখনও সম্পূর্ণ ফিট নন এবং এজবাস্টনে ২ জুলাই শুরু হতে চলা দ্বিতীয় টেস্টে তাঁর খেলা নিয়ে অনিশ্চয়তা রয়েছে। ভারতীয় শিবিরের তরফ থেকে এখনও এই বিষয়ে কোনও আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দেওয়া হয়নি। তবে ম্যাচের মাঝে বা সিরিজ চলাকালীন এই ধরনের চোট যে দলের ভারসাম্য নষ্ট করে দিতে পারে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। যদি সুদর্শন দ্বিতীয় টেস্টে খেলতে না পারেন, তা হলে তাঁর জায়গায় বেশ কয়েকটি বিকল্প রয়েছে টিম ম্যানেজমেন্টের হাতে। হেডিংলেতে সুদর্শন তিন নম্বরে ব্যাট করেছিলেন। সেই জায়গায় অধিনায়ক শুভমন গিলকে ফেরানো যেতে পারে, কারণ তিন নম্বরে ব্যাট করতেই অভ্যস্ত তিনি এবং এর আগে সেই জায়গায় ভাল

সাফল্যও পেয়েছেন। সে ক্ষেত্রে গিলের চার নম্বরে নামার পরিবর্তে কেউ নতুন ব্যাটার ঢুকতে পারেন একাদশে। এছাড়াও করুণ নায়ার হতে পারেন আরেকটি সম্ভাব্য বিকল্প। প্রথম টেস্টে ছ'নম্বরে ব্যাট করেছিলেন করুণ। তবে তাঁর অভিজ্ঞতা ও আগের পারফরম্যান্স তাঁকে তিন নম্বরের জন্যও বিবেচনায় আনতে পারে টিম ম্যানেজমেন্ট। আবার বাংলার অভিমন্যু ঈশ্বরণকেও একাদশে আনার সম্ভাবনা রয়েছে। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে নিয়মিত রান করে আসা এই ব্যাটার এখনও পর্যন্ত টেস্ট অভিষেক করতে পারেননি। তবে এই সুযোগ তাঁর জন্য হতে পারে টার্নিং পয়েন্ট। নীতীশ কুমার রেড্ডিও একাদশে জায়গা পাওয়ার দৌড়ে রয়েছেন। সুদর্শনের পরিবর্তে যেভাবে ফিল্ডিংয়ে নেমে দায়িত্ব পালন করেছেন, তাতে তাঁর প্রতি টিম ম্যানেজমেন্টের আস্থা তৈরি হয়েছে। যদিও ব্যাট হাতে আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা না থাকায় তাঁর ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা কিছুটা ঝুঁকির হতে পারে। এই মুহূর্তে টেস্ট সিরিজে পিছিয়ে রয়েছে ভারত। ইংল্যান্ডের মতো প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে ঘুরে দাঁড়াতে গেলে দলের ব্যাটিং অর্ডারে স্থিরতা এবং টপ অর্ডারে আক্রমণাত্মক মনোভাব খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই সুদর্শনের মতো তরুণ প্রতিভার চোট দলের পরিকল্পনায় প্রভাব ফেলতে বাধ্য। তবে ২ জুলাইয়ের আগে হাতে কিছুদিন সময় রয়েছে। যদি সুদর্শন দ্রুত চোট কাটিয়ে ওঠেন, তবে তিন নম্বরে তাঁকেই দেখা যেতে পারে দ্বিতীয় টেস্টে। না হলে করুণ, ঈশ্বরণ বা গিল- কেউ একজন পূরণ করবেন সেই শূন্যস্থান। সিরিজে সমতা ফেরাতে দ্বিতীয় টেস্ট ভারতের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেই লড়াইয়ে সুদর্শনের থাকা বা না-থাকা, দুই-ই বড় ফ্যাক্টর হয়ে উঠতে পারে। অন্যদিকে লিডস টেস্টে ইংল্যান্ডের কাছে ভারতের হারের একদিনের মাথায় বড়সড় সিদ্ধান্ত নিল ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট। ইংল্যান্ড সফরে সদ্য অন্তর্ভুক্ত হওয়া তরুণ পেসার হর্ষিত রানাকে টেস্ট স্কোয়াড থেকে ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। যদিও তাঁকে প্রথম টেস্টে ব্যাকআপ পেসার হিসেবে দলে রাখা হয়েছিল, বাস্তবে কোনও ম্যাচে খেলার সুযোগই পাননি তিনি। বার্মিংহামের উদ্দেশ্যে ভারতীয় দল রওনা দিলেও, সেই দলে ছিলেন না হর্ষিত। এই সিদ্ধান্ত ঘিরে উঠেছে একাধিক প্রশ্ন। কেন তাঁকে দলে নেওয়া হল? আর কেনই বা এত তাড়াতাড়ি ছেড়ে দেওয়া হল? ক্রিকেট বিশেষজ্ঞ থেকে শুরু করে সমর্থক, সকলের মনেই তৈরি হয়েছে ধোঁয়াশা। আইপিএলে কলকাতা নাইট রাইডার্সের হয়ে খেলার সময় থেকেই হর্ষিত রানার প্রতি কোচ গৌতম গম্ভীরের আগ্রহ ছিল স্পষ্ট। গম্ভীরের কোচিংয়ে, অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে টেস্ট অভিষেকও হয়েছে তাঁর। যদিও এখন পর্যন্ত টেস্টে বলার মতো পারফরম্যান্স করতে পারেননি তিনি। সম্প্রতি ইন্ডিয়া 'এ' দলের হয়ে ইংল্যান্ড লায়ন্সের বিরুদ্ধে ক্যান্টারবেরিতে ২৭ ওভারে ৯৯ রান দিয়ে মাত্র এক উইকেট পান হর্ষিত। তবুও তাঁকে মুকেশ কুমার ও অনশুল কম্বোজের মতো পরীক্ষিত পেসারদের বদলে ইংল্যান্ড সফরের মূল স্কোয়াডে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই সিদ্ধান্ত অনেকের কাছেই অবাক করার মতো।

জকোভিচের আয় ২ হাজার কোটি টাকার বেশি, সেরেনার ১ হাজার কোটি

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

শুধু জনপ্রিয়তা নয়, আয়ের দিক থেকেও বিশ্বের সবচেয়ে আকর্ষণীয় খেলাগুলোর একটি টেনিস। নোভাক জকোভিচ থেকে হালের আরিনা সাবালেঙ্কারা গ্র্যান্ড স্লাম কিংবা অন্য টুর্নামেন্ট জিতে কেমন প্রাইজমানি পান, সেটা তো টুর্নামেন্টের শুরু বা শেষেই সবাই জেনে যান। তবে টেনিস থেকে শুধু প্রাইজমানির হিসাবে এখন

শীর্ষ ১০ পুরুষ

প্রাইজমানি থেকে সবচেয়ে বেশি আয়

	খেলোয়াড়	ক্যারিয়ারে আয় (ডলার)
১	নোভাক জোকোভিচ	১৮ কোটি ৭৮ লাখ ৭০ হাজার ৯৮৬
২	রাফায়েল নাদাল	১৩ কোটি ৪৯ লাখ ৪৬ হাজার ১০০
৩	রজার ফেদেরার	১৩ কোটি ৫ লাখ ৯৪ হাজার ৩৩৯
৪	অ্যান্ডি মারে	৬ কোটি ৪৬ লাখ ৮৭ হাজার ৫৪২
৫	আলেক্সান্দার জভেরভ	৫ কোটি ৩৬ লাখ ৭৩ হাজার ৮৫৭
৬	দানিল মেদভেদেভ	৪ কোটি ৬৬ লাখ ৮৯ হাজার ৩৭৭
৭	কার্লোস আলকারাজ	৪ কোটি ৫২ লাখ ৭৭ হাজার ২৬৪
৮	পিট স্যাম্প্রাস	৪ কোটি ৩২ লাখ ৮০ হাজার ৬৮১
৯	ইয়ানিক সিনার	৪ কোটি ১৫ লাখ ৬৬ হাজার ৯৯৭
১০	স্তান ভাভরিঙ্কা	৩ কোটি ৭৬ লাখ ৪ হাজার ৬৮৪

সূত্র—এটিপি

পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি আয় কার? রজার ফেডেরার কিংবা সেরেনা উইলিয়ামসের মতো কিংবদন্তিরা ক্যারিয়ারে প্রাইজমানি হিসেবে কী পরিমাণ অর্থ আয় করেছেন, সে প্রশ্ন অনেকেরই। ক্যারিয়ার প্রাইজমানির সঙ্গে খেলোয়াড়দের মোট আয়ের পার্থক্য আছে। বিভিন্ন টুর্নামেন্টে খেলে ও জিতে খেলোয়াড়েরা যে পরিমাণ অর্থ আয় করেন, সেটা

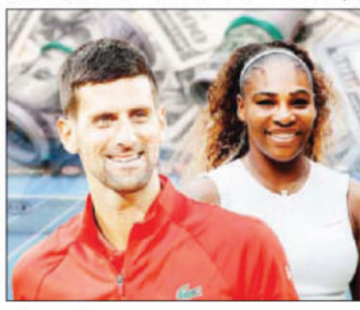

প্রাইজমানি। মোট আয়ের মধ্যে রয়েছে সেই খেলোয়াড়ের বিভিন্ন স্পনসর, এনডোর্সমেন্ট, পণ্যদূত, বিজ্ঞাপনসহ বিভিন্ন খাত থেকে আয়ের অঙ্ক। ছেলেদের পেশাদার টেনিসের সর্বোচ্চ সংস্থা দ্য অ্যাসোসিয়েশন অব টেনিস প্রফেশনালসের (এটিপি) হিসাব অনুযায়ী, পুরুষ খেলোয়াড়দের মধ্যে ক্যারিয়ারে সবচেয়ে বেশি প্রাইজমানি আয় করেছেন সার্বিয়ান কিংবদন্তি নোভাক জকোভিচ। ছেলেদের টেনিসে সর্বোচ্চ ২৪ গ্র্যান্ড স্লামজয়ী জকোভিচ ক্যারিয়ারে এ পর্যন্ত ১৮ কোটি ৭৮ লাখ ৭০ হাজার ৯৮৬ ডলার আয় করেছেন (ভারতীয় মুদ্রায় ২ হাজার ২২ কোটি ৮৬ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা)। ২২ গ্র্যান্ড স্লামজয়ী রাফায়েল নাদাল প্রাইজমানি আয়ে ছেলেদের মধ্যে দ্বিতীয়। স্প্যানিশ কিংবদন্তি ১৩ কোটি ৪৯ লাখ ৪৬ হাজার ১০০ ডলার আয় করেছেন। ২০ গ্র্যান্ড স্লামজয়ী ফেডেরার প্রাইজমানি থেকে আয় করেছেন ১৩ কোটি ৫ লাখ ৯৪ হাজার ৩৩৯ ডলার। মেয়েদের টেনিসে প্রাইজমানি থেকে সর্বোচ্চ আয় করেছেন ২৩ গ্র্যান্ড স্লামজয়ী যুক্তরাস্ট্রের কিংবদন্তি সেরেনা উইলিয়ামস। ৯ কোটি ৪৮ লাখ ১৬ হাজার ৭৩০ ডলার আয় করেছেন সেরেনা, ভারতীয় মুদ্রায় যা ১ হাজার ৫ কোটি ১৯ লক্ষ টাকা। তাঁর বোন ৭ বার গ্র্যান্ড স্লামজয়ী ভেনাস উইলিয়ামস প্রাইজমানি থেকে

শীর্ষ ১০ নারী

প্রাইজমানি থেকে সবচেয়ে বেশি আয়

	খেলোয়াড়	ক্যারিয়ারে আয় (ডলার)
১	সেরেনা উইলিয়ামস	৯ কোটি ৪৮ লাখ ১৬ হাজার ৭৩০
২	ভেনাস উইলিয়ামস	৪ কোটি ২৬ লাখ ৪৮ হাজার ৫৭৮
৩	সিমোনা হালেপ	৪ কোটি ২ লাখ ৩৬ হাজার ৬১৮
৪	মারিয়া শারাপোভা	৩ কোটি ৮৭ লাখ ৭৭ হাজার ৯৬২
৫	ভিক্টোরিয়া আজারেঙ্কা	৩ কোটি ৮৫ লাখ ৩২ হাজার ৮৬০
৬	পেত্রা কেভিতোভা	৩ কোটি ৭৪ লাখ ৫৪ হাজার ১৫০
৭	ক্যারোলিন ওজনিয়াকি	৩ কোটি ৬৪ লাখ ৪১ হাজার ৮৬৮
৮	ইগা সিওন্তেক	৩ কোটি ৬৩ লাখ ৭২ হাজার ৪৯৮
৯	আরিনা সাবালেঙ্কা	৩ কোটি ৬০ লাখ ২৩ হাজার ৭১১
১০	অ্যাঞ্জেলিক কেরবার	৩ কোটি ২৫ লাখ ১৯ হাজার ১৮০

আয়ে দ্বিতীয়। ৪ কোটি ২৬ লক্ষ ৪৮ হাজার ৫৭৮ ডলার আয় করেছেন ভেনাস। ৪ কোটি ২ লাখ ৩৬ হাজার ৬১৮ ডলার প্রাইজমানি আয় করে তৃতীয় রোমানিয়ার তারকা সিমোনা হালেপ।

শেষ ষোলোয় উঠেই মেসিদের হাতে ১৮০ কোটি টাকা

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

যেকোনো টুর্নামেন্টে ট্রফির পাশাপাশি প্রাইজমানিতেও চোখ থাকে দলগুলোর। শিরোপা জেতা মানে বিশাল অঙ্কের অর্থ পুরস্কারের হাতছানি। তবে ক্লাব বিশ্বকাপ অর্থ পুরস্কারের দিক থেকে অন্য রকম এক দৃষ্টান্তই যেন স্থাপন করছে। টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ, ম্যাচ ড্র করা এবং জেতার জন্যও দলগুলো পাচ্ছে আলাদা আলাদা অর্থ পুরস্কার। এমনকি চ্যাম্পিয়ন হতে না পারা বা খুব বেশি দূর যেতে না পারা দলগুলোও ক্লাব বিশ্বকাপ থেকে নিয়ে যেতে পারবে বিপুল পরিমাণ অর্থ। লিওনেল মেসির ইন্টার মায়ামি যেমন শেষ ষোলোতেই উঠেই নিশ্চিত করেছে ২ কোটি ১০ লক্ষ ডলার, যা ভারতীয় মুদ্রায় ১৮০ কোটি টাকার বেশি। টুর্নামেন্টে আরও সামনে যেতে পারলে এই অঙ্ক বাড়তেই থাকবে। ইন্টার মায়ামির অ্যাকাউন্টে যোগ হওয়া এই অর্থের ৯০ লক্ষ ৫৫ হাজার ডলার এসেছে কেবল অংশগ্রহণ ফি হিসেবে, যা টুর্নামেন্ট শুরু আগেই মেজর লিগ সকারের (এমএলএস)

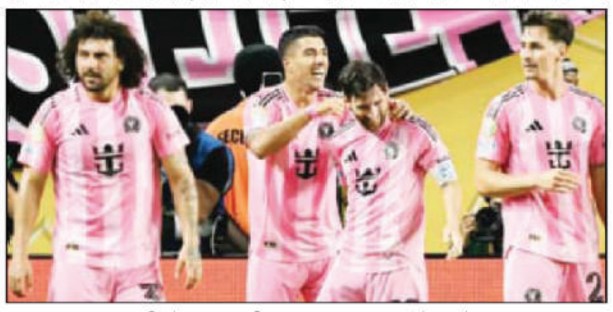

ক্লাবগুলোর জন্য নির্ধারণ করা ছিল। এর বাইরে গ্রুপ পর্বে আল আহলি ও পালমেইরাসের বিপক্ষে ড্রয়ের জন্য ১০ লাখ ডলার করে এবং পোর্তোর বিপক্ষে জয়ের জন্য ২০ লাখ ডলার পেয়েছে তারা। আর শেষ ষোলোয় গিয়ে তারা নিশ্চিত করেছে আরও ৭০ লাখ ৫০ হাজার ডলার। যোগ করলে এই টাকার অঙ্ক দাঁড়ায় প্রায় ১৮০ কোটি টাকা। টাকার এই অঙ্ক আরও বাড়ানোর সুযোগ আছে মায়ামির। সে জন্য তাদের এখন কোয়ালিফাই করতে শেষ আটে। যদিও কাজটি কঠিনই হবে। কোয়ার্টার ফাইনালে যেতে হবে মেসির মায়ামিকে টপকাতে হবে ইউরোপ-সেরা পিএসজির বাধা। তবে কঠিন এই পথ অতিক্রম করতে পারলে মায়ামির অ্যাকাউন্টে যোগ হবে আরও প্রায় ১১০ কোটি টাকা। এখন অর্থের এই হাতছানিতে সাড়া দিয়ে পিএসজির বিপক্ষে মেসিরা দারুণ কিছু করতে পারেন কি না, সেটাই দেখার অপেক্ষা।

ক্লাব বিশ্বকাপে ব্রাজিলের রাজত্ব, আর্জেন্টিনার লজ্জার বিদায়

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

ফুটবলে ব্রাজিল-আর্জেন্টিনা দ্বৈরথ কোনো নতুন কিছু নয়। জাতীয় দল হোক বা ক্লাব ফুটবল। দুই দেশের পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা, গর্ব আর সম্মান যেন শ্বাস-প্রশ্বাসের মতো। কিন্তু এবারের ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপে সেই লড়াই একতরফা হয়ে উঠেছে। ব্রাজিল যেখানে দাপটের সঙ্গে চার-চারটি ক্লাবকে তুলে দিয়েছে নকআউট পর্বে। সেখানে আর্জেন্টিনা বিদায় নিয়েছে গ্রুপ পর্বেই একটিও ক্লাব পৌঁছাতে পারেনি দ্বিতীয় রাউন্ডে। নতুন কাঠামোয় আয়োজিত এবারের ক্লাব বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনার দুই প্রতিনিধি ছিল বোকা জুনিয়র্স ও রিভারপ্লেট। বহু প্রত্যাশা নিয়ে তারা টুর্নামেন্টে এলেও এক রকম মুখ থুবড়ে পড়েছে এই ঐতিহ্যবাহী দুই ক্লাবের স্বপ্নযাত্রা। বিশেষ করে রিভারপ্লেটের বিদায়টা এসেছে হৃদয়বিদারক এক ম্যাচ শেষে। গ্রুপ 'ই'-তে শেষ ম্যাচে তাদের প্রতিপক্ষ ছিল ইউরোপিয়ান জায়ান্ট ইন্টার মিলান। ম্যাচে ড্র করলেই নকআউট নিশ্চিত হতো, কিন্তু ইন্টারের কাছে ২-০ গোলে হেরে শেষ পর্যন্ত গ্রুপের তৃতীয় স্থানে নেমে টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে পড়ে তারা। রিভারপ্লেটের হারটা শুধু ফলাফলে সীমাবদ্ধ থাকেনি, ছিল মানসিক বিপর্যয় আর শৃঙ্খলার অভাবও। ৬৬ মিনিটে শেষ ডিফেন্ডার হিসেবে হেনরিখ মেখিতারিয়ানকে ফাউল করে সরাসরি লাল কার্ড দেখেন লুকাস মার্তিনেজ কুয়ার্তা। তারপর ৭২ মিনিটে ১৯ বছর বয়সী

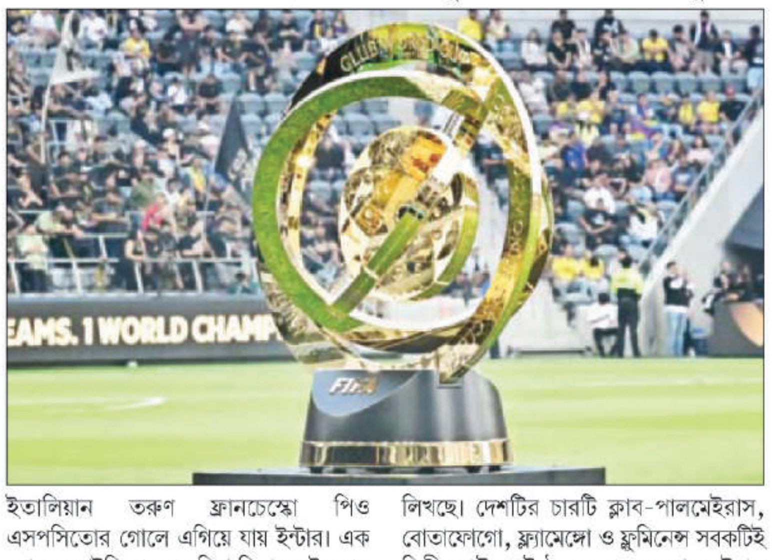

ইতালিয়ান তরুণ ফ্রানচেস্কো পিও এসপসিতোর গোলে এগিয়ে যায় ইন্টার। এক গোলের ঘাটতি পূরণে মরিয়া রিভারপ্লেট তখন খেলছিল ১০ জন নিয়ে। যোগ করা সময়ে দ্বিতীয় গোল হজম করে আরও এক ধাক্কা খায় তারা। পরে মারামারির ঘটনায় লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন গঞ্জালো মন্তিয়েল। ৯ জনের দলে পরিণত হয়ে হতাশার গল্পেই পরিণত হয় আর্জেন্টিনার প্রতিনিধি। তবে অন্যদিকে ব্রাজিল যেন ফুটবলীয় পরাশক্তির সংজ্ঞা নতুন করে লিখছে। দেশটির চারটি ক্লাব-পালমেইরাস, বোতাফোগো, ফ্ল্যামেঙ্গো ও ফ্লুমিনেন্স সবকটিই দ্বিতীয় রাউন্ডে উঠেছে। এর মধ্যে পালমেইরাস ও বোতাফোগোকে দেখা যাবে পরস্পরের মুখোমুখি। অর্থাৎ, অন্তত একটি ব্রাজিলিয়ান ক্লাবের কোয়ার্টার ফাইনাল নিশ্চিত। শুধু তা-ই নয়, দ্বিতীয় রাউন্ডে আরও দুই ব্রাজিলিয়ান ক্লাব-ফ্ল্যামেঙ্গো ও ফ্লুমিনেন্স-মজবুত প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে। ইন্টার মিলান দ্বিতীয় রাউন্ডে খেলবে ফ্লুমিনেন্সের বিপক্ষে। অন্যদিকে, মেক্সিকান ক্লাব মন্তেরেই, যারা উরাওয়া রেড ডায়মন্ডসকে ৪-০ গোলে হারিয়ে রিভারপ্লেটকে ছিটকে দিয়েছে, তারা মুখোমুখি হবে বরুসিয়া ডর্টমুন্ডের। ডর্টমুন্ডও ফর্মে রয়েছে-গ্রুপ পর্বে উলসানকে ১-০ গোলে হারিয়ে গ্রুপ 'এফ'-এর চ্যাম্পিয়ন হয়েছে তারা। একই গ্রুপ থেকে ব্রাজিলিয়ান ক্লাব ফ্লুমিনেন্স রানার্সআপ হয়ে উঠেছে শেষ ষোলোতে। এই চিত্র বলছে, লাতিন আমেরিকার দুই ফুটবল সুপারপাওয়ারের মধ্যে পার্থক্য এখন শুধু প্রতিভা বা ইতিহাসে সীমাবদ্ধ নেই, মাঠের পারফরম্যান্সেও। ব্রাজিলিয়ান ক্লাবগুলোর ধারাবাহিকতা, টেকনিক্যাল গভীরতা আর প্রতিযোগিতামূলক মানসিকতা তাদের নিয়ে যাচ্ছে সামনের দিকে। আর আর্জেন্টিনা? ঐতিহ্য থাকলেও সে অনুযায়ী প্রস্তুতি বা মানসিক দৃঢ়তায় ঘাটতি থেকেই যাচ্ছে। এবারের ক্লাব বিশ্বকাপে তাই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে এক জোরালো বার্তা-লাতিন আমেরিকার ক্লাব ফুটবলে এখন ব্রাজিলের একাধিপত্য, আর্জেন্টিনার নাম শুধু স্মৃতিতে।

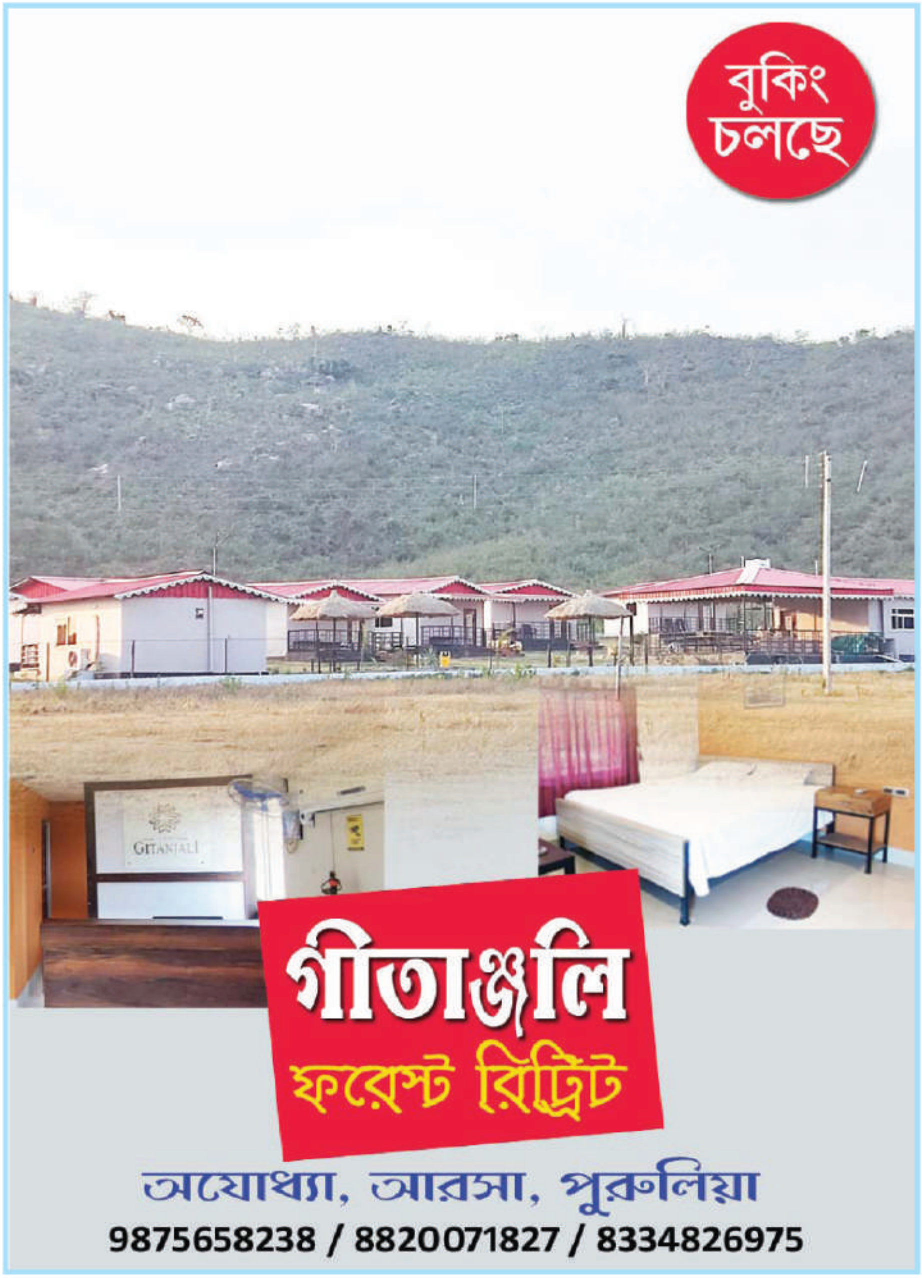

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com